وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

রাসূল ﷺ বলেন, 'ক্বিয়ামতের পূর্বে কুফফারদের সাথে মহাযুদ্ধের দিন মুসলিমদের তাঁবু বা ফিল্ড হেডকোয়ার্টার হবে 'গূতা' নামক স্থানে- যা দিমাশক শহরের পাশে অবস্থিত। সেটা হবে সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ নগরী' *(আবূ দাঊদ, হা/৪২৯৮; মিশকাত হা/৬২৭২)*।

● ৯ম বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● জানুয়ারি ২০২৫

Web : www.al-itisam.com

সম্পাদকীয়

সুন্নীদের দামেশক বিজয়: জেরুযালেমে বিজয়ে এক ধাপ এগিয়ে মুসলিম উম্মাহ

www.al-itisam.com

MONTHLY AL-ITISAM

Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**

Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**

Printed By : Al-Itisam printing press

Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210

Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840

E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.

السنة: ٩ ، جمادى الثاني و رجب ١٤٤٦هـ/ يناير ٢٠٢٥م العدد:٣ ، الجزء :١٠٠

تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش

رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩
নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন | বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ | নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯ রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহমখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮২২, ০৯৬৭৮৭৭১৬৬২

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৬ || ঈসায়ী ২০২৫ || বঙ্গীয় ১৪৩১

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
জানুয়ারি ০১	জুমাঃ আখের ৩০	বুধবার	৫.২১	৬.৪১	১২.০২	৩.০৩	৫.২৩	৬.৪৩
জানুয়ারি ০৫	রজব ০৪	রবিবার	৫.২২	৬.৪২	১২.০৪	৩.০৫	৫.২৬	৬.৪৬
জানুয়ারি ১০	রজব ০৯	শুক্রবার	৫.২৩	৬.৪২	১২.০৬	৩.০৯	৫.৩০	৬.৪৯
জানুয়ারি ১৫	রজব ১৪	বুধবার	৫.২৩	৬.৪২	১২.০৮	৩.১২	৫.৩৩	৬.৫২
জানুয়ারি ২০	রজব ১৯	সোমবার	৫.২৪	৬.৪২	১২.০৯	৩.১৫	৫.৩৭	৬.৫৫
জানুয়ারি ২৫	রজব ২৪	শনিবার	৫.২৩	৬.৪১	১২.১১	৩.১৮	৫.৪০	৬.৫৮
জানুয়ারি ৩০	রজব ২৯	বৃহস্পতিবার	৫.২২	৬.৩৯	১২.১২	৩.২১	৫.৪৪	৭.০১

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	-১	-১	+১
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-১	-১	-২
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২
ফরিদপুর	+২	+২	+৩
রাজবাড়ী	+৩	+২	+৪
মুন্সিগঞ্জ	-১	-১	+১
গোপালগঞ্জ	+১	০	+৪
মাদারীপুর	০	-১	+৩
মানিকগঞ্জ	+১	+১	+২
শরিয়তপুর	-১	-১	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	+১	+১	-১
শেরপুর	+৩	+৩	০
জামালপুর	+৩	+৩	০
নেত্রকোনা	০	০	+৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৮	-৯	-২
কক্সবাজার			
খাগড়াছড়ি	-৮	-৯	-৪
রাঙ্গামাটি	-৯	-১০	-৪
বান্দরবান	-১০	-১১	-৩
কুমিল্লা	-৪	-৫	-১
নোয়াখালী	-৪	-৫	০
লক্ষীপুর	-২	-২	০
চাঁদপুর	-২	-৩	+১
ফেনী	-৫	-৬	-১
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৫	-৪	-৭
সুনামগঞ্জ	-৩	-২	-৬
মৌলভীবাজার	-৫	-৫	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৪

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৮	+৭	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৯	+৮
নাটোর	+৬	+৬	+৬
পাবনা	+৫	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৪	+২
বগুড়া	+৫	+৬	+৩
নওগাঁ	+৭	+৭	+৫
জয়পুরহাট	+৭	+৭	+৪

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৭	+৭	+২
দিনাজপুর	+৯	+১০	+৪
গাইবান্ধা	+৫	+৬	+১
কুড়িগ্রাম	+৫	+৬	০
লালমনিরহাট	+৬	+৭	+১
নীলফামারী	+৯	+৯	+৩
পঞ্চগড়	+১১	+১১	+৪
ঠাকুরগাঁও	+১০	+১১	+৫

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	০	+১	+৬
বাগেরহাট	০	০	+৫
সাতক্ষীরা	+৩	+৩	+৮
যশোর	+৩	+৩	+৭
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৫	+৭
ঝিনাইদহ	+৪	+৪	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৬	+৮
মাগুরা	+৩	+৩	+৫
নড়াইল	+২	+২	+৬

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	-২	-২	+৩
পটুয়াখালী	-২	-৩	+৪
পিরোজপুর	০	-১	+৪
ঝালকাঠি	-১	-২	+৪
ভোলা	-৩	-৪	+২
বরগুনা	-২	-২	+৫

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com)
গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

৯ম বর্ষ
৩য় সংখ্যা

জানুয়ারি ২০২৫
পৌষ-মাঘ ১৪৩১
জুমাদাল আখের-রজব ১৪৪৬

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

উপদেষ্টা
◆ শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
◆ শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
হযরত আলী
হাসান আল-বান্না মাদানী
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
মো. আকরাম হোসেন

বিভাগীয় সম্পাদক
◆ মো: নাসির উদ্দিন ◆ আল আমিন
◆ আব্দুল কাদের

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
সার্কুলেশন ম্যানেজার: রাসেল আহমাদ

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
আসিফ আহমাদ ও আব্দুল্লাহ আল মামুন

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী
০১৪০৭-০২১৮২২
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
■ আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বরিশাল
০১৭২৩-০০৮৪৯১

জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২
সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে কুরআন
» সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর (শেষ পর্ব) ০৪
-অনুবাদ : মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» ইসকনের মতলব কী? ০৮
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
» নববর্ষ ও কিছু কথা ১২
-মুস্তফা মনজুর
» আল-কুরআনে মানুষ: মর্যাদা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ (শেষ পর্ব) ১৩
-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ
» ইমাম আবুল হাসান আশআরী এবং তার 'আল-ইবানাহ আন উছূলিদ দিয়ানাহ' গ্রন্থ (পর্ব-৪) ১৫ *-আব্দুল্লাহ মাহমুদ*
» রজব মাসের বিধান ১৮
-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন
» রিযিক্ব সংকীর্ণ হওয়ার কারণসমূহ ২১
মূল: আল-খানসা হামীদ ছালেহ
-অনুবাদ: শুআইব বিন আহমাদ
» রাগ নিয়ন্ত্রণের উপায় ২৩
-আব্দুল্লাহ আল-আমিন
» মানবজীবনে দ্বীনি শিক্ষার ভূমিকা ২৫
-মো. আকরাম হোসেন
» নতুন বছর ও আমাদের অঙ্গিকার ২৮
-মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» জিহ্বাকে হেফাযতের গুরুত্ব ৩১
-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ তরুণ প্রতিভা
» বাহ্যিক আমলের পূর্বেই অন্তরের আমল ৩৪
-এ. এইচ. হাসান

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ
» ইসকনের স্পর্ধা এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদী আস্ফালন ৩৫
-মো. হাসিম আলী

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান
» নয়নতারা ৩৯
-মুগনিউর রহমান তাবরীজ

◈ কবিতা ৪১
◈ সংবাদ ৪২
◈ জামি'আহ ও দাওয়াহ সংবাদ ৪৪
◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৫

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

সহকারী সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: ০১৪০৭-০২১৮৩৯
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

www.al-itisam.com
youtube.com/c/alitisamtv
facebook.com/alitisam2016
monthlyalitisam@gmail.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

সুন্নীদের দামেশক বিজয়: জেরুযালেমে বিজয়ে এক ধাপ এগিয়ে মুসলিম উম্মাহ

আজ থেকে প্রায় ১৩ বছর পূর্বে সিরিয়াতে আরব বসন্তের ঢেউ লাগে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আসাদ পরিবারের শাসনের বিরুদ্ধে সিরিয়ার মানুষ ফুঁসে উঠে। মিসর ও তিউনিসিয়ার মতো এখানে বিনা রক্তপাতে ফল নির্ধারণের মতো কিছুই ঘটেনি। লিবিয়ার মতো এখানকার বিদ্রোহ সশস্ত্র যুদ্ধে রূপান্তরিত হলেও সফলতা আসতে সময় হয়েছে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। এক দশকের বেশি সময় যাবৎ চলমান গৃহযুদ্ধের পর গত ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখে বাশার আল-আসাদ দামেশক থেকে পালিয়ে গিয়ে রাশিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৭১ থেকে ২০২৪ দীর্ঘ ৫৩ বছর যাবৎ সিরিয়া শাসন করে আসাদ পরিবার। তাদের এই দীর্ঘ শাসনে অন্যতম সহযোগী ছিল ইরান, রাশিয়া ও হিযবুল্লাহ। যারা অত্যধিক ইরানপ্রীতি দেখান, তারা গত ৫০ বছর হিযবুল্লাহ ও ইরান মিলে সিরিয়ার সুন্নী মুসলিমদের উপর কী পরিমাণ অত্যাচার করেছে তা অবশ্যই একবার পড়ে দেখবেন। আজকে আসাদের পতনে ইরান ও ইসরাঈল সমপরিমাণ ব্যথিত। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে আসাদের পতনের পর ৫০০-এর অধিক স্থাপনায় ইসরাঈল বিমান হামলা চালিয়েছে। ইসরাঈলের দাবি অনুযায়ী এই সমস্ত স্থানে অস্ত্রাগার ও গবেষণাগার ছিল। আসাদের হাতে এই অস্ত্রগুলো ইসরাঈলের জন্য নিরাপদ মনে হলেও মুজাহিদদের হাতে নিরাপদ মনে হচ্ছে না। বিজয়ী মুজাহিদগণ যেন শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে ব্যর্থ হন তার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করে যাচ্ছে ইসরাঈল। সুতরাং সিরিয়াতে ইয়াহূদী ইসরাঈল ও শীআ ইরানের স্বার্থ একই। শুধু তাই নয়, হিযবুল্লার সহযোগিতায় আসাদের কারাগারে বহু কাসসাম ব্রিগেডের নেতা, বহু ফিলিস্তীনি মুজাহিদ বন্দি ছিল।

যাহোক, হাফিয আল-আসাদ ও বাশার আল-আসাদ পরিবারের এই দীর্ঘ শাসনের অবসান হয় এইচ.টি.এস বা হাইয়াত তাহরীর আশ-শাম-এর হাতে, যার নেতা আবূ মুহাম্মাদ আল-জোলানী। যিনি মূলত ১৯৮২ সালে সঊদী আরবের রিয়াদে জন্মগ্রহণ করা একজন সালাফী আক্বীদার অনুসারী ব্যক্তি। তার বাবা সঊদী আরবের তেল কোম্পানি আরামকোতে চাকরি করতেন। জোলান বা গোলান নামটি মূলত সিরিয়ার গোলান উপত্যকার দিকে নিসবাত করে বলা হয়ে থাকে। জোলানীর পরিবারের আদিভিটা গোলান উপত্যকায় ছিল। ইসরাঈল গোলান উপত্যকা দখলে নিলে তার পরিবার উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়।

যৌবনের শুরুতেই ২০০৩ সালে ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধে আমেরিকার বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য বাগদাদ চলে যান। এমনকি সেই যুদ্ধে আমেরিকার হাতে ২০০৬ সালে গ্রেফতার হয়ে আবু গারীব ও ক্যাম্প বুযাসহ বিভিন্ন কারাগারে পাঁচ বছর বন্দী জীবনযাপন করেন। অতঃপর মুক্তি পেয়ে নিজ দেশে ফেরত আসেন এবং আসাদ-বিরোধী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। আসাদ-বিরোধী আন্দোলন সশস্ত্র রূপ নিলে আল-কায়েদার সহযোগিতায় নুসরাহ ফ্রন্ট গড়ে তোলেন। শুরুতে কিছুদিন আইসিস বা দায়িশের সিরিয়া শাখা হিসেবে নুসরাহ পরিচালিত হতো। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে তিনি দায়িশ বা আইসিসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করত সরাসরি আল-কায়েদার নেতা আয়মান আল-জাওয়াহিরির আনুগত্যে নুসরাহ পরিচালিত করেন। তারও কিছুদিন পরে ২০১৬ সালে তিনি আল-কায়েদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নুসরাহ নাম পরিবর্তন করে জাবহাত ফাতহ আশ-শাম নামকরণ করেন।

ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে জাতীয়তাবাদী চেতনার একজন নেতা হিসেবে তুলে ধরতে থাকেন। ২০১৭ সালে আসাদ-বিরোধী অন্য সকল গ্রুপকে একত্রিত করে এইচ.টি.এস গড়ে তোলেন। গত ৪/৫ বছর যাবৎ তুরস্ক সীমান্তবর্তী ইদলিব অঞ্চলে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিল এবং শক্তি সঞ্চার করছিল। জোলানীর শাসনে ইদলিব অঞ্চল অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে। সেখানে উন্নতমানের মেডিক্যাল, বিশ্ববিদ্যালয় ও শপিংমল গড়ে উঠে। শান্তি-শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। যেখানে রাজধানী দামেশকে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না, সেখানে ইদলিবে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়। জোলানীর পক্ষ থেকে যে মুহাম্মাদ আল-বশির ইদলিবের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতেন তিনিই এখন সিরিয়ার অন্তবর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন।

যাহোক, জোলানী যখন দেখলেন রাশিয়া ইউক্রেনে ব্যস্ত আর ইরান ও হিযবুল্লাহ লেবাননে ব্যস্ত; অন্যদিকে আমেরিকা ইসরাঈলে ও ইউক্রেনে ব্যস্ত, তখন তারা এটিকে তাদের জন্য মোক্ষম সুযোগ মনে করে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে তাদের অভিযান শুরু করে। সর্বপ্রথম তারা হালব বা আলেপ্পো নগরী বিজয় করে। অতঃপর হুমা ও হিমস হয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে টানা ১১

দিনের অভিযানে অপ্রতিরোধ্য গতিতে দামেশক বিজয় করে। যদিও এখনো সিরিয়ার বিরাট একটি অংশ কুর্দি ওয়াইপিজি বা পিকেকের দখলে রয়েছে। বিজয়ী মুজাহিদগণ তাদের সাথে সমঝোতায় যাবে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে তা এখনো স্পষ্ট নয়। সিরিয়ার বেশির ভাগ তেল খনি কুর্দিদের দখলে আর কুর্দিদের সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা ও ইসরাঈল। সুতরাং সিরিয়াকে একীভূত করা মুজাহিদদের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।

যাহোক, এই বিজয় সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে আনন্দিত করে। বিশেষ করে লক্ষ লক্ষ সিরীয় শরণার্থী যারা আসাদের যুলুমে নিজ দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন তারা আজ দেশে ফেরার আনন্দে আত্মহারা। অসংখ্য বন্দী যারা বিভিন্ন কারাগারে বন্দী ছিলেন তারাও মুক্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করছেন। সিদনাইয়ার মতো ভয়ংকর পাতাল আয়নাঘর ভেঙে বের করা হচ্ছে কালের সাক্ষীদের। অসংখ্য মা ও বোন পিতৃপরিচয়হীন সন্তান নিয়ে কারাগার থেকে বের হচ্ছেন, যা সমগ্র পৃথিবীকে আসাদের লোমহর্ষক অত্যাচারের নির্মম দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে।

সিরিয়ার এই বিজয় মুসলিম উম্মাহকে জেরুযালেম বিজয়ের আশ্বাস দিচ্ছে। সিরিয়া-সংক্রান্ত রাসূল ﷺ-এর অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী নতুন করে আমাদের অনেক কিছু শিখাচ্ছে। রাসূল ﷺ এই সিরিয়ার জন্য বরকতের দু'আ করেছেন। তিনি বলেন, اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا 'হে আল্লাহ! আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ! আমাদের ইয়ামানে বরকত দাও। এই দু'আ তিনি তিনবার করেন *(বুখারী, হা/৭০৯৪; মিশকাত হা/৬২৬২)*। অন্যত্র রাসূল ﷺ বলেন, طُوبَى لِلشَّامِ قِيلَ وَلِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا 'সিরিয়ার জন্য সুসংবাদ! জিজ্ঞেস করা হলো, কেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ? তিনি বলেন, কেননা আল্লাহর ফেরেশতাগণ এর উপর তাদের পাখা বিছিয়ে রাখে' *(আহমাদ, হা/২১৬৪৭; তিরমিযী, হা/৩৯৫৪; মিশকাত হা/৬২৬৪)*। রাসূল ﷺ আরও বলেন, سَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ خِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ 'পরিস্থিতি তার কাজের ধারা অনুযায়ী চলতে থাকবে, যতক্ষণ তোমরা তিনটি বাহিনীতে পরিণত না হও— একটি বাহিনী শামের, আরেকটি বাহিনী ইয়ামানের এবং অপরটি ইরাকের। ইবনে হাওয়ালাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যদি আমি সেই দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি তবে আমার জন্য একটি নির্ধারণ করে দিন। উত্তরে রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমার শামে যাওয়া উচিত হবে। কারণ এটি আল্লাহর ভূমিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম এবং তাঁর সবচেয়ে ভালো বান্দারাই সেখানে জড়ো হবে। আর যদি তুমি তা না চাও তবে তোমার ইয়ামান যাওয়া উচিত এবং সেখানকার কূপ থেকে পানি পান করা উচিত। কারণ আল্লাহ আমাকে নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি শাম এবং তার মানুষের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন' *(আবূ দাঊদ হা/২৪৮৩, মিশকাত হা/৬২৬৭)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ 'কুফফার-মুশরিকদের সাথে মহাযুদ্ধের দিন (ক্বিয়ামতের পূর্বের কোনো যুদ্ধ বা দাজ্জালের সাথে যে যুদ্ধ হবে) মুসলিমদের তাঁবু (ফিল্ড হেডকোয়ার্টার) 'গুতা' নামক স্থানে হবে, যা একটি শহরের পাশে অবস্থিত; যার নাম দিমাশক যা শাম বা সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ নগরী' *(আবূ দাঊদ, হা/৪২৯৮; মিশকাত হা/৬২৭২)*। উল্লেখ্য যে, 'গুতা' নামক জায়গাটা বর্তমানে সিরিয়ার রাজধানী দামেশক থেকে ৮ কি. মি. পূর্বে অবস্থিত। এখানকার মওসুম শুষ্ক ও গরম *(মুহাম্মাদ আসেম উমার, তিসরী জঙ্গে আযীম আওর দাজ্জাল, (ফরিদ বুক ডিপো, দিল্লী), পৃ. ৬৯)*।

উল্লিখিত হাদীছগুলো প্রমাণ করে শাম বা সিরিয়া একটি বরকতময় জায়গা। ক্বিয়ামতের পূর্বমূহূর্তের সকল ঘটনা শাম-কেন্দ্রিক ঘটবে। এই শামের রাজধানী দামেশকের কোনো এক মসজিদে ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে অবতরণ করবেন। এখান থেকেই দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য তিনি বের হবেন। এই জন্যই রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন সমগ্র পৃথিবীতে ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে তখন ঈমান শামে থাকবে *(মুসনাদে আহমাদ, ৩৬/৬২)*। তিনি আরও বলেন, যখন শামে ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে তখন আর তোমাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকবে না। আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত শামে একটি দল থাকবে যারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াইরত থাকবে। কেউ তাদের ক্ষতি করতে চাইলেও ক্ষতি করতে পারবে না *(তিরমিযী, হা/২১৯২)*।

আমরা দু'আ করি এবং আশা করি এই বিজয়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জেরুযালেম বিজয়ের রাস্তাকে আমাদের জন্য সহজ করে দিবেন। অচিরেই ইসলামের পতাকা দিমাশক থেকে গিয়ে জেরুযালেমে স্থাপিত হবে ইনশা-আল্লাহ। *(প্র. স.)*

সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর

-মুহাম্মাদ মুস্তফা কামাল*

(অক্টোবর'২৪ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(শেষ পর্ব)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী,

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

'তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন; ওদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট' *(আল-ফাতিহা, ১/৭)*।

আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোক কারা এবং তাদের পথ বাস্তবিক পক্ষে কোনটি? এ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ছিরাতে মুস্তাক্বীমের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্যের বিচারে তারা তিন ভাগে বিভক্ত—

১. 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' হলো সেই সরল পথ, যে পথে চলেছেন এমন সব লোক যাদেরকে নেয়ামত, অনুগ্রহ ও পুরস্কার দান করা হয়েছে। জমহূর মুফাসসিরগণের মতে, তারা হলেন নবী, শহীদ, সত্যবাদী এবং নেককার ব্যক্তিবর্গ। তাদের পরিচয়ে তারা নিম্নের আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, 'আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না, অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন (ব্যতীত)। যদি তারা তাই করে, যা তাদের উপদেশ দেওয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে নিজের ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী। আর তখন অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে মহান ছওয়াব দেব। তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, সে তাদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন। তারা হলেন নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম' *(আন-নিসা, ৪/৬৬-৬৯)*। এই আয়াত থেকে জীবন চলার সঠিক ও সুদৃঢ় পথ কোনটি আর কোন পথে চলে অনুগ্রহপ্রাপ্তরা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছেন, তা সুস্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে জানা যায়। তারা হচ্ছেন নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ ও সৎকর্মশীলগণ।[১] তাদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা হেদায়াত, ন্যায়পরায়ণতার পথ অবলম্বন করেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের পথে চলেন। তারা তাঁর আদেশ পালন করেন এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকেন। তারা অভিশপ্তদের পথ পরিহার করেন।[২] একজন মুসলিমের হৃদয়কে প্রত্যাখ্যান, অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তির আবেদন উক্ত আয়াত শামিল করে। আরও প্রমাণ করে যে, তাদের অনুসৃত এবং চলার পথই বিশ্বমানবতার মুক্তি ও শান্তির সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। তাদের পথই আমাদের জন্য একমাত্র অনুসরণীয়, কল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য পথ। তাদের পথ ব্যতীত অন্য কোনো পথ কল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। উক্ত পথের অনুসারীদের মধ্যে নবীগণের পর ছাহাবীগণ হলেন সবচেয়ে অগ্রবর্তী দল। উক্ত আয়াত তাদের সম্মান ও উঁচু মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।[৩]

২. 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' হলো সেই চিরন্তন কল্যাণকর পথ, যা আল্লাহর দয়া ও ক্ষমতায়ন ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। এটি ইলাহী রহমতে ভরা এমন এক পথ, যার যাত্রীরা দুনিয়ায় যেমন আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভ করে, পরকালেও তারা তেমনি তাঁর চিরন্তন ভালোবাসায় সিক্ত হয়। আল্লাহর অবারিত অনুগ্রহে তারা হেদায়াত, আনুগত্য ও ইবাদতে মগ্ন হওয়ার সুযোগ লাভ করে।[৪] তাদের এ পথ কোনো অভিশপ্ত পথ নয়। এই পথের অভিযাত্রীদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হতে পারে না। কেননা হেদায়াতের অমিয় সুধায় সিক্তের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয় না।[৫] উক্ত পথের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হলো মুমিনদেরকে এমন পথ ও পন্থা অবলম্বন থেকে বিরত রাখা, যে পথ আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত।

৩. 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর তৃতীয় ও সর্বশেষ পরিচয় অর্থাৎ যারা ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের আলোকে চলে আল্লাহর নেয়ামত লাভ করতে পেরেছেন, তারা পথভ্রষ্ট নন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীছ থেকে এ পথভ্রষ্ট লোকদের পরিচয় জানতে পারা

---

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর, তাফসীরে তাবারী, (প্রথম প্রকাশ: ২০০১, দারুল হিজর লি-ত্বাবাআহ ওয়ান নাশর ওয়াত-তাউযীয়ু ওয়াল ইলান, কায়রো, মিশর), ১/১৭৭।

২. ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনুল আযীম, (প্রথম প্রকাশ: ১৪৩১ হিজরী, দারু ইবনুল যাওযী, লিন নাশরি ওয়াত তাউযী, সঊদী আরব), ১/৬১০।

৩. https://surahquran.com/aya-tafsir-7-1.html#moyassar

৪. তাফসীরে তাবারী।

৫. আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর, তাফসীরে তাবারী, (প্রথম প্রকাশ: ২০০১, দারুল হিজর লি-ত্বাবাআহ ওয়ান নাশর ওয়াত তাউযীয়ু ওয়াল ইলান, কায়রো, মিশর), ১/১৭৮।

যায় যে, দুনিয়ার ইতিহাসে নাছারা হচ্ছে কুরআনে উল্লেখিত এ গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট জাতি।[৬]

এখানে অভিশপ্ত বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? তারা কেন অভিশপ্ত? অভিশপ্ত হলো তারা, যাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না। যারা সৎ পথের সন্ধান পেয়েছিল, কিন্তু হঠকারিতা ও অবাধ্যতাবশত তা বর্জন করেছিল। বাস্তবিকপক্ষে তাদেরকে যে সৎ পথ অনুসরণ করতে বলা হয়, তা প্রত্যাখ্যান করে এবং গযবপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হয়ে যায়। তারা তাদের হৃদয়কে কলুষমুক্ত না করে, সত্যকে জেনেও অবাধ্যতা ও হঠকারিতার পথ অবলম্বন করে। ফলে তাদের শাস্তি হলো তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হবে।[৭] তাদেরকে আল-কুরআনে অভিশপ্ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইয়াহূদী তো তারাই, যাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ দেন এবং যাদের প্রতি তাঁর গযব বর্ষিত হয় *(আল-মায়েদা, ৫/৬০)*। তাদের অভিশাপের বর্ণনায় আল্লাহ আরও বলেন, 'আর তাদের উপর অপমান, লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের কশাঘাত হানা হয়েছে এবং তারা আল্লাহর অভিশাপপ্রাপ্ত হয়েছে' *(আল-বাক্বারা, ২/৬১)*। এই আয়াতে ইয়াহূদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। 'মাগযূব' (অভিশপ্ত) সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, هُمُ الْيَهُوْدُ 'তারা হলো ইয়াহূদীগণ'। ইবনু আবী হাতেম বলেন, এ বিষয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে কোনো মতভেদ আছে বলে আমি জানি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীছেও অনুরূপ বর্ণনা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৮]

আর যাল্লীন তথা বিপথগামী বলে খ্রিষ্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতাবশত সত্যকে বর্জন করেছে। যেমন আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, 'তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা ইতঃপূর্বে পথভ্রষ্ট ছিল' *(আল-মায়েদা, ৫/৭৭)*।

'গায়র' তথা 'না' শব্দ ব্যবহার করে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুটি কলুষিত পথ রয়েছে, যে পথদ্বয় ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের পথ। ঈমানদারগণ ঐ পথ অবলম্বন করেন, যে পথ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইয়াহূদীরা অভিশপ্ত হয়ে শঠতার পথ অবলম্বন করেছে এবং খ্রিষ্টানরা জ্ঞান হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে। আর এ কারণে ইয়াহূদীদের জন্য ক্রোধ এবং খ্রিষ্টানদের জন্য বিভ্রান্তি রয়েছে। কারণ যে কেউ জানে যে, এটার জন্য ক্রোধ প্রাপ্য আর যারা জানেন না তথা খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট গন্তব্য তাদের কোনো ধারণা ছিল না।

রাগ হলো সন্তুষ্টির বিপরীত। অভিধানগত উৎপত্তিমূলে এর অর্থ আত্মার প্রতিক্রিয়া, যা প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবণতাকে জাগ্রত করে। এই অর্থ অনুযায়ী আল্লাহর সাথে এর সম্পর্ক শোভনীয় নয়। তবে এর অনুঘটক আল্লাহ হলে জমহূর উলামা একে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতি মনোনিবেশ করা অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সালাফরা এই গুণের ব্যাখ্যায় বলেন, এটি সর্বশক্তিমান ইলাহ-এর একটি গুণ, যা তাঁর মহিমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা এর রহস্য জানি না, তবে এর প্রভাব জানি। এর প্রভাব হলো অবাধ্যদেরকে শাস্তির আওতায় আনা। উক্ত আয়াতে নেয়ামত প্রদানকে সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে এবং শাস্তি প্রদানকে তাঁর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না করে সৌজন্যমূলক আচরণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। বুঝানো হয়েছে যে, ভালো কাজ সরাসরি সম্পাদনকারীকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা এবং প্রতিশোধের কাজকে সরাসরি তাঁর সাথে সম্পৃক্ত না করা ভদ্রোচিত আচরণের লক্ষণ। যদিও কল্যাণ ও অকল্যাণ সকল কাজের অনুঘটক তিনি। নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে বিশ্বাসী জিনদের বক্তব্যে এমন প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, 'আর আমরা জানি না যে, পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি অকল্যাণ কামনা করা হয়েছে নাকি তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে চেয়েছেন' *(আল-জিন, ৭২/১০)*।

সূরা ফাতিহা শিষ্টাচার, বিশ্বাসমালা, ইবাদত ও বিধিবিধান ইত্যাদি শামিল করে। সূরাটি তাওহীদের তিনটি প্রকার তথা তাওহীদে রুবূবিয়্যাত তথা প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহকে এক বলে স্বীকৃতি, যা 'রব্বুল আলামীন' থেকে প্রমাণিত, তাওহীদে উলূহিয়্যাত তথা উপাস্য হিসেবে আল্লাহকে এক বলে স্বীকৃতি, যা 'ইয়্যাকা না'বুদু' থেকে প্রমাণিত আর তাওহীদুল আসমায়ে ওয়াছ ছিফাত তথা আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করা, যা 'আল-হামদু' থেকে প্রমাণিত। এটা রহিতকরণ, সাদৃশ্যকরণ ও তুলনা ব্যতীত আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি, যা কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।[৯]

এটি সাত আয়াতবিশিষ্ট একটি মহৎ সূরা। সূরাটি আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর গুণগান ও তাঁর সর্বোচ্চ গুণসমৃদ্ধ সুন্দর নামের বর্ণনা, বিচার দিবসের (যে দিবসে সবাইকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে) বর্ণনা, গভীর প্রার্থনা ও নিবিড় ইবাদতে নিমজ্জিত হওয়া, প্রভুত্ব ও রাজত্বে আল্লাহকে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রদান, মহিমাময় ও বরকতময় একক সত্তা হিসেবে তাঁকে স্বীকৃতি প্রদান, যেকোনো ধরনের প্রতিচ্ছবি বা অংশীদারিত্ব থেকে তাঁকে মুক্তি দান ইত্যাদি শামিল করে। এটি সরল পথ তথা ইসলামী আদর্শের সন্ধান চাওয়া যেটা ইসলামের মূল দাবি এবং এর উপর অটল থাকার সাধনাকে

৬. মুসনাদে আহমাদ, ৪/৩৭৮, ৩৭৯।

৭. http://www.quran7m.com/searchResults/001007.html

৮. মুসনাদে আহমাদ, ৪/৩৭৮, ৩৭৯।

৯. ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনুল আযীম, (প্রথম প্রকাশ: ১৪৩১ হিজরী, দারু ইবনুল যাওযী, লিন-নাশরি ওয়াত-তাউযী, সঊদী আরব), ১/৬৬০।

অন্তর্ভুক্ত করে। সৎ আমল সম্পাদনে উৎসাহ প্রদান যা তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের দলভুক্ত বানাবে আর ভ্রান্তপন্থিদের পথ অবলম্বন থেকে সতর্ক থাকা যাতে তারা ক্বিয়ামতের দিন বাতিলপন্থিদের দলভুক্ত না হয়, যারা আল্লাহর ক্রোধ ও রোষানলে পতিত হয়েছে এবং পথ হারিয়েছে।[১০]

কতিপয় আলেম বলেন, সূরা ফাতিহায় চার প্রকার জ্ঞানের সমহার ঘটেছে যেগুলো হলো দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান।

প্রথমত, উৎস সম্পর্কিত জ্ঞান তথা 'আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন আর-রহমানির রাহীম' বলে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। 'আনআমতা আলায়হিম' বলে নবুঅতের জ্ঞান এবং 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' পুনরুত্থান দিবসের জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, শাখা-প্রশাখাগত জ্ঞান, যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত 'ইয়্যাকা না'বুদু' বলে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, নীতিশাস্ত্রের জ্ঞান 'ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন ও ইহদিনাছ ছিরাতাল মুস্তাক্বীম' বলে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

চতুর্থত, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে ভাগ্যবান ও হতভাগ্য লোকদের সম্পর্কে কাহিনী ও সংবাদ সম্পর্কিত জ্ঞান, যা 'গয়রিল মাগযূবি আলায়হিম ওয়ালাযযল্লীন' থেকে বোঝানো হয়েছে।[১১]

কোনো মুসলিম যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করে, তখন সে প্রকারান্তরে একথাই ঘোষণা করে যে, হে আল্লাহ! আমরা স্বীকার করি, আপনার সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যে জীবনবিধান প্রেরিত হয়েছে, তা-ই একমাত্র মুক্তি ও কল্যাণের পথ। আপনি আমাদেরকে তাদের পথে পরিচালিত করুন এবং তাদের পথে চলা থেকে বিরত রাখুন, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট এবং যাদের পথে কোনো কল্যাণ নেই। কেননা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনে বর্ণিত আদর্শ ও জীবনপথই হচ্ছে বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য একমাত্র স্থায়ী ও কল্যাণকর পথ। অন্য যেকোনো পথ ও মতকে পরিহার করে এই আদর্শের আলোকে জীবন গঠন করা প্রত্যেক মুসলিমের নৈতিক দায়িত্ব। মুসলিমরা আজও যদি সে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে তাদের জীবন সার্থক হবে এবং তারা তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে।

তাই সঠিক পথে চলতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য অত্যাবশ্যক হলো তারা ইয়াহূদী এবং খ্রিষ্টান উভয় জাতিরই ভ্রষ্টতা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে। ইয়াহূদীদের সব থেকে বড় ভ্রষ্টতা এই ছিল যে, তারা জেনেশুনেও সত্য পথের অনুসরণ করত না। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা করত। তারা তাদের নবীদেরকে হত্যা করত। তাদের পণ্ডিত ও ধর্মযাজকরা মনে করত, তাদের হালাল ও হারাম সাব্যস্ত করার অধিকার আছে। তারা উযাইর আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর পুত্র বলে আহ্বান করত এবং শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করত।

পক্ষান্তরে খ্রিষ্টানদের সব থেকে বড় ত্রুটি এই ছিল যে, তারা তাদের নবী ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে অতিরঞ্জন করেছিল। তারা তাকে আল্লাহর আসনে বসিয়েছিল। তারা তাকে আল্লাহর পুত্র এবং ত্রিত্ববাদ তথা তিন স্রষ্টার এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করেছিল। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যেও এই ভ্রষ্টতা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে, যার কারণে তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং ঘৃণার শিকার হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভ্রষ্টতার গহ্বর থেকে বের করুন, যাতে তারা অবনতি ও দুর্দশার ক্রমবর্ধমান অগ্নিগ্রাস থেকে সুরক্ষিত থাকে।

মুসলিমরা যেন ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের আদর্শ অনুসরণ না করে- সে সম্পর্কে এখানে সতর্ক করা হয়েছে। তাদের হীন উদ্দেশ্য এবং এর অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সজাগ করা হয়েছে। কেননা তারা ইসলামের চিরশত্রু। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না' *(আল-মায়েদা, ৫/৫১)*। তবে পার্থিব ক্ষতি থেকে বাঁচার প্রয়োজনে তাদের সাথে বাহ্যিক সম্পর্ক রাখার অনুমতি রয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ﴾ 'মুমিনগণ মুমিন ছাড়া কোনো কাফেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। যদি কেউ এটা করে, তবে তাদের সঙ্গে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু যদি তোমরা তাদের থেকে কোনোরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা করো (তবে বাহ্যিক সম্পর্ক রাখা যাবে)। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজ সত্তা সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন। (মনে রেখো) সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে' *(আলে ইমরান, ৩/২৮)*।

এ কারণে ইসলাম ও ইসলামী খেলাফতের মৌলিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে এমন বিষয় বাদে ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসাসেবা গ্রহণ ও চাকরিবাকরি ইত্যাদি বিষয়ে অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে কোনো আপত্তি নেই।

১০. প্রাগুক্ত।

১১.https://surahquran.com/Explanation-aya-7-sora-1.html#waseet

উপরে বর্ণিত তিনটি জাতি মুসলিম, ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানের মধ্যে সর্বযুগে মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলো তারাই, যারা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের অনুসরণ করেছে, যারা আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তাঁর ছাহাবীদের পথে জীবন পরিচালনা করেছে। শেষ যামানায় তারা হলো কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী দল।[১২] আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'আমার উম্মতের উপর এমন সময় আসবে, যখন আমার উম্মত তাই করবে যা বনী ইসরাঈল করেছিল, এমনকি একটি জুতা যেমন অপর জুতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (তাদের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্যতা বিরাজ করবে)। এমনকি তাদের মধ্যে যদি এমন লোক থেকে থাকে, যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করেছিল, তবে আমার উম্মতের মধ্যে তেমন লোকই হবে, যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করবে। বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যকার একটি মাত্র দল ব্যতীত প্রতিটি দলই জাহান্নামে যাবে'। ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম বললেন তারা কারা? তিনি বললেন, 'আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যে তরীকার উপর দৃঢ় আছি'।[১৩] 'তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত হক্ব-এর উপর বিজয়ী থাকবে। যারা তাদেরকে অপমানিত করার চেষ্টা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[১৪] বৈশিষ্ট্যগত পরিচয়ে তারা 'আহলুল হাদীছ' হবে।[১৫] আল্লাহ বলেন,﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾ 'আর এটাই হলো আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এর অনুসরণ করো। এ পথ ছেড়ে অন্য পথের অনুসরণ করো না। তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা ঐসব পথ থেকে বেঁচে থাকতে পার' *(আল-আনআম, ৬/১৫৩)*।

উল্লেখ্য, উক্ত আয়াতে ক্বাদারিয়া, মু'তাযিলা, ইমামিয়া প্রভৃতি দলের ভ্রান্ত আক্বীদার প্রতিবাদ রয়েছে। কেননা তারা বিশ্বাস করে, প্রত্যেক মানুষ নিজেই তার ভালোমন্দ সকল কর্মের স্রষ্টা। জীবনের সবকিছুই তার নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব, সরল পথের জন্য আল্লাহর নিকটে হেদায়াত প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। অথচ এখানে যেমন সরল পথের নির্দেশনা প্রার্থনা করা হয়েছে, তেমনি অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথের অনুসরণ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট সঠিক পথের সন্ধান কামনা করা হয়েছে।[১৬] এজন্য আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করতে হবে,﴿رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ 'হে আমাদের প্রতিপালক! হেদায়াত দানের পর আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করে দিয়ো না। আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা' *(আলে ইমরান, ৩/৮)*।[১৭]

অতএব 'মাগযূব' হলো ইয়াহূদীরা এবং যুগে যুগে ঐসব লোকেরা, যারা ইয়াহূদীদের মতো হক্ব জেনেও তার উপর আমল করেনি। 'যল্লীন' হলো নাছারাগণ এবং যুগে যুগে ঐসব লোক, যারা খ্রিষ্টানদের মতো মূর্খতাবশত হক্ব বিরোধী আমল করেছে। মানুষ হক্ব প্রত্যাখ্যান করে মূলত হঠকারিতা ও অজ্ঞতার কারণে। দুটির মধ্যে কঠিনতর হলো হঠকারিতার দোষ। যে কারণে ইয়াহূদীরা স্থায়ীভাবে অভিশপ্ত হয়েছে। সেজন্য এই আয়াতে ইয়াহূদীদের আলোচনা আগে আনা হয়েছে এবং খ্রিষ্টানদের কথা পরে আনা হয়েছে।

آمين (আমীন) :

'আমীন' যা সূরা ফাতিহার শেষে পড়তে হয় তার কয়েকটি অর্থ বলা হয়েছে। آمين অর্থ اَللَّهُمَّ اسْتَجِبْ 'হে আল্লাহ! তুমি কবুল করো'। এটি إسم فعل অর্থাৎ বাহ্যিক আকারে এটি বিশেষ্য হলেও বাস্তবে তা ফে'ল অর্থাৎ ক্রিয়াপদের অর্থ দেয়। যেমন- (كَذَلِكَ فَلْيَكُنْ) এই রকমই হোক। (لاَ تُخَيِّبْ رَجَآءَنَا) আমাদের আশা ব্যর্থ করো না। (اَللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لَنَا) হে আল্লাহ! আমাদের দু'আ কবুল করো। آمين আলিফ-এর উপরে 'মাদ্দ' ياسين-এর ওযনে অথবা 'যবর' يَمِيْن-এর ওযনে দুই ভাবেই পড়া জায়েয আছে।[১৮]

সূরা ফাতিহার শেষে 'আমীন' বলার ব্যাপারে নবী ﷺ অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তার ফযীলতও উল্লেখ করেছেন। কাজেই ইমাম এবং মুক্তাদী সকলের 'আমীন' বলা উচিত। নবী ﷺ এবং তাঁর ছাহাবীগণ জাহরী (সশব্দে পঠনীয়) ছালাতগুলোতে উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলতেন। বলাই বাহুল্য যে, উঁচু শব্দে 'আমীন' বলা নবী ﷺ-এর সুন্নাত এবং ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম-এর সম্পাদিত আমল। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষেরা আমীন বলা ছেড়ে দিল! অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন 'গায়রিল মাগযূবি আলায়হিম ওয়ালাযযল্লীন' বলতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন।[১৯]

(দারসে কুরআন-এর বাকী অংশ ২০ নং পৃষ্ঠায়)

১২. তিরমিযী, হা/২৬৪১।
১৩. তিরমিযী, হা/২৬৪১।
১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯২০।
১৫. তিরমিযী, হা/২১৯২।
১৬. তাফসীর কুরতুবী, ১/১৭১।
১৭. তাফসীর কুরতুবী, ১/১৭১; ইবনু কাছীর, ১/৯৭।
১৮. তাফসীর কুরতুবী, ১/১৭১; ইবনু কাছীর, ১/৯৭।
১৯. তাফসীর কুরতুবী, ১/১৭১; ইবনু কাছীর, ১/৯৭।

ইসকনের মতলব কী?

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

ভূমিকা: বাংলাদেশ মুসলিমপ্রধান দেশ। কিন্তু আবহমানকাল ধরে এখানে মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ-সহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে চমৎকার বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে সহাবস্থান করে আসছে। ছোটোবেলা থেকে আমরা একই গ্রামে খেলাধুলা, চলাফেরা, লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, পড়াশুনা ইত্যাদিতে মুসিলম ও হিন্দু মিলেমিশে করতে দেখেছি এবং এখনও দেখছি। সারা পৃথিবীজুড়ে এমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির বিরল। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, ইসলামের ছায়াতলে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ নিরাপদ। ইতিহাস সাক্ষী, যুগে যুগে পৃথিবীর সব জায়গায় ইসলামের ছায়াতলে মুসলিমদের পড়শি হিসেবে সবাই এমন নিরাপদেই ছিল।

বিভিন্ন সময় এই সম্প্রীতি নষ্টের অপচেষ্টা হয়েছে। যারা করেছে এবং করে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে বিদেশী এনজিও ও সংগঠন 'ইসকন' অন্যতম। সম্প্রতি তাদের অপতৎপরতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। দেশের শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সামাজিক সংহতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে তারা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়ে। ইসকন আসলে কী? তাদের মতলবটাই-বা কী? বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা তাদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো ইনশা-আল্লাহ।

ইসকনের জন্ম ও পরিচয়: 'ইসকন' (ISKCON), যার পূর্ণরূপ: INTERNATIONAL SOCIETY FOR KRISHNA CONSCIOUSNESS 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ'। ১৮৯৬ সালে কোলকাতায় জন্ম নেওয়া শ্রীল অভয়াচরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৯৬৬ সালের ১১ জুলাই নিউইয়র্কে 'ইসকন' প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামী প্রভুপাদ ১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে আমেরিকায় যান এবং ১৯৭৭ সালে মারা যান।[১] এটি মূলত গৌড়ীয় বৈষ্ণব হিন্দু সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটি 'সাধারণভাবে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন নামে পরিচিত, এক জটিল ইতিহাসের অধিকারী সংগঠন, যা ধর্মীয় উদ্দীপনা, বৈশ্বিক প্রসার এবং চলমান বিতর্কে পরিপূর্ণ'।[২]

'অবাক হওয়ার মতো বিষয়, এ ব্যক্তি ভারতে কোনো হিন্দু শিক্ষালয়ে লেখাপড়া করেনি, সে লেখাপড়া করেছে খ্রিষ্টানদের চার্চে। পেশায় সে ছিল ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসায়ী, কিন্তু হঠাৎ করেই তথাকথিত প্রভুপাদ নতুন ধরনের হিন্দু সংগঠন চালু করতেই প্রথমেই তাতে বাধা দিয়েছিল মূল ধারার হিন্দুরা। অধিকাংশ হিন্দুই তার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেছিল। কিন্তু সেই সময় তথাকথিত প্রভুপাদের পাশে এসে দাঁড়ায় জে. স্টিলসন জুডা, হারভে কক্স, ল্যারি শিন ও টমাস হপকিন্স-এর মতো চিহ্নিত ইহুদী-খ্রিষ্টান এজেন্টরা'।[৩] ইসকন আসলে হিন্দুবেশধারী ইহুদীদের একটি সংগঠন। বাংলাদেশে 'র' বইয়ে বলা হয়েছে, 'ইসকন নামে একটি সংগঠন বাংলাদেশে কাজ করছে। এর সদর দফতর নদীয়া জেলার পাশে মায়াপুরে। মূলত এটা ইহুদীদের একটি সংগঠন বলে জানা গেছে। এই সংগঠনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে উসকানিমূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি'।[৪]

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসকন আমেরিকা, ইউরোপ এবং আফ্রিকায় প্রসারিত হয়েছে। এটি বর্তমান প্রায় এক মিলিয়ন অনুসারীর একটি বৃহৎ সংগঠন।[৫]

ইসকনের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মন্দির নির্মাণ, ধর্মীয় উপদেশ দেওয়া, শ্রীমদ্ভগবদগীতা প্রচার, ভক্তি কার্যক্রম এবং দাতব্য সংস্থা পরিচালনা। মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনও করে থাকে ইসকন। সংস্কৃতি চর্চার অংশ হিসেবে যোগব্যায়াম এবং জীবনযাত্রার উপর

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. তথ্যগুলো ইসকন বাংলাদেশের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (https://bn.iskconbd.org) থেকে সংগৃহীত।

২. ব্রি. জে. (অব.) রোকন উদ্দিন, দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ নভেম্বর ২০২৪, শিরোনাম: ইসকনের যত আপত্তিকর কর্মকাণ্ড। লিংক: https://dailyinqilab.com/index.php/editorial/article/706983

৩. দৈনিক ইনকিলাব, লিংক: https://dailyinqilab.com/entertainment/news/704948

৪. আবু রুশদ, বাংলাদেশে 'র', (স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ: ১৫ জুলাই ২০০৩), পৃ. ১৭১।

৫. ব্রি. জে. (অব.) রোকন উদ্দিন, দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ নভেম্বর ২০২৪, শিরোনাম: ইসকনের যত আপত্তিকর কর্মকাণ্ড। লিংক: https://dailyinqilab.com/index.php/editorial/article/706983

শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম করে থাকে সংগঠনটি। অভাবীদের বিনামূল্যে নিরামিষ খাবারও বিতরণ করে থাকে ইসকন।[৬]

অর্থের উৎস: সংগঠনের আয় মূলত সদস্যদের দান, সরকারি অনুদান, মন্দিরের সংগ্রহ, ধর্মীয় সাহিত্য ও পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে আসে। ইসকনের প্রকাশনা বিভাগ, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, প্রভুপাদের হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ও ভাষ্য বিক্রি করে উল্লেখযোগ্য অর্থ আয় করে। এতদ্ব্যতীত, শুভাকাঙ্ক্ষী, দাতাগণ ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশের সরকারি সংস্থার দান ইসকনের সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যক্রমকে অর্থায়ন করে। বাংলাদেশে ইসকনের বিরুদ্ধে অভিযোগে আছে যে, তারা ভারতের হাইকমিশন থেকে তহবিল পায়, যা রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।[৭]

ইসকন কী ধরনের সংগঠন? কী তার লক্ষ্য? উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারলাম, ইসকন বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর কাজে ব্যস্ত।

'এ সংগঠনটির মূল ধারণা মধ্যযুগের চৈতন্য' থেকে আগত। চৈতন্য'-এর অন্যতম থিউরি হচ্ছে, "নির্যবন করো আজি সকল ভুবন"। যার অর্থ, সারা পৃথিবীকে যবন মানে অহিন্দু বা মুসলিম মুক্ত করো'।[৮]

'ইসকন একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন। সংগঠনটি মূলত এনজিও টাইপ। এরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দলে ভিড়িয়ে দল ভারি করে। এ কারণে তাদের আস্তানাগুলো হয় নিম্নবর্ণের হিন্দুদের আস্তানার পাশে'।[৯] চট্টগ্রামের পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী হিন্দু প্রতিষ্ঠান প্রবর্তক সংঘের নেতৃবৃন্দ ইসকনকে 'উগ্রবাদী, প্রকৃত অর্থেই ধর্মবিরোধী ও পেশিশক্তি প্রদর্শনকারী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[১০] ২৭ নভেম্বর ২০২৪ অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান চট্টগ্রামে ইসকন সম্পর্কে বলেন, 'এটি একটি ধর্মীয় মৌলবাদী ধর্মীয় উগ্রপন্থি ও মৌলবাদী সংগঠন'।[১১]

বাংলাদেশে ইসকন কী চায়? 'তাদের লক্ষ্য হচ্ছে—

১. বাংলাদেশে সনাতন মন্দিরগুলো দখল করা এবং সনাতনদের মেরে-পিটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া। যেমন স্বামীবাগের মন্দিরটি আগে সনাতনদের ছিল, পরে ইসকনরা কেড়ে আগেরদের ভাগিয়ে দেয়। এছাড়া পঞ্চগড়েও সনাতনদের পিটিয়ে এলাকাছাড়া করে ইসকনরা। ঠাকুরগাঁও-এ সনাতন হিন্দুকে হত্যা করে মন্দির দখল করে ইসকন। এছাড়া তারা সিলেটের জগন্নাথপুরে সনাতনদের রথযাত্রায় হামলা চালায়।

২. বাংলাদেশের মসজিদগুলোতে সাম্প্রদায়িক হামলা করা, যাতে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়। বেশ কয়েক বছর আগে ঢাকাস্থ স্বামীবাগে মসজিদের তারাবীর ছালাত বন্ধ করে দিয়েছিল ইসকন পুলিশ ডেকে, সে কথা হয়তো অনেকের মনে আছে।

৩. বাংলাদেশে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংগঠন তৈরি করে উগ্র হিন্দুত্ববাদের বিস্তৃতি ঘটানো।

৪. বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে চাকরিতে প্রচুর সনাতন ধর্মীরা প্রবেশের অন্যতম কারণ— ইসকন হিন্দুদের প্রবেশ করানোর জন্য প্রচুর ইনভেস্ট করে।

৫. সিলেটে রাগীব রাবেয়া মেডিক্যালে কলেজের ইস্যুর পেছনে ছিল ইসকন। ইসকন আড়াল থেকে পুরো ঘটনা পরিচালনা করে এবং পঙ্কজগুপ্তকে লেলিয়ে দেয়। বর্তমানে বিচারবিভাগে ইসকনের প্রভাব এখনো মারাত্মক তার অন্যতম কারণ খোদ সাবেক প্রধান বিচারপতি'।[১২]

৬. ইসকন নানাভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দেশকে অকার্যকর ও অস্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। আর এর অন্তরালে তারা **'ইসকন বাংলাদেশকে ভারতের একটি অংশ করতে চায়'** বলে অনেকেই মনে করেন।[১৩]

---

৬. যুগান্তর প্রতিবেদন, যুগান্তর, ২৬ নভেম্বর ২০২৪, শিরোনাম: বিশ্বের যেসব দেশে নিষিদ্ধ 'ইসকন'। লিংক: https://www.jugantor.com/national/883738

৭. ব্রি. জে. (অব.) রোকন উদ্দিন, দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ নভেম্বর ২০২৪, শিরোনাম: ইসকনের যত আপত্তিকর কর্মকাণ্ড। লিংক: https://dailyinqilab.com/index.php/editorial/article/706983

৮. বিশেষ সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ, দৈনিক ইনকিলাব, ২০ নভেম্বর ২০২৪, শিরোনাম: উগ্রতা সৃষ্টিতে সন্ত্রাসী ইসকনকে নিষিদ্ধ করে নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে সমাবেশ। লিংক: https://dailyinqilab.com/entertainment/news/704948

৯. দৈনিক সময়ের কণ্ঠ, ২১ জুলাই ২০১৯, শিরোনাম: ইসকন কি? এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও যোগানদাতা। লিংক: https://dailysomoyerkantho.com/?p=18472

১০. দৈনিক ইনকিলাব, ২১ মার্চ ২০২১, শিরোনাম: উগ্রবাদী সংগঠন ইসকন কী চায়। লিংক: https://dailysomoyerkantho.com/?p=18472

১১. এনটিভি অনলাইন, লিংক: https://www.ntvbd.com/bangladesh/news-1483741

১২. জি এম শরীফ মাছুম বিল্লাহ, দৈনিক সময়ের কণ্ঠ, ২১ জুলাই, ২০১৯, শিরোনাম: ইসকন কি? এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও যোগানদাতা। লিংক: https://dailysomoyerkantho.com/?p=18472

১৩. নয়াদিগন্ত, ২৬ নভেম্বর, ২০২৪, শিরোনাম: 'ইসকন বাংলাদেশকে ভারতের একটি অংশ করতে চায়'। লিংক: https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/19670128/

ইসকনের সাথে মূলধারার হিন্দুদের সম্পর্ক: হিন্দু পণ্ডিত ও ঐতিহ্যবাদীদের মতে, 'ইসকনের হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা মূলধারার বিশ্বাস থেকে অনেকটাই ভিন্ন'।[১৪] ইসকনের গ্রন্থগুলোতে কৃষ্ণকে সর্বোচ্চ দেবতা হিসেবে তুলে ধরা হয়, যেখানে শিব ও দুর্গার মতো অন্যান্য দেবতার অবমূল্যায়ন করা হয় এবং তাদের 'অর্ধদেবতা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[১৫] অনুরূপভাবে হিন্দু ও হিন্দুত্ববাদ এক নয়। রাজস্থানের জয়পুরে এক রাজনৈতিক সভায় ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির নেতা রাহুল গান্ধী বলেন, 'আজকের দিনে ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু আর হিন্দুত্ববাদী এই শব্দ দুটির মধ্যে লড়াই চলছে। দুটি শব্দ আলাদা অর্থ বহন করে। আমি হিন্দু, হিন্দুত্ববাদী নই'।[১৬]

বাংলাদেশে ইসকনের অপকর্ম: শুরু থেকেই ইসকনের নানা কর্মকাণ্ড প্রশ্নবিদ্ধ; বরং রীতিমতো উদ্বেগজনক। যেমন—

(১) '২০১৯ সালে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুলে ইসকন ফুড ফর লাইফের খাবার বিতরণ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা যায়, শিশুদের খাওয়ার পূর্বে 'হরে কৃষ্ণ' জপতে বলা হচ্ছে'।[১৭]

(২) চট্টগ্রামের পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী হিন্দু প্রতিষ্ঠান প্রবর্তক সংঘের সাধারণ সম্পাদক তিনকড়ি চক্রবর্তী ইসকনকে উগ্রবাদী সংগঠন উল্লেখ করে বলেন, 'গত রোববার (১৪ মার্চ ২০২১) ইসকন মন্দির থেকে দুষ্কৃতকারীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রবর্তক সংঘের কর্মচারীদের উপর হামলা চালায়। এতে আহত হয় অন্তত ১২ জন'।[১৮] 'সনাতন ধর্মকে কলঙ্কিত করেছে ইসকন' বলে অভিযোগ করেন চট্টগ্রাম প্রবর্তক সংঘের নেতৃবৃন্দ।[১৯]

(৩) 'সাধুর ছদ্মবেশে একদল সন্ত্রাসী প্রবর্তক শ্রী শ্রী কৃষ্ণ মন্দিরে অবস্থান করছে জানিয়ে তিনকড়ি বলেন, ইসকনের পুরোহিতদের কাজ পূজা, অর্চনা করা। কিন্তু ইসকনের সদস্যরা সংঘের ভূমি দখলসহ নানা অপতৎপরতায় লিপ্ত'।[২০] এমনকি তারা অবিলম্বে দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান প্রবর্তক সংঘের নেতারা।[২১]

(৪) '১৯৯০-এর দশকে, ইসকনের অধীনস্থ বোর্ডিং স্কুলগুলোতে শিশু নির্যাতনের ব্যাপক অভিযোগ সামনে আসে। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ইসকন পরিচালিত স্কুলগুলোতে ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে অনেক শিশু শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিল বলে তদন্তে প্রকাশ পায়'।[২২]

(৫) ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে, ইসকন যুক্তরাষ্ট্রে 'ব্রেনওয়াশিং' বা মানসিক প্রভাব বিস্তার, অবৈধভাবে কারাগারে রাখা এবং তরুণ ভক্তদের অপহরণের অভিযোগে বিভিন্ন আইনি জটিলতায় পড়ে।[২৩]

(৬) 'ইসকন আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক বিষয়ে অংশ নিচ্ছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের কথা তুলে ধরে ইসকন আন্তর্জাতিক মতামত প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে এবং দেশটির ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। যাতে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা যায় এবং বাংলাদেশের বাণিজ্য, পর্যটন এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।।[২৪]

(৭) 'বাংলাদেশে তাদের লক্ষ্য বাংলাদেশের মসজিদগুলোতে সাম্প্রদায়িক হামলা করা। কিছুদিন আগে ঢাকাস্থ স্বামীবাগে মসজিদের তারাবীর নামাজে সন্ত্রাসী হামলা করে ইসকন। এরপরে সেই কাজ করে সিলেটে। চট্টগ্রামে কদম রসূল মসজিদে হামলা করে তারা। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মহাসমাবেশের নামে মুসলিম-হিন্দু দাঙ্গা তৈরি করে দেশকে তথাকথিত অখণ্ড ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। তাবা চায় বাংলাদেশে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংগঠন তৈরি করে উগ্রহিন্দুত্ববাদের বিস্তৃতি ঘটাতে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খর্ব করতে। যেমন- জাতীয় হিন্দু মহাজোট, জাগো হিন্দু, বেদান্ত, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য

১৪. ব্রি. জে. (অব.) রোকন উদ্দিন, দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ নভেম্বর ২০২৪, শিরোনাম: ইসকনের যত আপত্তিকর কর্মকাণ্ড। লিংক: https://dailyinqilab.com/index.php/editorial/article/706983
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. newsbangla24, ১২ ডিসেম্বর ২০২১, শিরোনাম: হিন্দু ও হিন্দুত্ববাদীর পার্থক্য বোঝালেন রাহুল। লিংক: https://www.newsbangla24.com/international/170816/Rahul-explained-the-difference-between-Hindu-and-Hindutva
১৭. দৈনিক ইনকিলাব (অনলাইন সংস্করণ), ২১ মার্চ ২০২১, শিরোনাম: উগ্রবাদী সংগঠন ইসকন কী চায়। লিংক: https://dailysomoyerkantho.com/?p=18472
১৮. প্রাগুক্ত।
১৯. প্রাগুক্ত।
২০. দৈনিক ইনকিলাব, ২১ মার্চ ২০২১, শিরোনাম: উগ্রবাদী সংগঠন ইসকন কী চায়। লিংক: https://dailysomoyerkantho.com/?p=18472
২১. প্রাগুক্ত।
২২. ব্রি. জে. (অব.) রোকন উদ্দিন, দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ নভেম্বর ২০২৪, শিরোনাম: ইসকনের যত আপত্তিকর কর্মকাণ্ড। লিংক: https://dailyinqilab.com/index.php/editorial/article/706983
২৩. প্রাগুক্ত।
২৪. প্রাগুক্ত।

পরিষদ ইত্যাদি। বর্তমান অনলাইন জগতে যে ইসলাম অবমাননা হচ্ছে, তার ৯০ ভাগ করেছে ইসকনের সদস্যরা'।[২৫]

(৮) তারা ৫ নভেম্বর ২০২৪-এ চট্টগ্রামে যৌথবাহিনীর উপর অতর্কিত জুয়েলারির কাজে ব্যবহৃত অ্যাসিড হামলা চালায় এবং ভারী ইট-পাটকেলসহ ভাঙা কাচের বোতল ছুড়ে। এতে সেনাবাহিনীর ৫ সদস্যসহ ৭ পুলিশ সদস্য আহত হন।[২৬]

চিন্তা করতে পেরেছেন? প্রশাসনও তাদের হাত থেকে নিরাপদ নয়!

(৯) সর্বশেষ ২৬ নভেম্বর ২০২৪ ইসকন নেতা চিন্ময় দাস ব্রহ্মচারীর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে ইসকন সন্ত্রাসীরা চট্টগ্রাম আদালত ভবনে বিচারকদের কক্ষে হামলা ও আদালত চত্বরে গাড়ি ভাঙচুর এবং মুসলিম হাই স্কুল সংলগ্ন এলাকায় সশস্ত্র হামলা চালায়। এই সন্ত্রাসীরাই রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য সাইফুল ইসলাম আলিফকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। ওই সময় তারা আরও ৮/১০ জনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। কোর্ট বিল্ডিং জামে মসজিদ, লালদীঘি জামে মসজিদে হামলার পাশাপাশি কোতোয়ালী, নিউ মার্কেট-সহ আশপাশের এলাকায় তারা তাণ্ডব চালায়।[২৭]

আইন, আদালত, বিচারবিভাগ কোনো কিছুই তাদের কাছে নিরাপদ নয়! ভাবতে পারেন?

ইসকন যেসব দেশে নিষিদ্ধ: বর্তমানে বিশ্বের প্রায় শতাধিক দেশে ইসকনের অস্তিত্ব থাকলেও কিছু দেশে সংগঠনটি নিষিদ্ধ। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে ইসকনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সঊদী আরব, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান, চীন ও ইরানে ইসকনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ।

ইন্দোনেশিয়ায় আংশিক নিষিদ্ধ ইসকন। কিছু শর্ত মেনে দেশটিতে কার্যক্রম চালাতে পারে সংগঠনটি। এছাড়াও তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান এবং তুর্কমেনিস্তানে ইসকনের কার্যক্রমের ওপর কঠোর নজরদারি জারি রয়েছে।[২৮]

ইসকন নিষিদ্ধ করতে হবে: বাংলাদেশের উচিত, জাতীয় স্বার্থ, দেশের শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সামাজিক সংহতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে ইসকনকে নিষিদ্ধ করা।

জনৈক রাহুল গাঙ্গুলী বলেন, 'ইসকন একটা কাল্ট সংগঠন। এরা জোর জবরদস্তি খাটিয়ে, লোকের মগজ ধোলাই করে নিজেদের দলে ভেড়ায়। ইসকন শুধু ইসলামের জন্যে নয়, মূলধারার হিন্দুদের জন্যেও ক্ষতিকর। আমরা প্রকৃত হিন্দুরা এদের হিন্দু বলেই মনে করি না। এরা একগুঁয়ে এবং আজ পর্যন্ত হাজার হাজার বাবা-মায়ের কোল খালি করে জোর করে ছেলে-মেয়েদের ইসকনে ঢুকিয়েছে। ছেলে ইসকনের সঙ্গে যুক্ত হলে পিতা-মাতার কাছ থেকে ছেলেকে বঞ্চিত করে ইসকনেররা, সেই মায়ের হাতের রান্নাটুকু খেতে পাবে না।

একবার এদের পাল্লায় পড়লে বেরিয়ে আসা খুবই কঠিন। বেরিয়ে আসতে গেলে ভয় দেখায়, নির্যাতন করে। কারুর জাগতিক কাজকর্মে অগ্রগতি দেখলেই এদের মাথা খারাপ হয়ে যায়, এরা যেভাবে পারে তাকে মগজ ধোলাই করে। **এদের বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করুন**'।[২৯]

আন্তর্জাতিক সংগঠন ইসকনকে নিষিদ্ধ ও রাষ্ট্রীয় আইন কর্মকর্তা অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফকে হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য লিগ্যাল নোটিশ দিয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী আল মামুন রাসেল। বুধবার (২৭ নভেম্বর) ১০ আইনজীবীর পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আল মামুন রাসেল এ লিগ্যাল নোটিশ পাঠান।

আমরাও ইসকনকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে অবিলম্বে এটিকে নিষিদ্ধের জোর দাবি জানাচ্ছি।

ইসকন আর সনাতনী জাগরণ জোটের উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডকে কঠোর হাতে দমন না করা হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হুমকির মুখে পড়বে। অতএব, আমার দেশের শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সামাজিক সংহতি, ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে পারে এমন উসকানিমূলক সকল কার্যক্রম কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

মহান আল্লাহ যাবতীয় ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের দ্বীন ও দেশকে রক্ষা করুন- আমীন!

---

২৫. বিশেষ সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ, দৈনিক ইনকিলাব, ২০ নভেম্বর ২০২৪, শিরোনাম: উগ্রতা সৃষ্টিতে সন্ত্রাসী ইসকনকে নিষিদ্ধ করে নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে সমাবেশ। লিংক: https://dailyinqilab.com/entertainment/news/704948

২৬. নিজস্ব সংবাদদাতা, jagonews24, ৬ নভেম্বর ২০২৪, শিরোনাম: হাজারী গলি: যৌথবাহিনীর ওপর অ্যাসিড ও কাচের বোতল ছোড়া হয়। লিংক: https://dailyinqilab.com/entertainment/news/704948

২৭. আজাদী প্রতিবেদন, দৈনিক আজাদী, ২৮ নভেম্বর ২০২৪, শিরোনাম: ইসকন সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। লিংক: https://dainikazadi.net/

২৮. যুগান্তর প্রতিবেদন, যুগান্তর, ২৬ নভেম্বর ২০২৪, শিরোনাম: বিশ্বের যেসব দেশে নিষিদ্ধ 'ইসকন'। লিংক: https://www.jugantor.com/national/883738

২৯. Quora, শিরোনাম: ইসকন কাকে বলে? তার উদ্দেশ্য কী? এবং ইসকন ইসলামের জন্য কতটা ক্ষতিকর? লিংক: https://bn.quora.com

নববর্ষ ও কিছু কথা

-মুস্তফা মনজুর*

নতুন বর্ষ এসেছে; জীবনে কোনো পরিবর্তনই আসেনি, শুধু সন লিখার ক্ষেত্রে ২৪ এর স্থলে ২৫ লিখা ব্যতীত। অথচ social network (fb, sms, email ইত্যাদি) আর মৌখিক শুভেচ্ছাবার্তাতে গোটা সমাজই ব্যতিব্যস্ত। মনে হয়, আবালবৃদ্ধবণিতা এ কাজেই ব্যস্ত। মাওলানাও বাদ যাননি। ইসলামের কথা বলেন, নিজে দ্বীনদার হিসেবে চলেন, এমন ব্যক্তিও আছেন এই কাতারে। অনেকে আবার বিগত বছরের কার্যাবলির ফিরিস্তিও দিচ্ছেন সাথে সাথে, পাশাপাশি নতুন বছরে ভালো কিছুর আশা। আবার অনেকে নববর্ষ উদযাপনেও ব্যস্ত; নাচ, গান, হৈ-হল্লা আর মত্ততায়। আপাতদৃষ্টিতে এসব খুবই ভালো ও সুন্দর শোনায়। এগুলো করলে আধুনিক, অপরের কল্যাণকামী আর নিদেনপক্ষে প্রগতিশীল বুঝা যায়। কিন্তু মুসলিম ভাইগণ! কখনো কি একটু চিন্তা করেছেন, এসব কী হচ্ছে, কী করছেন আপনি নিজে?

এ কথায় দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, নববর্ষ পালনের উৎসব অমুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকেই নেওয়া। মুসলিমদের ইতিহাসে নববর্ষের সূচনা হয়েছে কিংবা পালিত হয়েছে এমন কিছুই পাওয়া যায় না। এমন নয় যে, নতুন বর্ষ আসেনি; এবারই বা এই নতুন সভ্যতাতেই নববর্ষ আসছে। কোনো একটি হাদীছ কিংবা ইতিহাসে কি পাওয়া যায়, ছাহাবায়ে কেরাম নববর্ষ উপলক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে কোনো শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন, কোনো উৎসব পালন করেছেন? অথচ ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম-এর মতো কল্যাণকামী বন্ধু বা ভাই আজ পর্যন্ত আসেনি, আসবেও না। তাঁরা রাযিয়াল্লা-হু আনহুম নিজেদের মধ্যে 'সালাম'ই বলতেন। বিশ্বের মানুষ যে শান্তির জন্য হাহাকার করছে তা-ই অপরের জন্য কামনা করতেন। এর চাইতে বড় শুভেচ্ছাবার্তা আর কি হতে পারে? মনে রাখা দরকার, এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা তাঁরা রাযিয়াল্লা-হু আনহুম করতেন না। দরজার আড়াল হলেই আবারও এই কল্যাণ কামনা করতেন। আর আমরা? শুভেচ্ছা দিই— শুভ নববর্ষ। এরা কতটুকু আন্তরিক নিজেদেরই প্রশ্ন করি?

ওহ, আরও একটা কথা, এই শুভেচ্ছাবার্তার কারণে আমরা সালামটাই ভুলে যাই। কোনো সুন্নাতের বিপরীতে যা আসে তা কোন শরীআতে বৈধ আল্লাহই জানেন!

অনেকে বলবেন, নববর্ষে অনৈসলামী কিছু না করলেই তো হলো! এমন নির্দোষ উদযাপনে বাধা কোথায়? তাদের চিন্তা-চেতনা সুন্দর, মানবিক তো বটেই। কিন্তু তারা এটা ভাবেন না যে, এই সংস্কৃতি কি আমাদের কোনো ভালো করতে পেরেছে? নাকি শুধু পোশাকি আচরণেই আমাদের উৎসাহিত করছে? আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি এসব না করে খুব অকল্যাণে ছিলেন? দ্বিতীয়ত, একটা দাবি, নববর্ষের এমন একটা উৎসব দেখান, যেখানে অনৈসলামী কার্যকলাপ নেই। সত্যি হলো, এসবে ইসলামী কিছুই থাকে না, পুরোটাই অনৈসলামী। অনৈসলামী সব অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে যদি কোনো অনুষ্ঠান করেন, সেখানে লোকজন যাবে তো? নাকি কুকুর আর কাক নিয়েই অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে?

তৃতীয়ত, সবকিছুকে কি ইসলামী বানানো যায়, নাকি বানানো উচিত? অর্থনীতি, সমাজনীতির ন্যায় দৈনন্দিন অপরিহার্য বিষয়কে ইসলামীকরণ করা যায়, করা উচিতও। কিন্তু যা অন্য ধর্মের বা অন্য সংস্কৃতির তা ইসলামীকরণ কেন? পূজা-অর্চনাকে ইসলামীকরণ করা কি ভালো শোনায়? (অন্য ধর্মাবলম্বীদের মনে আঘাত দেওয়া উদ্দেশ্য নয়)। এটা কি ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার প্রমাণ রাখে? স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, ইসলামের নিজস্ব কোনো সংস্কৃতি কি নেই?

চতুর্থত, নববর্ষ মানে নতুন এক বছরের সূচনা। ভালো, আমাদের জন্য বৎসর কোনটা। খ্রিষ্টীয়, বাংলা নাকি হিজরী। যদি তিনটাই মানি, তাহলে আমাদের বৎসর কত দিনে? নাকি এক বৎসরে তিনবার নববর্ষ? অনেকে হয়তো বলবেন, সবগুলোই আমাদের। সত্যিই, আসলেই আমাদের; আমাদের প্রয়োজনেই এগুলো সৃষ্ট। সেক্ষেত্রে আমাদের এই শুভকামনা হচ্ছে কিছুদিনের জন্য, এক বছরের নয়; কারণ কিছুদিনের মধ্যেই আরেকটা আসবে।

এখানে আরেকটা কথা, তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, যদি একটা মানতে হয়, তাহলে তিনটার কোনটা মানব? বাঙালি হিসেবে বাংলা সন মানাটাই স্বাভাবিক। আর মুসলিম হিসেবে, ইবাদতের সুবিধার্থে, হিজরী সন। তাহলে খ্রিষ্টীয় সন কেন ঘটা করে পালিত হয়? পাশ্চাত্যের অনুসরণে? পহেলা বৈশাখও ইদানীং আড়ম্বরেই পালিত হয়। অথচ পহেলা মুহাররম কোন দিক দিয়ে চলে যায় আমরা কেন জানি না? এরূপ পক্ষপাত কেন, তিনটাই তো আমাদের?

আসলে সত্য হলো, বর্তমান সভ্যতার (!) একমাত্র প্রতিপক্ষ হলো ইসলাম। আধুনিকতা যেখানে ধ্বংস আর সবলের সুবিধার কথা শোনায় সেখানে ইসলামই একমাত্র গোটা মানবজাতির মুক্তির কথা বলে। সুতরাং, যা-ই করো ইসলামের বিপক্ষে করো। ইসলামের নামে বা বেনামে মুসলিম স্বকীয়তা নষ্ট করার এই সব প্রচারণা ও প্ররোচনা আমাদের সমাজে আজ ব্যাপকাকারে প্রচলিত।

ছলেবলে-কৌশলে ইসলামের বিরোধিতার এই উদ্দেশ্য আজ আমরা মুসলিমরাই, অনেকাংশে আলেমগণও, বুঝতে পারছি না। আমাদের, মুসলিমদের, চিন্তা করা উচিত। নববর্ষে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করতে বলেছেন আর ছাহাবীগণ কী করতেন? নতুন চাঁদ উঠলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন। নববর্ষে কিছু করতেন বলে আমি অন্তত জানি না। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আল-কুরআনে মানুষ: মর্যাদা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ

-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ*

(শেষ পর্ব)

(১৬) ভীতু বেহায়া: ভয়-ভীতি মানুষের প্রাকৃতিক স্বভাব বটে। কিন্তু এ ভীতির সঙ্গে অনেক সময় নির্লজ্জ ও ভীতু বেহায়া স্বভাবে পরিণত করে। বস্তুত, মিথ্যা আশ্রয় নেওয়ার জন্য এটি মানুষের অন্যতম কূটকৌশল। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ‘তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে অগ্নির পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, হায়! যদি আমাদেরকে পুনরায় পাঠানো হতো; তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। বস্তুত, পূর্বে তারা যা গোপন করত তা তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে আর তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও তাই করবে, যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। আর নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী’ *(আল-আনআম, ৬/২৭-২৮)*।

(১৭) স্বেচ্ছাচারী: অহংকারবশত মানুষ অনেক সময় স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে। তারা নিজেদেরকে কোনো নির্দিষ্ট পথের পথিক কিংবা কোনো দল বা জামাআতের অন্তর্ভুক্তও মনে করে না। এ মর্মে কুরআনে এসেছে, ﴿أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ‘তবে কি যখনই তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে, তখনই তাদের কোনো একদল তা ভঙ্গ করেছে? বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না’ *(আল-বাক্বারা, ২/১০০)*।

(১৮) গোঁয়ার ও স্থবির প্রকৃতির: সমাজে এমন এক শ্রেণির মানুষ রয়েছে যারা অত্যন্ত গোঁয়ার এবং স্থবির প্রকৃতির। তারা নিজেরা যা বুঝে অন্যেরা তার ধারেকাছেও পৌঁছাতে সক্ষম নয় বলে ধারণা পোষণ করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ধরনের গোঁয়ারতুমির জন্যই এক শ্রেণির মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়া থেকে বঞ্চিত ছিল। মনে হয় যেন তাদের পাগুলো পাথর দিয়ে তৈরি। তারা এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোনো চেষ্টা করেনি। মহান আল্লাহ তাদের স্বরূপ সম্পর্কে বলেন, ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ ‘আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ করো; তারা বলে, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি, আমরা তার অনুসরণ করব। তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছু না বুঝে এবং তারা সৎপথে পরিচালিত না হয়, তথাপিও’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৭০)*।

(১৯) পার্থিব জীবনের মোহে মোহগ্রস্ত: এমন কিছু লোক আছে যারা পার্থিব জীবনকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। যেখানেই থাকুক না কেন পার্থিব চাহিদাটাই তাদের কাছে বড়। তারা একে এত বেশি গুরুত্ব দেয় যে, প্রয়োজনে লাঞ্ছনার জীবন যাপন করতে রাজি তথাপিও দুনিয়ার সহায়-সম্পদ ও লোভ-লালসায় মত্ত থাকা থেকে বিরত থাকতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ ‘তুমি নিশ্চয় তাদেরকে জীবনের প্রতি মানুষদের মাঝে সর্বাধিক লোভী পাবে, এমনকি মুশরেকদের অপেক্ষাও অধিক লোভী। তাদের কেউ কেউ আকাঙ্ক্ষা করে, যদি তাকে সহস্র বছর আয়ু দেওয়া হতো; তাকে অনুরূপ আয়ু দেওয়া হলেও এটি তাকে শাস্তি হতে দূরে রাখতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ তার দ্রষ্টা’ *(আল-বাক্বারা, ২/৯৬)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ ‘নিশ্চয় তারা ভালোবাসে পার্থিব জীবনকে এবং তারা পেছনে কঠিন দিবসকে রাখে’ *(আদ-দাহর, ৭৬/২৭)*।

(২০) কৃপণ: যারা প্রয়োজনের মুহূর্তে খরচ করে না, তারা কৃপণ। যদি কেউ খরচ করার পর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন সে বিজয়ের হাসি হেসে বলে, যাক আমি খরচ না করে ভালোই করেছি। আমার টাকাগুলো রয়ে গেল। আর যদি জিহাদে কোনো কল্যাণ লাভ হয়, তখন আক্ষেপ করে বলে, হায়! যদি আমিও খরচ করতাম, তবে লাভ হতো। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ‘তোমাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে, যারা গড়িমসি করবেই। তোমাদের কোনো মুছীবত হলে সে বলবে, তাদের সঙ্গে না থাকায় আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ আসলে,

* সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস, সাধারণ শিক্ষা), সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নাই এমনভাবে বলবেই, হায়! যদি তাদের সাথে থাকতাম, তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করতাম' *(আন-নিসা, ৪/৭২-৭৩)*।

(২১) ভিতর ও বাইরের বৈপরীত্য: কিছু লোক আছে যাদের বাইরের ও ভিতরের কোনো মিল নেই। মনে হয় সে একজন নয়, দুজন মানুষ। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ 'আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে তুলবে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়। যখন সে প্রস্থান করে, তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না' *(আল-বাক্বারা, ২/২০৪-২০৫)*।

(২২) স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন: কিছু লোক এমন স্বল্প বুদ্ধির হয়ে থাকে, তাদের সামনে কী বলা হলো না হলো, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। কুরআনের ভাষায়, ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا﴾ 'তাদের মধ্যে কতক লোক আপনার কথার দিকে কান পাতে ঠিকই; কিন্তু বাইরে বের হওয়া মাত্রই যারা শিক্ষিত তাদেরকে বলে, এই মাত্র তিনি কী বললেন?' *(মুহাম্মাদ, ৪৭/১৬)*।

(২৩) মুমূর্ষু অবস্থায় তওবাকারী: তওবা (توبة) অর্থ হলো অনুশোচনা, অনুতাপ, প্রত্যাবর্তন, ক্ষমা।[১] মানুষ সাধারণত অপরাধপ্রবণ। কোনো না কোনোভাবে সে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ তা থেকে পরিত্রাণের জন্য তওবার ব্যবস্থা রেখেছেন আর এটি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে করতে হয়। অথচ কতিপয় লোক ইচ্ছামাফিক গোটা জিন্দেগী অন্যায় পথে যাপন করে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তওবা করে। কিন্তু তাদের এ তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ 'আল্লাহ অবশ্যই সেসব লোকদের তওবা কবুল করবেন, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তওবা করে। এরাই তারা, যাদের তওবা আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তওবা তাদের জন্য নয়, যারা আজীবন মন্দ কাজ করে। অবশেষে তাদের কারো কাছে মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, আমি এখন তওবা করছি এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়। এদের জন্যই আমরা মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি' *(আন-নিসা, ৪/১৭-১৮)*।

(২৪) তাড়াহুড়াপ্রিয়: মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই ত্বরাপ্রবণ। কোনো কর্মের ত্বরিত ফল ভোগে বিশ্বাসী। ফলে সর্বদা তাড়াহুড়া করে কোনো কিছু অর্জনকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তবে এটি সমুচিত নয়। কুরআনে এ চরিত্রের বর্ণনায় এসেছে, ﴿خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِي﴾ 'মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব; সুতরাং তোমরা আমার কাছে তাড়াহুড়া করো না' *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩৭)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا﴾ 'মানুষ তো অতি মাত্রায় ত্বরাপ্রিয়' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/১১)*।

পরিশেষে বলা যায় যে, মানুষ এমন এক প্রাণী যাকে মহান আল্লাহ নিজের পছন্দ মোতাবেক সৃষ্টি করেছেন, বানিয়েছেন দুনিয়ায় তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে চেনার, তাঁর স্বরূপ উপলব্ধির যোগ্যতা। মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন, তার মধ্যে রয়েছে বিশ্বস্ততা এবং নিজের প্রতি ও সারা বিশ্বের প্রতি দায়িত্বানুভূতি। প্রকৃতি, আকাশ ও পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারের যোগ্যতা দান করে মানুষকে করা হয়েছে ধন্য ও মহিমান্বিত। মানুষের মধ্যে রয়েছে ভালো ও মন্দের প্রতি ঝোঁক বা প্রবণতা। মহত্ত্ব ও মর্যাদা তার সহজাত গুণাবলি। মানুষের যোগ্যতা ও সামর্থ্য সীমাহীন জ্ঞান অর্জন ও অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই। মহান আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতপ্রাপ্ত এমন মানবের আল্লাহ এবং আল্লাহ কেন্দ্রিক চিন্তাধারা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর লালন সমুচিত নয়। পবিত্র কুরআনে তাদের সৃষ্টির রহস্য, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও প্রদত্ত নেয়ামতরাজির বর্ণনাসহ স্বনামে (ইনসান) একটি সূরার অবতারণা হয়েছে, যার নির্দেশনার অনুসরণ ও অনুকরণে মানুষ পেতে পারে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ 'এটা এক উপদেশ; অতএব, যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক' *(আদ-দাহর, ৭৬/২৯)*।

আলোচ্য প্রবন্ধে মানুষের স্বরূপ উদঘাটনে যে-সব আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে মূলত তার অধিকাংশই একটি বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এর মাধ্যমে মানুষের জীবন্ত ও বাস্তব এমন কিছু চিত্র অঙ্কিত হয়েছে যা বিষয়বস্তুর দিক থেকে অলৌকিক ও চিরন্তন। কেননা এ চিত্রগুলো স্থান ও কালের আবর্তনে শতাব্দীর পর শতাব্দী চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে এবং তা সর্বদাই জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও মূর্ত।

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, (রিয়াদ প্রকাশনী: ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ-২০০২ খ্রি.), পৃ. ২৩৪।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী এবং তার ‘আল-ইবানাহ আন উছূলিদ দিয়ানাহ’ গ্রন্থ

-আব্দুল্লাহ মাহমুদ*

(পর্ব-৪)

আল-ইবানাহ গ্রন্থ বিষয়ক বিভিন্ন সংশয়ের পর্যালোচনা

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, আল-ইবানাহ গ্রন্থটি ইমাম আবুল হাসান আশআরীর শেষ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি সামগ্রিকভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আক্বীদা তুলে ধরেছেন এবং বিরোধীদের খণ্ডন করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি যে আক্বীদা তুলে ধরেছেন, তা অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগের আশআরীদের আক্বীদা পরিপন্থী। পরবর্তী যুগের আশআরীরা আল্লাহর গুণাবলি তা‘বীল করে। তাই তার এ গ্রন্থটি পরবর্তী যুগের আশআরীদের বিপক্ষে দলীল।

পরবর্তী যুগের আশআরীদের আক্বীদা ও মানহাজ পরিপন্থী হওয়ার কারণে পরবর্তী যুগের আশআরীদের এ গ্রন্থের ব্যাপারে অবস্থানও ভিন্ন ভিন্ন। এ গ্রন্থের ব্যাপারে আমরা তাদের অবস্থানকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করতে পারি:

প্রথম অবস্থান: এটি আবুল হাসান আশআরীর নামে বানোয়াট গ্রন্থ

আধুনিক যুগের কারো কারো দাবি হলো, ইমাম আবুল হাসান আশআরী এ গ্রন্থ রচনা করেননি; বরং এটি তার নামে বানোয়াট প্রচলিত একটি গ্রন্থ। ড. খালিদ যুহরী তার ‘কিতাবুল ইবানাহ আন উছূলিদ দিয়ানাহ: তাহক্বীকুন ফী নিসবাতিহি ইলা আবিল হাসান আশআরী’ নামক গবেষণাপত্রে এমনটি দাবি করেছেন। একইভাবে আব্দুর রহমান বাদাবীও এমন সংশয়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

তারা তাদের এ দাবির পক্ষে মৌলিকভাবে নিম্নের বিষয়গুলো দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন:

১. যারা ইমাম আবুল হাসান আশআরীর গ্রন্থের তালিকা দিয়েছেন, তাদের অনেকেই এ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেননি, যেমন ইবনু ফুওরাক। সর্বপ্রথম ইবনু আসাকির গ্রন্থটি আবুল হাসান আশআরীর দিকে সম্পৃক্ত করেন।

২. এ গ্রন্থে এমন আক্বীদা রয়েছে, যা আধুনিক যুগের আশআরী মতবাদ পরিপন্থী।

৩. এ গ্রন্থে বিরোধীদের সাথে কঠোরতা করা হয়েছে এবং বিদআতী ঘোষণা করা হয়েছে।

৪. ইমাম আশআরী হাম্বালী আক্বীদার বিরুদ্ধে ‘ইসতিহসানুল খাওয ফী ইলমিল কালাম’ নামক একটি গ্রন্থ লিখেন। তিনি এ গ্রন্থে ইলমুল কালাম অধ্যয়নের পক্ষে জোরালো অবস্থান নেন। কেননা হাম্বলীরা ইলমুল কালাম অধ্যয়ন হারাম করে দিয়েছিল। তাহলে কীভাবে তিনি তার পূর্বের অবস্থান বর্জন করে হাম্বলী আক্বীদার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন?!

আপত্তিসমূহের পর্যালোচনা:

প্রথম আপত্তি: যারা ইমাম আবুল হাসান আশআরীর গ্রন্থের তালিকা দিয়েছেন, তাদের অনেকেই এ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেননি, যেমন ইবনু ফুওরাক। সর্বপ্রথম ইবনু আসাকির গ্রন্থটি আবুল হাসান আশআরীর দিকে সম্পৃক্ত করেন।

(ক) এ গবেষকের পূর্বে আজ পর্যন্ত কেউ এমন দাবি করেননি এবং এ ব্যাপারে কোনো দুর্বলতম মত কেউ দেননি। অথচ এর বিপরীতে যুগ যুগ ধরে এ গ্রন্থটি আবুল হাসান আশআরীর বলে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। আমরা ইতঃপূর্বে অনেক আলেমের তালিকা দেখেছি, যারা এ গ্রন্থটিকে ইমাম আবুল হাসান আশআরীর বলে মত দিয়েছেন। ড. খালিদ যুহরী তার মতের পক্ষে এমন একজনকে দেখাতে পারেননি, যিনি এ গ্রন্থটি বানোয়াট বলে দাবি করেছেন।

(খ) যারা আবুল হাসানের জীবনী লিখেছেন, তাদের কারো কারো, বিশেষ করে ইবনু ফুওরাক এ গ্রন্থটি ইমাম আবুল হাসানের দিকে সম্পৃক্ত না করা প্রমাণ করে না যে, গ্রন্থটি তার নয়। কেননা এটি স্বীকৃত বিষয় যে, অনেক সময় জীবনীকারগণ সকল গ্রন্থের তালিকা প্রদান করেন না। তাছাড়া ইবনু ফুওরাক গ্রন্থটির কথা নাকচও করেননি।

তাছাড়া ড. খালিদ যুহরীর ‘সর্বপ্রথম ইবনু আসাকির গ্রন্থটি আবুল হাসান আশআরীর দিকে সম্পৃক্ত করেন’ দাবি ভুল। কেননা ইবনু আসাকিরের পূর্বে ইমাম বায়হাক্বী গ্রন্থটি ইমাম আবুল হাসান আশআরীর দিকে সম্পৃক্ত করেন।[১] তাছাড়া ইবনু আসাকির ইমাম আশআরীর ব্যাপারে সর্বাধিক পাণ্ডিত্য রাখতেন। কাজেই তিনি যদি একাই গ্রন্থটিকে তার দিকে সম্পৃক্ত করতেন, তাহলে এটাই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতো।

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. আল-ই‘তিক্বাদ, পৃ. ১০৮।

দ্বিতীয় আপত্তি: এ গ্রন্থে এমন আক্বীদা রয়েছে, যা আধুনিক যুগের আশআরী মতবাদ পরিপন্থী।

গ্রন্থটি নাকচ করার ক্ষেত্রে এটি কোনো 'কারণ' হতে পারে না। বরং এক্ষেত্রে কর্মপন্থা হওয়া উচিত ছিল, নিজেদের আক্বীদার সাথে নিজেদের ইমামের আক্বীদা মিলিয়ে দেখা ও পর্যালোচনা করা। এরপর নিজেদের ইমামের আক্বীদায় নিজেরা বিশ্বাসী হওয়া। কিন্তু এমনটি না করে এই অজুহাতে কিতাবটি নাকচ করা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। অথচ আমরা পূর্বে দেখেছি যে, প্রাধান্যযোগ্য মতানুযায়ী ইমাম আশআরী তৃতীয় স্তরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আক্বীদা গ্রহণ করেন। তাছাড়া ইমাম আশআরী এ গ্রন্থে যে আক্বীদার কথা উল্লেখ করেছেন, কাছাকাছি আক্বীদা লালন করতেন আশআরীদের অন্যতম ইমাম বাকিল্লানী ও ইবনু ফুওরাক ও পূর্ববর্তী অনেক আশআরী। কাজেই প্রমাণিত হয়, পরবর্তী যুগের আশআরীরা তাদের ইমাম আবুল হাসান আশআরীর আক্বীদা থেকে বিচ্যুত হয়। কাজেই এ গ্রন্থটি নাকচ করার ক্ষেত্রে এটি কোনো প্রমাণ হতে পারে না।

তৃতীয় আপত্তি: এ গ্রন্থে বিরোধীদের সাথে কঠোরতা করা হয়েছে এবং বিদআতী ঘোষণা করা হয়েছে।

(ক) গ্রন্থটি নাকচ করার ক্ষেত্রে এটিও কোনো 'কারণ' হতে পারে না। কারণ, কিতাবের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি অনুযায়ী লিখন পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কাজেই ইমাম আশআরীর ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

(খ) ড. খালিদ যুহরী যাকে কঠোরতা গণ্য করেছেন, ইমাম আবুল হাসান আশআরী শুধু এ গ্রন্থেই এমন কঠোরতা করেছেন, তা নয়। বরং 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থে এমন কঠোরতা ও শব্দ প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল হাদীছের নীতি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, 'তারা বিদআতের দিকে আহ্বানকারী প্রত্যেক বিদআতীকে বর্জন করেন'।[২] আর তিনি ঘোষণা করেছেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল হাদীছের নীতি আমার নীতি।

(গ) তাছাড়া তিনি পর্যায়ক্রমে বিদআতী আক্বীদা বর্জন করে আসছিলেন। তিনি ৪০ বছর পর্যন্ত মু'তাযিলা আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। এরপর যখন তাদের আক্বীদার ভ্রষ্টতা তার কাছে প্রকাশ পায়, তখন তিনি তা বর্জন করেন এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। যার প্রমাণ হলো, তার অধিকাংশ গ্রন্থ তাদের খণ্ডনে। এ হিসেবে পর্যায়ক্রমে তার গ্রন্থে বিদআতীদের প্রতি কঠোরতা আসা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার হতে পারে না। তাছাড়া 'আল-লুমা ফির রদ্দি আলা আহলিয যাইগ ওয়াল বিদা' নামক একটি গ্রন্থ লিখেন, যে গ্রন্থের নামেই কঠোরতা প্রকাশ পেয়েছে।

চতুর্থ আপত্তি: ইমাম আশআরী হাম্বলী আক্বীদার বিরুদ্ধে 'ইসতিহসানুল খাওয ফী ইলমিল কালাম' নামক একটি গ্রন্থ লিখেন।

(ক) এটিও একটি দুর্বল আপত্তি। কেননা আবুল হাসান আশআরী এ গ্রন্থের কোথাও উল্লেখ করেননি, এটি হাম্বলীদের বিরুদ্ধে লিখিত গ্রন্থ।

(খ) ইলমুল কালামের ব্যাপারে শুধু হাম্বলীদের এমন অবস্থান নয়; বরং অন্যান্য ইমাম, মুহাদ্দিছ ও মাযহাবের একই অবস্থান। কাজেই এখানে শুধু হাম্বলীদেরকে খাছ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

(গ) ইলমুল কালাম বিষয়ে উপরিউক্ত গ্রন্থটি আগের। এরপর আবুল হাসান আশআরীর আক্বীদায় পরিবর্তন আসে এবং পূর্বের আক্বীদা থেকে ফিরে আসেন। কাজেই যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, তিনি তা হাম্বলীদের বিরুদ্ধে লিখেন, তারপর তিনি তার পূর্বের অবস্থান থেকে ফিরে এসে 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থ লিখেন।

(ঘ) আমরা যদি মেনে নিই যে, ইমাম আবুল হাসান আশআরী ইলমুল কালামের ব্যাপারে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেননি, তারপরও 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থের সাথে তার এই অবস্থানের কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ, 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থে তিনি ইলমুল কালাম প্রয়োগ করেননি এবং ইলমুল কালামের পক্ষে-বিপক্ষে কোনো কিছু বলেননি। কাজেই উক্ত বইয়ের দোহাই দিয়ে 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থ নাকচ করার কোনো যৌক্তিক 'কারণ' নেই।

দ্বিতীয় অবস্থান: আল-ইবানাহ গ্রন্থটি প্রমাণিত কিন্তু তিনি এ গ্রন্থ থেকে ফিরে আসেন

বর্তমান যুগের আশআরী মতবাদের কিছু গবেষকের দাবি হলো, 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থটি ইমাম আবুল হাসান আশআরী থেকে প্রমাণিত। কিন্তু তিনি 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থ থেকে ফিরে আসেন এবং 'আল-লুমা' গ্রন্থটি লিখেন। কাজেই তার আক্বীদা হিসেবে 'আল-লুমা' গ্রন্থটি গণ্য হবে। এমনটি যারা দাবি করেছেন তাদের অন্যতম আহমাদ মুহাইমিদ তার 'মারকাযু আবিল হাসান আশআরী' গবেষণাপত্রে। তিনি যেসব আপত্তির ভিত্তিতে এমনটি দাবি করেছেন, তা হলো:

১. এ গ্রন্থে আবুল হাসান আশআরী নিজেকে হাম্বলীদের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।

২. এ গ্রন্থে কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি রয়েছে।

৩. এ গ্রন্থে এমন সব আক্বীদা রয়েছে, যা বর্তমান আশআরীদের আক্বীদা পরিপন্থী।

২. মাকালাতুল ইসলামিঈন, পৃ. ২৯৭।

আপত্তিসমূহের জবাব:

প্রথম আপত্তি: এ গ্রন্থে আবুল হাসান আশআরী নিজেকে হাম্বলীদের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।

আমরা ইতঃপূর্বে অবগত হয়েছি যে, ইমাম আবুল হাসান আশআরী তৃতীয় স্তরে এসে সালাফ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আক্বীদা গ্রহণ করেন। আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আক্বীদার 'ইমাম' বলা হয়। তাই নিজেকে ইমাম আহমাদের দিকে সম্পৃক্ত করা অযৌক্তিক বিষয় নয়।

দ্বিতীয় আপত্তি: এ গ্রন্থে কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি রয়েছে।

আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

তৃতীয় আপত্তি: এ গ্রন্থে এমন সব আক্বীদা রয়েছে, যা বর্তমান আশআরীদের আক্বীদা পরিপন্থী।

আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

আমরা 'আল-ইবানাহ ইমাম আশআরীর শেষ গ্রন্থ' নামক শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে, 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থটি তার শেষ গ্রন্থ এবং এ ব্যাপারে আলেমদের তালিকাও প্রদান করেছি।

তাছাড়া 'আল-লুমা' গ্রন্থের মাধ্যমে আল-ইবানাহ গ্রন্থ থেকে প্রত্যাবর্তন প্রমাণিত হয় না। কেননা উভয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু ভিন্ন ভিন্ন। 'আল-লুমা' গ্রন্থে যে আলোচনা আছে, তা 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থে নেই। কোনো কিতাব থেকে কারো প্রত্যাবর্তনের কথা তখন বলা সম্ভব, যখন তিনি নিজেই তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিবেন অথবা কোনো জোরালো প্রমাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু 'আল-লুমা' গ্রন্থে তেমন কোনো কথা নেই এবং কোনো জোরালো প্রমাণ নেই।

তৃতীয় অবস্থান: তিনি 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থটি হাম্বলীদের সন্তুষ্ট করতে লিখেন

কতক আশআরীর মতে আবুল হাসান 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থে যা লিখেছেন, তা মূলত তার আক্বীদা নয়। বরং তিনি হাম্বলীদের সন্তুষ্টি লাভের নিয়্যতে গ্রন্থটি সংকলন করেন। তিনি দুটি কারণে তাদের সন্তুষ্টি লাভের নিয়্যত করেন— (ক) তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করা। (খ) হাম্বলীরা সরাসরি তার কথা গ্রহণ না করার কারণে এ গ্রন্থের মাধ্যমে তাদের মাঝে পর্যায়ক্রমে নিজের অবস্থান শক্তিশালী করা। এমনটি যারা দাবি করেছেন, তাদের অন্যতম আবূ আলী আল-আহওয়াযী। তিনি এ দাবির পেছনে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেন; হাম্বলী শায়খ ইমাম বারবাহারীর সাথে ইমাম আশআরীর কাহিনী। কাহিনীটি হলো— ইমাম আশআরী বাগদাদে আগমন করলে তিনি আবূ মুহাম্মাদ বারবাহারীর কাছে যান। তিনি তার কাছে গিয়ে বলেন, 'আমি জুব্বায়ীর খণ্ডন করেছি। আমি অগ্নিপূজকদের খণ্ডন করেছি। আমি খ্রিষ্টানদের খণ্ডন করেছি'। তখন আবূ মুহাম্মাদ বারবাহারী বলেন, 'আমি বুঝছি না আপনি কী বলছেন? আমাদের কাছে এগুলো তো কোনো কাজ নয়। আমরা কেবল তাই জানি, যা ইমাম আহমাদ বলেছেন'। এরপর ইমাম আশআরী বের হয়ে 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থটি লিখেন। কিন্তু তিনি কবুল করেননি।[৩]

এমনটি দাবি করেন যাহেদ কাওছারী ও সাঈদ ফুদাহ।[৪]

আপত্তির পর্যালোচনা:

(ক) এমন কথা বলা মানে ইমাম আশআরীর ব্যাপারে খারাপ ধারণা প্রচার করা। কেননা এমন কাজ নিফাক্বী। আর আবুল হাসান আশআরী এমন নিফাক্বী থেকে পবিত্র। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া বলেন, 'আবুল হাসান আশআরী দুটি দলের পরীক্ষায় পড়েন— একদল তাকে ভালোবাসত আর অন্যদল তাকে ঘৃণা করত। প্রত্যেক দল তার নামে মিথ্যাচার করে এবং বলে, তিনি এসব গ্রন্থ তাকিয়্যাহ[৫]বশত লিখেছেন এবং হাম্বলীপ্রমুখ আহলুল হাদীছ ওয়াস সুন্নাহর সমর্থন আদায়ের জন্য লিখেছেন। এটি মূলত তার নামে মিথ্যাচার। তার এমন কোনো অভ্যন্তরীণ কথা পাওয়া যায় না, যা তার সেসব কথা পরিপন্থী, যা তিনি প্রকাশ করেছেন এবং তার বিশেষ সাথী ও অন্যদের থেকে এমন কথা কেউ বর্ণনা করেনি, যা তার গ্রন্থসমূহের বিদ্যমান নীতিসমূহের বিপরীত। কাজেই তার ব্যাপারে এ দাবি করা যে, 'তিনি যা প্রকাশ করতেন তার বিপরীত গোপন রাখতেন', শরীআতগত ও বিবেকগতভাবে একটি বাতিল দাবি।[৬]

(খ) ইমাম আশআরী প্রাথমিক ৪০ বছর মু'তাযিলা আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। আর সে সময় মু'তাযিলাদের শক্তি ও দাপট ছিল না; বরং মু'তাযিলাদের ওপর আহলুস সুন্নাহর দাপট ছিল। এরপরও তার ব্যাপারে পাওয়া যায় না যে, তিনি আহলুস সুন্নাহর সমর্থন আদায়ের জন্য এবং তাদের থেকে রক্ষা পাওয়ার নিয়্যতে তিনি মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে কিছু লিখেছেন। কাজেই তার ব্যাপারে এমন দাবি করা ভিত্তিহীন এবং তাকে কপট ও কাপুরুষ আখ্যা দেওয়া বৈ কি?

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

---

৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৫/৯০; তবাকাতুল হানাবিলাহ, ২/১৮; আল-ওয়াফী, ১২/২৪৬; তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃ. ৩৯০-৩৯১।

৪. বুহুসুন ফী ইলমিল কালাম, পৃ. ৫৩।

৫. তাকিয়্যাহ অর্থ অন্তরে কোনো কিছু গোপন রেখে, বাইরে তার বিপরীত বিষয় প্রকাশ করা। -অনুবাদক

৬. মাজমূউল ফাতাওয়া, ১২/২০৪-২০৫।

রজব মাসের বিধান

-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন*

হিজরী সনের সপ্তম মাস রজব। শরীআতের পক্ষ থেকে এ মাসের জন্য নির্ধারিত বিশেষ কোনো ছালাত, ছিয়াম ও বিশেষ কোনো আমলের হুকুম দেওয়া হয়নি। তাই মনগড়া আমল করে এ মাসের ফযীলত ও বরকত লাভ করা যাবে না। মহিমান্বিত মাসগুলোতে, বিশেষ করে রজব মাসে সতর্ক থাকতে হবে; যেন নিজের ওপর কোনো ধরনের যুলুম না হয়।

রজব হারাম মাসের একটি:

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

‘নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাসের সংখ্যা ১২টি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এসব মাসে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করবে না এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সঙ্গে আছেন’ *(আত-তাওবা, ৯/৩৬)*।

চার হারাম মাস হচ্ছে— মুহাররম, রজব, যুলক্বা‘দাহ ও যুলহিজ্জাহ। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা যেদিন আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন যামানা যেরূপ ছিল, তা চক্রাকারে ঘুরে আবার সেস্থানে এসে পৌঁছেছে। বছরে ১২ মাস। এর মধ্যে চার মাস হারাম (পবিত্র), তন্মধ্যে তিন মাস পরপর আগত; যুলক্বা‘দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মহররম, আর মুযার গোত্রের রজব মাস, যা জুমাদাছ ছানী ও শা‘বানের মাঝে অবস্থিত’।[১]

রজব মাসে পশু যবেহ:

ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে রজব মাসে মুশরিকদের মধ্যে স্বীয় দেবতা/প্রতিমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করার একটি রেওয়াজ ছিল। একে ‘আতীরা’ বলা হতো। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই শিরকী রেওয়াজের মূলোৎপাটন করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَه لِطَوَاغِيتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘(ইসলামে) ফারা‘ ও আতীরা নেই’। ফারা‘ হলো উটের সে প্রথম বাচ্চা, যা তারা তাদের দেব-দেবীর নামে যবেহ করত। আর আতীরা হলো রজবে যে জন্তু যবেহ করত’।[২]

ইমাম আবূ দাঊদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘কেউ কেউ বলেন, ফারা‘ বলা হয় উটের প্রথম ভূমিষ্ঠ বাচ্চাকে। প্রাচীন আমলে লোকেরা তাদের উপাস্য তাগূতের জন্য একে বলি দিত। অতঃপর তার গোশত খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত, চামড়া ঝুলিয়ে রাখত গাছের ডালে। আতীরা বলা হয় সেই প্রাণী, যা রজবের ১০ তারিখে উপাস্যের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয়’।[৩]

আজকাল রজব মাসে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রাহিমাহুল্লাহ-এর মাযারে তাঁর ওফাত উপলক্ষ্যে যে ‘উরস’ হয়, সেখানে এমন অনেক পশু যবেহ করা হয়, যা মূর্খ লোকেরা খাজা রাহিমাহুল্লাহ বা তার মাযারের নামে মান্নত করে থাকে। জাহেলী যুগের ‘ফারা’, ‘আতীরা’ আর বর্তমানের এসব যবেহকৃত পশুর মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারো নামে মান্নত করা, তা যদি পীর-বুযুর্গের নামেও হয় তবুও তা শিরক। আমাদের দেশেও খাজা আজমীরী রাহিমাহুল্লাহ-এর ওফাতকে কেন্দ্র করে জাহেল লোকেরা এমন সব রসম-রেওয়াজ উদ্ভাবন করেছে, যা কঠোরভাবে পরিহার করে চলা উচিত। বিভিন্ন স্থানে লাল কাপড়ে মোড়ানো বিরাট ‘আজমীরী ডেগ’ বসানো হয়। কোথাও কোথাও মাযারের আদলে অস্থায়ী মাযার স্থাপন করা হয়। এরপর খাজা আজমীরী রাহিমাহুল্লাহ-এর উদ্দেশ্যে নযর-নিয়ায ও মান্নতের নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা-পয়সা, চাল-ডাল ইত্যাদি ওঠানো হয়। যা দেওয়াও হারাম এবং ওখান থেকে কিছু খাওয়াও হারাম। যারা এগুলো উঠায়, তারা এগুলো দিয়ে আনন্দ-ফুর্তির আয়োজন করে। ঢোল-তবলা ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নাচগানের আসর বসায়। যেখানে নারী-পুরুষ একসঙ্গে নাচ-গান ও খাওয়া-দাওয়ায় অংশ নেয়, অবাধে মেলামেশা করে এবং নানা ধরনের গর্হিত কাজ করে থাকে, যা নিঃসন্দেহে হারাম।[৪]

---

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৬৬২।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৭৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৬।

৩. আবূ দাঊদ, হা/২৮৪২।

৪. মাসিক আল কাউসার, জুলাই ২০০৯।

রজবের ছালাত:

অনেক মুসলিম ভাই ও বোনেরা রজব মাসে বিশেষ করে মি'রাজ উপলক্ষ্যে কেউ ১২ রাক'আত, কেউ ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করে থাকেন। ইসলামী শরীআতে মি'রাজের ছালাত বলে কিছু নেই। নফল ছালাত পড়া ছওয়াবের কাজ কিন্তু মি'রাজ উপলক্ষ্যে নফল ছালাত আদায় করার কোনো ভিত্তি ও প্রমাণ ইসলামে নেই। কাজেই মি'রাজের নামে নফল ছালাত আদায় করা এবং এর ব্যবস্থা প্রণয়ন করা মানে ইসলামী শরীআতে নিজের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করা। আর এ ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরীআতে এমন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত'।[৫]

মি'রাজ উপলক্ষ্যে রজব মাসের ছালাত সম্পর্কেও বহু জাল হাদীছ শোনা যায়। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে উদ্ধৃত হলো—

আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের প্রথম রজনিতে মাগরিবের ছালাতের পর ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যার প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাছ পড়বে ...'। অতঃপর দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটি মাওযূ বা জাল।[৬] আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের রজনিতে ১৪ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যার প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা একবার, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ ২০ বার, কুল আঊযু বিরব্বিল ফালাক্ব তিনবার, কুল আঊযু বিরব্বিন নাস তিনবার পড়বে। অতঃপর ছালাত হতে ফারেগ হয়ে ১০ বার দরূদ পড়বে...'। ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাদীছটি মাওযূ'।[৭] ইমাম ইবনু ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'অনুরূপভাবে রজব মাসের প্রথম শুক্রবারে ছালাতুর রাগায়িব পড়ার ব্যাপারে হাদীছগুলো বানোয়াট ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর মিথ্যা আরোপ'।[৮]

রজব ও নফল ছিয়াম:

আমাদের অনেক মুসলিম ভাই ও বোনেরা লায়লাতুল ক্বদরের সাথে মিলিয়ে মি'রাজেও নফল ছিয়াম রেখে থাকেন। একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— নফল ছিয়াম যখন ইচ্ছা তখন রাখা যায় কিন্তু কোনো উপলক্ষ্যে নফল ছিয়াম রাখতে হলে অবশ্যই আগে জেনে নিতে হবে যে, আমি বা আমরা যে উপলক্ষ্যে নফল ছিয়াম রাখছি, শরীআত সেটাকে অনুমতি দিয়েছে কিনা। মি'রাজ উপলক্ষ্যে নফল ছিয়াম রাখার কোনো বর্ণনা কুরআন-হাদীছের কোথাও বর্ণিত নেই। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা এই দিনে বিশেষভাবে কোনো ছিয়াম রেখেছেন এমন কোনো বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এই দিনে মি'রাজ উপলক্ষ্যে ছিয়াম রাখা কোনো ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। মি'রাজের নফল ছিয়াম সম্পর্কে অসংখ্য জাল হাদীছ এসেছে। যেমন- আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখ অর্থাৎ মি'রাজ দিবসে ছিয়াম পালন করবে, তার আমলনামায় ৬০ মাসের ছিয়ামের নেকী লেখা হবে'।

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রজব মাস আল্লাহর মাস, শা'বান মাস আমার মাস এবং রামাযান মাস উম্মতের মাস। অতএব, যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নেকীর আশায় রজবের ছিয়াম পালন করবে, তার জন্য আল্লাহর মহান সন্তুষ্টি অবধারিত হয়ে যায় এবং তাকে তিনি জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দেন...। যে ব্যক্তি রজব মাসে ২ থেকে ১৫টি ছিয়াম পালন করবে, তার নেকী পাহাড়ের মতো হবে... সে কুষ্ঠ, শ্বেত ও পাগলামি রোগ থেকে মুক্তি পাবে। ...জাহান্নামের সাতটি দরজা তার জন্য বন্ধ থাকবে। ...জান্নাতের আটটি দরজা তার জন্য খোলা থাকবে'। জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাদীছটি জাল'।[৯]

'রজব মাসের ২৭ তারিখ আমি নবুঅত পেয়েছি। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দিনে ছিয়াম রাখবে, তা তার ৬০ মাসের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে'।[১০] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরামহীনভাবে তথা টানা তিন মাস (রজব, শা'বান ও রামাযান) ছিয়াম রাখতেন না। যেমনটা কিছু মানুষ করত। আর তিনি রজব মাসে কখনোই ছিয়াম রাখেননি এবং এটাকে পছন্দও করতেন না'।[১১] শায়খ উছায়মীন রহিমাহুল্লাহ-কে ২৭শে রজব ছিয়াম ও ক্বিয়াম পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলেন, 'সবিশেষ মর্যাদা দিয়ে ২৭শে রজব ছিয়াম ও ক্বিয়াম পালন- বিদআত। আর প্রত্যেকটি বিদআতই বিভ্রান্তি'।[১২]

---

৫. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭।
৬. আল্লামা ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযূআত (বৈরত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), ২/১১৮-১৯।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. আল-মানারুল মুনীফ, পৃ. ৯০।
৯. আল্লামা ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মাওযূআত (বৈরত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), ২/১১৭।
১০. তাবয়ীনুল আযাব, পৃ. ৬৪; তানযীহ, ২/১৬১।
১১. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, যাদুল মাআদ ফী হাদই খায়লি ইবাদ (বৈরূত: মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৭তম সংস্করণ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), ২/৬৪।
১২. মাজমূ' ফাতাওয়াশ শায়খ উছায়মীন, ২০/৪৪০।

রজবে উমরা পালন:

কেউ কেউ রজব মাসকে বিশেষভাবে উমরা পালনের মাস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। তাদের বিশ্বাস এর রয়েছে প্রভূত ফযীলত এবং পরকালীন পুরস্কার। প্রকৃত সত্য ও শুদ্ধ মত হলো রজব অন্যান্য মাসের অবিকল, তার বিশেষত্ব নেই অন্য মাসের তুলনায়। তাতে উমরা পালনের বিশেষ কোনো ফযীলত বর্ণনা করা হয়নি। উমরা পালনের ক্ষেত্রে সময় সংশ্লিষ্ট আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী রামাযান মাস এবং হজ্জের তামাত্তুর জন্য হজ্জের মাসগুলো। এ মাসগুলোয় উমরা পালনের বিশেষ ফায়দা হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত। হাদীছের কোথাও এ স্বীকৃতি পাওয়া যায় না যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসে উমরা পালন করেছেন। তাছাড়া, বিষয়টিকে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা এক হাদীছে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। অন্য এক হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَجَبٍ.

উরওয়াহ ইবনু যুবায়ের রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসে কখনো উমরা আদায় করেননি'(ছহীহ বুখারী, হা/১৭৭৭)।

রজব মাসে কবর যিয়ারত:

কবর যিযারত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এর দ্বারা মৃত্যু ও আখেরাতের কথা স্মরণ হয়। কবরআযাবের ভীতি সঞ্চারিত হয়। হৃদয় বিগলিত হয়। চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। অন্যায় থেকে তওবা এবং নেকীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পরকালীন মুক্তির প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তবে কবর যিয়ারত করার জন্য রজব মাস, জুমআ ও দুই ঈদের দিনকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া বিদআত হবে। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম বলেন, 'কবর যিয়ারত বা অন্য যে-কোনো আমলের জন্য যদি রজব মাসের কোনো দিনকে নির্দিষ্ট করা হয়, তবে তা বিদআত হবে। কেননা তার কোনো ভিত্তি নেই'। এ কথাকে সমর্থন করেছেন ইমাম আবূ শামাহ। তিনি তাঁর كتاب البدع والحوادث নামক গ্রন্থে বলেন, 'শরীআত নির্ধারণ করে দেয়নি, এমন কোনো সময়কে কোনো শারঈ আমলের জন্য হলেও নির্দিষ্ট করা ও ফযীলতের প্রত্যাশা করা জায়েয নেই। এজন্যই আলেমগণ বেশি বেশি উমরা পালনের জন্য রজব মাসকে নির্দিষ্ট করাকে অপছন্দ করেছেন। তবে কেউ যদি রজব মাসে নির্দিষ্ট কোনো ফযীলতের আক্বীদা ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে উমরা করে অথবা এ সময় উমরা করা তার জন্য সহজ হয়, তবে এসময় উমরা করলে কোনো ক্ষতি নেই'।[১৩] তবে যে-কোনো দিনে, যে-কোনো সময়ে কবর যিয়ারত করা যায়।[১৪]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিদআত থেকে দূরে থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১৩. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আলুশ শায়খ, ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, ৬/১১৫; ফাতাওয়া ইসলাম সওয়াল ও জওয়াব, প্রশ্ন নং- ৩৬৭৬৬।

১৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২২৫৫; মিশকাত, হা/১৭৬৭।

'দারসে কুরআন'-এর বাকী অংশ

মূলত, যারা সূরা আল-ফাতিহার অর্থ বুঝে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ শেষ করার পর তাদের মন থেকে দু'আ করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের দু'আ কবুল করবেন। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, فَقُولُوا آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'ইমাম যখন গয়রিল মাগযূবি আলায়হিম ওয়ালাযযল্লীন বলেন, তখন তোমরা 'আমীন' বা 'হে আল্লাহ কবুল করো' একথাটি বলো। কেননা যার কথাটি ফেরেশতাদের কথা অনুযায়ী হবে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে)' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৮২; ছহীহ মুসলিম, হা/৪০৯)।[১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللهُ 'যখন ইমাম 'গয়রিল মাগযূবি আলায়হিম ওয়ালাযযল্লীন' বলেন, তখন তোমরা আমীন বা হে আল্লাহ কবুল করো একথাটি বলো; এতে আল্লাহ তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবেন (দু'আ কবুল করবেন)' (ছহীহ মুসলিম, হা/৪০৪)। অন্য এক হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ 'ইয়াহূদীরা তোমাদেরকে সালাম ও আমীন বলার চেয়ে বেশি কোনো বিষয়ের উপর হিংসা করে না' (ইবনু মাজাহ, হা/৮৫৬)। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ حُسَّدٌ وَإِنَّهُمْ لاَ يَحْسُدُوْنَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُوْنَا عَلَى السَّلاَمِ وَعَلَى آمِيْنَ 'ইয়াহূদীরা হিংসুক জাতি। তারা আমাদেরকে বেশি হিংসা করে আমাদের পারস্পরিক সালাম বিনিময়ের কারণে এবং (সূরা ফাতিহা শেষে) আমীন বলার কারণে' (ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৫৮৫; ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬)। কারণ ইয়াহূদী ও নাছারার পথে না গিয়ে ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর হেদায়াত চেয়ে সূরা ফাতিহার শেষে যে দু'আ করা হয় এবং ইমাম ও মুক্তাদী সকলে সমস্বরে 'আমীন' বলে আল্লাহর নিকটে যে সমবেত প্রার্থনা করা হয়, এটা তারা বরদাশত করতে পারে না।

অতএব, হাদীছে বর্ণিত উচ্চৈঃস্বরে পঠিত ছালাতে সশব্দে 'আমীন' বলার বিশুদ্ধ সুন্নাতের উপরে আমল করা প্রত্যেক মুমিনের নৈতিক কর্তব্য। তাছাড়া ইমামের সশব্দে সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে 'ছিরাতুল মুস্তাক্বীম'-এর হেদায়াত প্রার্থনার পর মুক্তাদীদের নীরবে আমীন বলা যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য নয় কি?

সূরা ফাতিহা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এই সূরার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে সে আলোকে জীবন গঠনের চেষ্টা করা প্রত্যেকের উচিত।

রিযিক্ব সংকীর্ণ হওয়ার কারণসমূহ

মূল: আল-খানসা হামীদ ছালেহ
-অনুবাদ: শুআইব বিন আহমাদ*

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মাঝে রিযিক্ব বণ্টন করেছেন এবং তাদের অংশ নির্ধারণ করেছেন। অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তাঁর জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার যথাযথ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে রিযিক্ব অন্বেষণ এবং তা পাওয়ার কারণগুলো নিজের মাঝে বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যা বান্দার পাবার কথা নয়, সে কখনোই তা পাবে না এবং যে রিযিক্ব তার জন্য নির্ধারিত তা অন্য কেউ গ্রহণ করতে পারবে না। এ ব্যাপারে বান্দাকে সন্তুষ্ট থাকা এবং ঈমান রাখার প্রতি আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন।[১] সুতরাং বান্দা যমীনে চেষ্টা অব্যাহত রাখবে এবং ঐ সমস্ত কাজ করবে যা রিযিক্ব বৃদ্ধির কারণ। ফলে রিযিক্ব বৃদ্ধি পাবে। আর যদি বান্দা এর বিপরীত কাজ করে তাহলে তার রিযিক্ব সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং বরকত কমে যাবে।[২]

প্রথম কারণ: আল্লাহর প্রতি যথাযথ ভরসা না করা

আল্লাহ তাআলার প্রতি যথাযথ ভরসা করা রিযিক্ব পাবার অন্যতম কারণ। আর আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ ভরসা না করা এবং রিযিক্ব নিয়ে বিচলিত হওয়ার কারণে রিযিক্ব সংকীর্ণ হয়ে যায়। রিযিক্ব পরিচালনার দায়িত্ব বান্দার কাঁধে অর্পিত— এই ধারণার কারণে বান্দা সবচেয়ে বেশি রিযিক্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لَو أَنَّكُم كنتُم تَوَكَّلُونَ على اللهِ حقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كما تُرزَقُ الطَّيرُ تغدو خِماصًا وتروحُ بطانًا ‘যদি তোমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি যথাযথ ভরসা করো, তবে তোমরা অবশ্যই রিযিক্ব প্রাপ্ত হতে, যেভাবে পাখিদেরকে রিযিক্ব দেওয়া হয়ে থাকে। পাখিরা সকালবেলা খালি পেটে বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যাবেলায় ভরা পেটে বাসায় ফেরে’।[৩]

উক্ত হাদীছের অর্থ হলো— বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার উপর ভরসার ক্ষেত্রে উঁচু স্তরে পৌঁছতে পারবে, তখন সে কম চেষ্টা করেও রিযিক্ব প্রাপ্ত হবে।[৪] অনুরূপ আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করে। আর এজন্যই রিযিক্বের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া ব্যক্তির উপর অবশ্যক হলো আল্লাহর প্রতি ভরসাকে অন্তরে নবায়ন করা এবং সকল কাজের পূর্বে কেবল আল্লাহর প্রতি ভরসাকেই অগ্রগামী করা।[৫]

দ্বিতীয় কারণ: পাপাচার ও আল্লাহ তাআলার অবাধ্যাচরণ

শারীআর বিপুল পরিমাণ নছ প্রমাণ করে যে, পাপাচার ও রবের অবাধ্যাচরণ হলো, রিযিক্ব সংকীর্ণ হওয়া এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত হবার অন্যতম কারণ। এসব নছ আরও প্রমাণ করে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর ভয়, তওবা, ইস্তেগফার করা অফুরন্ত রিযিক্ব পাওয়া এবং তা চলমান রাখার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।[৬] আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَو أَنَّ أَهلَ القُرى آمَنوا وَاتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَرضِ وَلـكِن كَذَّبوا فَأَخَذناهُم بِما كانوا يَكسِبونَ﴾ ‘আর যদি সেসব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম, কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করেছিল; কাজেই আমরা তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছি’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৯৬)*।

সুতরাং রিযিক্ব বৃদ্ধির মাধ্যম হলো, তাক্বওয়া অবলম্বন করা, সকল অপরাধ থেকে দূরে থাকা, নতুনভাবে তওবা করা, বেশি বেশি ইস্তেগফার করা এবং পাপকর্ম সম্পাদন না করার এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যে, পাপের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে যেন রিযিক্ব বাধা প্রাপ্ত না হয়।

---

* শিক্ষার্থী, শরীআহ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. কিতাব: নূর ওয়া হিদায়াহ, পৃ. ১২৭-১২৮।
২. প্রাগুক্ত।
৩. তিরমিযী, হা/২৩৪৪।
৪. আদ-দুরারুল মুনতাক্বত মিনাল কালেমাতিল মুলক্বাত, পৃ. ৩৩৮।
৫. দুরুসুশ শায়খ মুহাম্মাদ হাসসান, পৃ ১০।
৬. কিতাবু আর-রিযিক্ব আবওয়াবুহু ওয়া মাফাতিহুহু, পৃ. ১১।

তৃতীয় কারণ: অবৈধ উপার্জন

নিশ্চয় বান্দার রিযিক্ব নির্ধারিত। অবৈধ বা হারাম পথে যা তার নিকট পৌঁছেছে, হালাল ভাবেই তা তার নিকট পৌঁছাত, যদি সে শরীআতসিদ্ধ পন্থা অবলম্বন করত। রিযিক্বের উৎসের ক্ষেত্রে হারাম পথ[৭] অবলম্বন করায় ব্যক্তি তার উপার্জিত হালাল সম্পদও ধ্বংস করে এবং তা হারাম সম্পদের অকল্যাণে ডুবিয়ে দেয়।[৮] আর এজন্যই বান্দার উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো উপার্জনের ক্ষেত্রে অবৈধ পন্থা পরিহার করা এবং বৈধভাবে উপার্জনের উত্তম পথ অনুসন্ধান করা। কারণ দিনশেষে তার রিযিক্বের ফলাফল একই হয়ে থাকে, সে হারাম বা হালাল যে পথই অবলম্বন করুক না কেন। যদি মানুষ হারাম সম্পদের মাধ্যমে সম্পদশালী হয়ে ওঠে তবে এটা কেবল তার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য ধ্বংস এবং বিনাশেরই কারণ।[৯]

চতুর্থ কারণ: সম্পদের হক্ব আদায় না করা

নিশ্চয় সম্পদের আবশ্যকীয় হক্ব[১০] আদায় করাটা সম্পদে বারাকাহ, তা বৃদ্ধি হওয়া এবং সম্পদ স্থায়ী হওয়ার অন্যতম কারণ। বৈধ পথে খরচ করার মাধ্যমে সম্পদ আরও বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ‘আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিযিক্বদাতা’ *(সাবা, ৩৪/৩৯)*।

আর যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত থাকা, ছাদাক্বা আটকে রাখার ফলে রিযিক্ব সংকীর্ণ হয়, কমে যায় এবং বারাকাহ নষ্ট হয়ে যায়।[১১]

পঞ্চম কারণ: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করণ

নিশ্চয় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা রিযিক্ব সংকীর্ণ হওয়ার অন্যতম কারণ। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেছেন যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার মাধ্যমে রিযিক্বে প্রশস্ততা আসে, তিনি বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ‘যে পছন্দ করে, তার রিযিক্ব প্রশস্ত হোক এবং হায়াত দীর্ঘ হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।’[১২]

আত্মীয়স্বজনের প্রয়োজন অনুপাতে কিছু খরচ করা, উপঢৌকন প্রদান করা, দেখতে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় হয়, নরম ও উত্তম কথাবার্তার মাধ্যমেও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় থাকে। এছাড়াও আত্মীয়স্বজনদের সুখে বা দুঃখে অংশ নেওয়া, ছোট বড় কাজে সাহায্য করা, উপার্জনের পথ সংকীর্ণ হয়ে গেলে ব্যক্তির উপর আবশ্যক হলো উপার্জনের পথ খুঁজে দিতে উদাসীন না হওয়া। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা আল্লাহ তাআলার অন্যতম ইবাদত এবং দুনিয়া ও আখেরাতে অশেষ নেকী অর্জনের মাধ্যম।[১৩]

ষষ্ঠ কারণ: রিযিক্ব অন্বেষণে উদাসীন হওয়া

ইসলাম কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছে এবং রিযিক্ব অন্বেষণ করার আহ্বান জানিয়েছে, যে ব্যক্তি কাজ করে না, অচিরেই সে নিঃস্ব হয়ে যাবে এবং জীবনযাপনের প্রয়োজন মিটাতে অন্যের কাছে হাত পাতবে।[১৪] ব্যক্তির ইখলাছপূর্ণ নিয়্যতের সহিত নিজেকে কাজে আত্মনিয়োগ করা আল্লাহ তাআলার ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ ‘তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর দেওয়া রিযিক্ব থেকে আহার করো’ *(আল-মুলক, ৬৭/১৫)*।

বাস্তবতা প্রমাণ করে, কাজ ছেড়ে বসে থাকা বা রিযিক্ব অন্বেষণে চেষ্টা না করাটা রিযিক্ব কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মূল কারণ। এজন্যই আল্লাহ তাআলা কাজ এবং কর্মচারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন।[১৫]

---

৭. যেমন: চুরি করা, লুণ্ঠন করা, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা এবং সূদী লেনদেন করা।
৮. কিতাবু ইজ্তিক্বাঈল হারাম ওয়া আশ-শুবহাত ফী ত্বলাবি আর-রিযিক্ব, পৃ. ৭৬।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. যেমন: যাকাত, ছাদাক্বা ইত্যাদি।
১১. দালীলুল ওয়ায়েজ ইলা আদিল্লাতিল মাওয়ায়িজ, পৃ. ৩২৩।
১২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫৭।
১৩. কিতাবু মাজাল্লাতিল বুহূছ আল-ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ২৬৭।
১৪. কিতাবুল ইসলাম ওয়া আত-তাওয়াযুন আল-ইক্বতিছদি বায়নাল আফরাদ ওয়া আদ-দুয়াল, পৃ. ৬৩।
১৫. কিতাবু মাক্বাছিদু আশ-শারীআহ আল-ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ২৮।

রাগ নিয়ন্ত্রণের উপায়

-আব্দুল্লাহ আল-আমিন*

আমাদের জানা দরকার যে, সব রাগ খারাপ নয়। কখনো কখনো রাগ প্রশংসনীয় আর কখনো নিন্দনীয় হতে পারে। যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রাগ করা হয় এবং অন্যায় ও হারাম কাজ প্রতিরোধে রাগ করা হয়, তাহলে তা প্রশংসনীয়। বরং অন্যায় দেখে মনে রাগ সৃষ্টি হওয়া মজবুত ঈমানের আলামত। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত স্বার্থে বা দুনিয়াবী ছোটখাটো বিষয়ে রাগ করা নিন্দনীয়। রাগ করা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিচিত্ররূপে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের শরীরের রঙে যেমন ভিন্নতা রয়েছে, তেমনই তাদের স্বভাব-চরিত্রেও বিচিত্রতা স্পষ্ট। কেউ রাগী, আবার কেউ ধৈর্য ও সহনশীল। রাগ এক ধরনের আবেগ, যার বহিঃপ্রকাশ একেকজনের ক্ষেত্রে একেকভাবে হয়ে থাকে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা ইসলামের দৃষ্টিতে রাগ ও রাগ নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্পর্কে জানব ইনশা-আল্লাহ।

ইসলামের দৃষ্টিতে রাগ: কোনো কারণবশত কোনো মানুষের রেগে যাওয়া বা রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো স্বাভাবিক হলেও অল্পতে রেগে যাওয়া মানবীয় ত্রুটি, যা ইসলামে নিন্দিত। ইসলাম রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছে। এমনকি রাসূল ﷺ রাগ নিয়ন্ত্রণ করাকে প্রকৃত বীরত্ব বলে আখ্যা দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ বলেন, مَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ قَالُوا الَّذِى لاَ يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ قَالَ لاَ وَلَكِنَّهُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ‘তোমাদের মাঝে কোন ব্যক্তিকে তোমরা বীর বলে গণ্য কর?’ ছাহাবীগণ বলেন, ‘যাকে লোকজন পরাভূত করতে পারে না’। রাসূল ﷺ বললেন, ‘না, বরং প্রকৃত বীর হলো সেই ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখে’।[১] অন্য একটি হাদীছে রাসূল ﷺ রাগ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ রাগ এমন একটি আবেগের বহিঃপ্রকাশ, যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে মানুষকে বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় এবং মানুষ বড় ধরনের বিপদে পড়তে পারে। এ কারণে রাসূল ﷺ তাঁর ছাহাবীদের রাগ নিয়ন্ত্রণের তাগিদ দিতেন।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ أَوْصِنِى قَالَ «لاَ تَغْضَبْ». فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ «لاَ تَغْضَبْ».

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে বললেন, ‘আপনি আমাকে উপদেশ দিন’। তিনি (নবী ﷺ) বলেন, ‘তুমি রাগ করো না’। লোকটি কয়েকবার তা বলেন, নবীজি ﷺ প্রত্যেকবারই বলেন, ‘রাগ করো না’।[২] তাই আমাদের উচিত রাগ সংবরণ করা। কারণ অতিরিক্ত রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে।

রাগ নিয়ন্ত্রণে করণীয়: রাগ নিয়ন্ত্রণে আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে, যা আল্লাহর নবী ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

১. আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া: যখন অতিরিক্ত রাগ হবে, তখন আল্লাহ তাআলার নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাইতে (আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম বলতে) হবে।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنِّى لأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هَذَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِى يَجِدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَالَ الرَّجُلُ هَلْ تَرَى بِى مِنْ جُنُونٍ.

সুলায়মান ইবনু ছুরাদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘দুই ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর সামনে পরস্পরকে গালমন্দ করতে লাগলেন। তাদের একজনের চোখ লাল হতে থাকে ও ঘাড়ের রগ ফুলে যেতে থাকে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, ‘আমি অবশ্যই এমন একটি বাক্য জানি, এ ব্যক্তি তা বললে তার রাগ চলে যাবে। তা হলো, অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছি’। লোকটি বললেন, ‘আপনি কি আমার মাঝে পাগলভাব দেখছেন?’[৩]

২. দাঁড়ানো থেকে বসে যাওয়া: দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কেউ যদি অতিরিক্ত রাগান্বিত হয়ে পড়ে, তাহলে তার উচিত হলো বসে পড়া। বসে পড়ার পরও যদি তার রাগ না কমে, তাহলে তাকে শুয়ে পড়তে হবে। কেউ যদি এই কাজ করতে পারে, তাহলে তার রাগ প্রশমিত হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ। কারণ আল্লাহর নবী ﷺ এভাবেই আমাদেরকে

* সহকারী শিক্ষক (ধর্ম), মোহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়, তানোর, রাজশাহী।

১. আবূ দাঊদ, হা/৪৭৭৯, হাদীছ ছহীহ।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬১১৬।

৩. আবূ দাঊদ, হা/৪৭৮১, হাদীছ ছহীহ।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখিয়েছেন। আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ ‘তোমাদের কারো যদি দাঁড়ানো অবস্থায় রাগের উদ্রেক হয়, তাহলে সে যেন বসে পড়ে। এতে যদি তার রাগ দূর হয় তো ভালো, অন্যথা সে যেন শুয়ে পড়ে’।[৪]

৩. রাগের মুহূর্তে চুপ থাকা: রাগ হলে তা সংরবণ করার চেষ্টা করতে হবে। রাগের সময় চুপ হয়ে যেতে হবে। কারণ সেই সময় কথা বললে সেই কথা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। ফলে তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে আর রাগবশত কথা বললে তা পরবর্তীতে আমাদের জীবনে ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, - عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا، عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا - وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - مَرَّتَيْنِ ‘তোমরা জ্ঞান দান করো এবং সহজতা আরোপ করো। তোমরা জ্ঞান দান করো এবং সহজতা আরোপ করো।’ তিনি একথা তিনবার বলেন। ‘তুমি ক্রোধান্বিত হলে নীরবতা অবলম্বন করো’। কথাটি তিনি দুইবার বলেন’।[৫]

৪. দেহের হক্ব সঠিকভাবে আদায় করা: মানুষের শরীরের কিছু হক্ব রয়েছে, যে হক্বগুলো পরিপূর্ণভাবে আদায় না করলে মানুষের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাই আমাদের উচিত প্রয়োজনীয় ঘুম ও বিশ্রাম গ্রহণ করা, সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ না করা, অযথা উত্তেজিত না হওয়া। ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদের ক্রোধের কারণ খুঁজতে গিয়ে অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যেই যে কারণগুলো পাওয়া গেছে, তা হলো অধিক পরিশ্রমের কাজ করা, ক্লান্তি, অনিদ্রা, ক্ষুধা ইত্যাদি। এই বিষয়গুলোই অধিক রাগের পিছনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, আমাকে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘হে আব্দুল্লাহ! আমি এ সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি প্রতিদিন ছিয়াম পালন কর এবং সারারাত ছালাত আদায় করে থাক’। আমি বললাম, ঠিক (শুনেছেন) হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, ‘এরূপ করবে না, (বরং মাঝে মাঝে) ছিয়াম পালন করো আবার ছিয়াম ছেড়েও দাও। (রাতে) ছালাত আদায় করো, আবার ঘুমাও। কেননা তোমার উপর তোমার শরীরের হক্ব আছে, তোমার চোখের হক্ব রয়েছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক্ব আছে, তোমার মেহমানের হক্ব আছে। তোমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে। কেননা প্রতিটি নেক আমলের পরিবর্তে তোমার জন্য রয়েছে ১০ গুণ নেকী। এভাবে সারা বছরের ছিয়াম হয়ে যায়’। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও বেশি আমল করতে সক্ষম। তখন আমাকে আরও বেশি আমলের অনুমতি দেওয়া হলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আরও বেশি শক্তি রাখি। তিনি বললেন, ‘তবে তুমি আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম -এর ছিয়াম পালন করো, এর থেকে বেশি করতে যেয়ো না’। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম -এর ছিয়াম কেমন? তিনি বললেন, ‘অর্ধেক বছর’। রাবী বলেন, আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বৃদ্ধ বয়সে বলতেন, আহ! আমি যদি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত রুখছত (সহজতর বিধান) কবুল করে নিতাম![৬] অতএব, আমাদের উচিত, শরীরের হক্ব আদায় করে শরীরের যত্ন নেওয়া।

রাগ নিয়ন্ত্রণের পুরস্কার: রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তাতে রয়েছে প্রভূত উপকার। রাগ দমনকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন। আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে বলেন, ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ‘যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল সময়ে ব্যয় করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন’ *(আলে ইমরান, ৩/১৩৪)*। আল্লাহ তাআলা এখানে যারা রাগ সংবরণ করেন, তাদেরকে সৎকর্মশীল বলেছেন এবং তাদের প্রতি ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। সাহল ইবনু মুআয রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ مَا شَاءَ ‘যে ব্যক্তি তার রাগ প্রয়োগে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টিকুলের সামনে ডেকে নিবেন এবং তাকে হূরদের মধ্য থেকে তার পছন্দমতো যে কাউকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিবেন’।[৭]

তাই আমাদের উচিত অতিরিক্ত ও খারাপ রাগ নিয়ন্ত্রণ করা এবং আল্লাহর প্রিয় পাত্রে পরিণত হওয়া। আমাদের রাগ হতে হবে শুধু আল্লাহর জন্য। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৪. আবূ দাঊদ, হা/৪৭৮২, হাদীছ ছহীহ।
৫. আদাবুল মুফরাদ, হা/১৩২০।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৭৫।
৭. আবূ দাঊদ, হা/৪৭৭৭, হাসান।

মানবজীবনে দ্বীনি শিক্ষার ভূমিকা

-মো. আকরাম হোসেন*

ভূমিকা:

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম ধর্মীয় বিধিবিধান, আচার-অনুষ্ঠান, ইবাদত পালন-সহ মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। দ্বীনি শিক্ষা বা ইসলামী শিক্ষা হলো আখেরাতে সাফল্য লাভের এবং দুনিয়াতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীজুড়ে শান্তি, ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করার একটি মাধ্যম। দ্বীনি শিক্ষা আমাদেরকে সঠিকভাবে জীবন পরিচালনা করতে সহায়তা করে, মানবজাতিকে উন্নতির দিকে পরিচালিত করে এবং পরকালীন মুক্তির রসদ যোগাতে সহায়ক হয়।

দ্বীনি শিক্ষা কী এবং তার গুরুত্ব কতটুকু?

দ্বীনি শিক্ষা বলতে ইসলামের ধর্মীয় জ্ঞান এবং শিক্ষাকে বোঝায়, যা একজন মুসলিমের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে জীবনযাপন করতে সাহায্য করে। এটি ইসলামের মূল বিশ্বাস, ইবাদত, নৈতিকতা এবং আচার-আচরণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও পরকালীন মুক্তির উদ্দেশ্যে কাজ করে।

দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ‘পড়ুন, আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন’ *(আল-আলাক্ব, ৯৬/১)*। এখানে শিক্ষার সূচনা আল্লাহর নাম নিয়ে, যা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের ভিত্তি। এছাড়াও আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন’ *(আল-মুজাদিলা, ৫৮/১১)*। এই আয়াতে দ্বীনি জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইহকাল ও পরকালে সফলতার পথ। হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ‘প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয’।[১] এখানে জ্ঞান বলতে দ্বীনি জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ‘যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ তাদ্বারা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন’।[২]

এভাবে কুরআন ও হাদীছ আমাদের জানায় যে, দ্বীনি শিক্ষা মানুষের আত্মিক উন্নতি, সঠিক পথপ্রাপ্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রধান উপায়। এটি দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার চাবিকাঠি। নিম্নে বিভিন্ন অঙ্গনে দ্বীনি শিক্ষার ভূমিকা আলোকপাত করা হলো—

ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীনি শিক্ষার ভূমিকা:

দ্বীনি শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি একজন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ এবং জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। একজন মুসলিমের চরিত্রে পরিশুদ্ধতা, সততা, মেহনত, দয়া, সহিষ্ণুতা এবং বিনয় প্রতিষ্ঠা করতে দ্বীনি শিক্ষা সহায়তা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ‘অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ’ *(আল-আহযাব, ৩৩/২১)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ‘তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলিম হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি’।[৩] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের চরিত্রের শুদ্ধতা এবং নৈতিক উন্নয়ন। ব্যক্তি যদি দ্বীনি শিক্ষা মেনে চলেন, তাহলে তার জীবন শুদ্ধ হয় এবং সে সমাজে একজন আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

পারিবারিক জীবনে দ্বীনি শিক্ষার ভূমিকা:

ইসলাম পারিবারিক জীবনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। দ্বীনি শিক্ষার আলোকে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, দয়া, সহানুভূতি এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম বিবাহ, সন্তান পালন এবং পরিবারে কর্তব্য পালনকে সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আর

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ইবনু মাজাহ, হা/২২৪।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯।

৩. তিরমিযী, হা/১১৬২, হাসান।

তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর' *(আত-তাহরীম, ৬৬/৬)*। এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পরিবার এবং সন্তানদের সঠিক দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা পার্থিব এবং পরকালীন জীবনে সফল হতে পারে।

ইসলামিক শিষ্টাচার, ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতা একজন মুসলিমের পারিবারিক জীবনের মূল ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ 'তোমাদের মাঝে সে-ই ভালো, যে তার পরিবারের নিকট ভালো'।[৪] এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম পরিবারে ভালো সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সহানুভূতি, ভালোবাসা এবং দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠা করেছে।

দ্বীনি শিক্ষা কেবল পারিবারিক সম্পর্ককেই মজবুত করে না; এটি সদস্যদের আখেরাতমুখী জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। একজন সন্তান সঠিক ইসলামী জ্ঞান লাভ করলে সে পিতামাতার জন্য আখেরাতে ছওয়াবের কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'নেক সন্তান, যে তার পিতামাতার জন্য দু'আ করে'— এটি মৃত্যুর পরও চলমান ছওয়াবের একটি মাধ্যম।[৫]

সামাজিক জীবনে দ্বীনি শিক্ষার ভূমিকা:

ইসলাম সামাজিক জীবনের প্রতিটি দিকেও গভীর প্রভাব ফেলে। দ্বীনি শিক্ষা মানুষের সামাজিক আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সামগ্রিক সমাজব্যবস্থাকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 'সৎকাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। এই আয়াত সমাজে পরস্পরের কল্যাণে কাজ করার এবং অন্যায় ও পাপ থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা দেয়।

দ্বীনি শিক্ষা মানুষকে সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সহমর্মিতার আদর্শে গড়ে তোলে, যা সমাজের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا 'একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের জন্য দালানস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে'।[৬] এই হাদীছ দেখায় যে, একজন ব্যক্তি তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অন্যদের জন্য উপকার বয়ে আনে। দ্বীনি শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এই সেতুবন্ধন তৈরি করে।

ইসলামে সমাজে শান্তি, ন্যায় এবং পরস্পরের সহায়তা প্রতিষ্ঠার জন্য একাধিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং সমাজে শোষণ, বৈষম্য, অন্যায়, হিংসা ও অপব্যবহার প্রতিরোধ করতে প্রেরণা দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ 'নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে এবং অন্যায় দূর করতে আদেশ দেন' *(আল-নাহল, ১৬/৯০)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ 'তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে'।[৭] এই হাদীছ পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সহমর্মিতার গুরুত্বকে স্পষ্ট করে। দ্বীনি শিক্ষা সমাজে এই মানবিক গুণাবলি প্রচলন করে, যা সামাজিক বন্ধনকে মজবুত করে।

তাছাড়া, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা এবং সৎকাজের আদেশ দেওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ বলেন, ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ 'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎকাজে আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে' *(আলে ইমরান, ৩/১১০)*। দ্বীনি শিক্ষা মানুষকে সৎকাজের প্রসার এবং অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে উৎসাহিত করে, যা সমাজের সুস্থতা নিশ্চিত করে।

অর্থনৈতিক জীবনে দ্বীনি শিক্ষার ভূমিকা:

ইসলাম অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও সততার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ 'আর পরিমাপ ও ওযন ইনছাফের সাথে পরিপূর্ণ দেবে' *(আল-আনআম, ৬/১৫২)*। এছাড়া ইসলামে হালাল রিযিক্ব অর্জনের উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র ব্যতীত কিছু গ্রহণ করেন না'।[৮] রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যত্র বলেছেন, كُلُّ جَسَدٍ

৪. তিরমিযী, হা/৩৮৯৫, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৩২৫২।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৪৮১।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৯।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০।

نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ ‘যে দেহ হারাম দ্বারা লালিত হয়েছে, তার জন্য জাহান্নামের আগুনই যথাযোগ্য’।[৯]

ব্যবসা-বাণিজ্যে শারঈ নির্দেশনা মেনে চলার মাধ্যমে মানুষ আর্থিক লেনদেনে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সূদ (রিবা) ইসলামে হারাম। আল্লাহ তাআলা সূদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ‘যারা সূদ খায় তারা তার ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ‘ক্রয়-বিক্রয় তো সূদেরই মতো। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)*।

সুতরাং দ্বীনি শিক্ষা সূদের মতো শোষণমূলক ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে ন্যায্যতা ও সমতার ভিত্তিতে লেনদেনকে উৎসাহিত করে। তাছাড়া, সম্পদের সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম যাকাত ও দানের ব্যবস্থা চালু করেছে। যাকাত অর্থনীতিতে গরীব-দুঃখীর অধিকার সংরক্ষণ করে এবং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে। এটি ধনী-গরীবের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন গড়ে তোলে।

দ্বীনি শিক্ষা মানুষকে অপচয় ও অপব্যয়ের বিরুদ্ধে সচেতন করে। কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ ‘নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে, তারা শয়তানের ভাই’ *(আল-ইসরা, ১৭/২৭)*।

ইসলাম কাউকে শোষণ বা আর্থিক নির্যাতন থেকে বিরত থাকতে বলেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ ‘এমন কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম কর্জ দিবে? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান’ *(আল-হাদীদ, ৫৭/১১)*। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ছাদাক্বা বা দান করার দিকে মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইসলাম অর্থনৈতিক জীবনে দানের মাধ্যমে সামগ্রিক কল্যাণ এবং সমাজের জন্য সহানুভূতির গুরুত্ব দেয়।

রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীনি শিক্ষার ভূমিকা:

রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীনি শিক্ষার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। একটি রাষ্ট্রের শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করতে দ্বীনি শিক্ষার অনুশীলন অপরিহার্য। রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থায় দ্বীনি শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি জনগণের চরিত্র গঠনে সহায়ক। এটি নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা এবং সৎ চরিত্র গড়ে তোলে। পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

ইসলামের মৌলিক আদর্শ হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনায় রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হলে দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু শাসনব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে না, বরং শাসক ও শাসিতদের মধ্যে একটি সুস্থ সম্পর্কও গড়ে তোলে। দ্বীনি শিক্ষা রাষ্ট্রীয় নীতিমালার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি সমাজে ইনছাফ, সমতা এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারণা প্রতিষ্ঠা করে। যেমন- কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে’ *(আন-নিসা, ৪/১৩৫)*।

দ্বীনি শিক্ষা শাসকদের নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। ইসলামে খলীফা বা শাসককে জনগণের সেবক হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তাদের কাজ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ‘তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে’।[১০]

অতএব, রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীনি শিক্ষা কেবল একটি শারঈ দায়িত্বই নয়, বরং এটি একটি সমৃদ্ধ সমাজ ও সফল রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম ভিত্তি। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলে সেখানে মানুষ সত্যিকার অর্থে শান্তি ও কল্যাণের স্বাদ পেতে পারে।

উপসংহার:

মানবজীবনে দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি মানুষকে নৈতিক ও আত্মিকভাবে উন্নত করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জনে সাহায্য করে। একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে দ্বীনি শিক্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই আমাদের উচিত, নিজেরা দ্বীনি শিক্ষার চর্চা করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই শিক্ষায় আলোকিত করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৯. ছহীহুল জামে‘, হা/৪৫১৯।

১০. ছহীহ বুখারী, হা/৮৯৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮২৯।

নতুন বছর ও আমাদের অঙ্গীকার

-মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার*

দিন যায় দিন আসে। মাস যায় মাস আসে। বছর ঘুরে নতুন বছর আসে। একটা আশা পূরণ হয়, নতুন আরেকটি আশা-আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে। প্রতীক্ষিত প্রহরের জন্য অপেক্ষা করতে করতে শেষ হয় দিনরাত্রি। এভাবে একসময় ধ্রুব সত্য মৃত্যু এসে কড়া নাড়ে জীবন নামক ঘরের দ্বারে। কী আমল করলাম এ সময়ে, একটু দেখার সুযোগ হয়েছে কি পিছন ফিরে? একটু ফুরসত হয়েছে কি রবের ডাকে সাড়া দিয়ে মসজিদ পানে ছুটে যাওয়ার? নাকি দুনিয়া নিয়ে মজে থেকেছি সারাক্ষণ? আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উপদেশস্বরূপ কতই না সুন্দর কথা বলেছেন, ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ ‘ইহকাল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে এবং পরকাল সম্মুখে এগিয়ে আসছে আর এদের প্রত্যেকেরই অনুসারী রয়েছে। তবে তোমরা পরকালের অনুসারী হও, ইহকালের গোলাম হয়ো না। কেননা আজ আমলের সময়, এখানে কোনো হিসাব নেই। কিন্তু আগামীকাল হিসাবনিকাশ হবে, সেখানে কোনো আমলের সুযোগ থাকবে না’।[১]

প্রিয় ভাই! আমাদের মাঝ থেকে চলে গেল পুরো একটি বছর। জীবন নামক বাগান থেকে হারিয়ে ফেললাম আরেকটি বসন্ত। কী করলাম এই সময়ে, একটু পিছন ফিরে দেখুন তো। ভালো আমল করতে পেরেছি তো নাকি পাপের খাতাই শুধু পূর্ণ করেছি? মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেকটি নাফস (ব্যক্তি) যেন লক্ষ্য করে যে, আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত’ *(আল-হাশর, ৫৯/১৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘একদিন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমার কাছে এসে বললেন, يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ ‘হে মুহাম্মাদ! আপনি যতদিন ইচ্ছা বেঁচে থাকুন; তবে জেনে রাখুন, আপনাকে মরতে হবে। যা ইচ্ছা আমল করুন; তবে মনে রাখুন, তার প্রতিদান আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাবেন। যার সাথে ইচ্ছা ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন; তবে জেনে রাখুন, একদিন তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে’।[২]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ ‘আপনার পূর্বেও আমি কোনো মানুষকে চিরস্থায়ী করিনি’ *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩৪)*। তিনি আরও বলেন, ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ‘আর প্রত্যেক জাতির জন্য এক নির্দিষ্ট সময় আছে। অতঃপর যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা মুহূর্তকাল দেরি করতে পারবে না এবং এগিয়েও আনতে পারবে না’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৩৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ‘পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটির পূর্বে গনীমত জেনে মূল্যায়ন করো— ১. বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, ২. অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, ৩. দরিদ্রতার পূর্বে তোমার সচ্ছলতাকে, ৪. ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে এবং ৫. মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে’।[৩]

সুধী পাঠক! একটু ভেবে দেখুন তো, কেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? কী ছিল তাঁর অভিপ্রায়?

তিনি তো আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। সকল ত্বাগূতকে বর্জন করে ইখলাছের সাথে শুধু তাঁরই দাসত্ব করার জন্য। যেমনটি কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল’ *(আল-মুলক, ৬৭/২)*।

যদি আমরা পুরো বছরটিকে আল্লাহর ইবাদতমূলক কাজে লাগিয়ে থাকি, তাহলে তো আল-হামদুলিল্লাহ আর যদি না পারি, তাহলে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ইসতিগফার করি, ক্ষমাপ্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ক্ষমা করেন,

---

* কুল্লিয়া ১ম বর্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

১. ছহীহ বুখারী, ২১/২৬৯; মিশকাত, হা/৫২১৫।

২. হাদীছটি ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন। হাদীছ হাসান। ইমাম আলবানী সিলসিলা ছহীহার মধ্যে হাসান বলেন।

৩. হাকেম, হা/৭৮৪৬; বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/১০২৪৮; ছহীহুল জামে‘, হা/১০৭৭।

ভুলত্রুটিগুলো মাফ করে দেন এবং নতুন বছরে অঙ্গীকারবদ্ধ হই এ বছরটিকে আল্লাহর ইবাদতমূলক কাজে ব্যয় করব, ইনশা-আল্লাহ।

নতুন বছরে যেমন হওয়া উচিত একজন মুসলিমের অঙ্গীকার:

(১) সর্বদায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চলা, সাধ্যানুযায়ী পুণ্যের কাজ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা। অর্থাৎ প্রকৃত মুমিন হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না’ *(আলে ইমরান, ৩/১০২)*।

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একজন বেদুঈন ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে ক্বিয়ামত কখন হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, مَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ‘তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?’ তিনি বললেন, ‘আমি এর জন্য তো অধিক ছালাত, ছওম এবং ছাদাক্বা আদায় করতে পারিনি; কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি’। তিনি বললেন, ‘তুমি যাকে ভালোবাস, তারই সাথী হবে’।[৪]

(২) আক্বীদা বিশুদ্ধ করা। কারণ—

(ক) সঠিক আক্বীদা পোষণ করা ইসলামের যাবতীয় কর্তব্যসমূহের মাঝে সবচেয়ে বড় কর্তব্য। রাসূল ﷺ বলেন, ‘আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়’।[৫]

(খ) ঈমান সাধারণভাবে সমস্ত দ্বীন ইসলামকেই অন্তর্ভুক্ত করে আর আক্বীদা দ্বীনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় তথা অন্তরের অবিমিশ্র স্বীকৃতি ও আমলে তা যথার্থ বাস্তবায়নকে নিশ্চিত করে।

(গ) আক্বীদার সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ তথা শিরক এমন ধ্বংসাত্মক যে, পাপী তওবা না করে মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

(ঘ) আক্বীদা সঠিক থাকলে কোনো পাপী ব্যক্তি জাহান্নামে গেলেও চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে না, বরং একসময় সে মুক্তি পাবে। রাসূল ﷺ বলেছেন ‘ক্বিয়ামতের দিন যখন আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে, তখন আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে তুমি জান্নাতে দাখিল করো। তারপর তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। তারপর আমি বলব, তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করাও, যার অন্তরে সামান্য ঈমানও আছে’।[৬] অর্থাৎ সঠিক আক্বীদার কারণে একজন সর্বোচ্চ পাপী ব্যক্তিও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামে অবস্থানের পর জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।

(ঙ) আক্বীদা সঠিক না থাকলে সৎ আমলকারীকেও জাহান্নামে যেতে হবে। যেমন- একজন মুনাফেক্ব বাহ্যিকভাবে ঈমান ও সৎ আমল করার পরও অন্তরে কুফরী পোষণের কারণে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। একই কারণে একজন কাফের সারাজীবন ভালো আমল করা সত্ত্বেও ক্বিয়ামতের দিন সে তার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। কেননা তার বিশ্বাস ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ।

(চ) সমকালীন মুসলিম সমাজের দিকে তাকালে আক্বীদার গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। তাদের মাঝে যেমন বহু লোক কবরপূজায় ব্যস্ত, তেমনি লিপ্ত হরহামেশা তাওহীদ পরিপন্থি ও শিরকী কার্যকলাপে। কেউবা ব্যস্ত নিত্য-নতুন ‘মাহদী’, ‘মাসীহ’ আবিষ্কারের প্রচেষ্টায়। মূর্তিপূজার স্থলে এখন আবির্ভাব হয়েছে শহীদ মিনার, স্তম্ভ, ভাস্কর্য, শিখা অনির্বাণ, প্রতিকৃতি ইত্যাদি শিরকী প্রতিমূর্তি। এগুলো সবই সঠিক আক্বীদা সম্পর্কে অজ্ঞতার দুর্ভাগ্যজনক ফল। অন্যদিকে আক্বীদায় দুর্বলতা থাকার কারণে মুসলিম পণ্ডিতদের চিন্তাধারা ও লেখনীর মাঝে শারঈ সূত্রগুলোর উপর নিজেদের জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতা এবং বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতার নামে কুফরী বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি যুক্তিবাদী ও শৈথিল্যবাদী ধ্যানধারণার জন্মও নিচ্ছে, যার স্থায়ী প্রভাব পড়ছে পাঠকদের উপর। এভাবেই আক্বীদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব আমাদের পথভ্রষ্ট করে ফেলছে প্রতিনিয়ত।

(৩) যথাসময়ে ছালাত আদায় করা। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا ‘বলো তো, যদি

৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬১৭১।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/২৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২২।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৭৫০৯।

তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে?' তারা বললেন, 'তার দেহে কোনোরূপ ময়লা বাকি থাকবে না'। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের উদাহরণ, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন'।[৭]

(৪) যাকাতের নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত আদায় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ 'তোমরা ছালাত কায়েম করো এবং যাকাত দাও' *(আল-বাক্বারা, ২/৪৩)*।

(৫) রামাযানের ছিয়াম পালন করা। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*।

(৬) আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন, সেগুলো হালাল হিসেবে গ্রহণ করা। কেননা রাসূল ﷺ বলেন, 'হে মানুষ! আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না আর আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রেরিত রাসূলদের যে হুকুম দিয়েছেন মুমিনদেরকেও সে হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র ও হালাল জিনিস আহার করো এবং ভালো কাজ করো। আমি তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৫১)*। তিনি (আল্লাহ) আরও বলেছেন, 'তোমরা যারা ঈমান এনেছ শোন! আমি তোমাদের যেসব পবিত্র জিনিস রিযিক্ব হিসেবে দিয়েছি, তা খাও' *(আল-বাক্বারা, ২/১৭২)*। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধুলো ধূসরিত রুক্ষ কেশধারী হয়ে পড়ে। অতঃপর সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং তার দেহ হারাম দ্বারা গঠিত; কাজেই এমন ব্যক্তির দু'আ কীভাবে কবুল হতে পারে?'।[৮]

(৭) আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন এমন যাবতীয় কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। হাদীছে এসেছে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে এমন কাজের নির্দেশ দিন, যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন, 'আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না, ফরয ছালাত ক্বায়েম করো, নির্ধারিত যাকাত আদায় করো এবং রামাযানের ছিয়াম পালন করো'। সে লোকটি বললেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি কখনো এর মধ্যে বৃদ্ধি করব না আর তা থেকে কমতিও করব না। লোকটি যখন চলে গেলেন, তখন নবী ﷺ বললেন, 'যদি কেউ কোনো জান্নাতী লোক দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে নেয়'।[৯]

(৮) সাধ্যানুযায়ী প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করা, যিকির-আযকার করা। কেননা রাসূল ﷺ বলেন, 'পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক অংশ, আল-হামদুলিল্লাহ মীযানের পরিমাপকে পরিপূর্ণ করে দিবে এবং সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করে দিবে। ছালাত হচ্ছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি। ছাদাক্বা হচ্ছে দলীল। ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতির্ময় আর আল-কুরআন হবে তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ। বস্তুত সকল মানুষই প্রত্যেক ভোরে নিজেকে আমলের বিনিময়ে বিক্রি করে। তার আমল দ্বারা সে নিজেকে (আল্লাহর আযাব থেকে) মুক্ত করে অথবা সে তার নিজের ধ্বংস সাধন করে'।[১০]

(৯) আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ 'আর তোমরা তোমাদের প্রভুর অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো' *(আয-যুমার, ৩৯/৫৪)*।

(১০) পাপের কাজ থেকে বিরত থাকা। কখনো শয়তানের প্ররোচনায় পাপ হয়ে গেলেও তার পরে ভালো কাজ করা এবং আল্লাহর কাছে কৃত পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা। কেননা রাসূল ﷺ বলেন, اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ 'তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, মন্দ কাজের পরপরই ভালো কাজ করো, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো'।[১১]

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে আগামী দিনগুলো ঈমান ও আমলের সাথে অতিবাহিত করার তাওফীক্ব দান করেন এবং বিগত দিনের কৃত ভুলত্রুটিগুলো তাঁর ক্ষমা ও রহমতের চাদর দিয়ে ঢেকে নেন- আমীন!

---

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৮।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩৬।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১৫।
১০. ছহীহ মুসলিম, হা/৪২২।
১১. তিরমিযী, হা/১৯৮৭।

জিহ্বাকে হেফাযতের গুরুত্ব

[১৩ জুমাদাল উলা, ১৪৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ ড. আব্দুল্লাহ ইবনু আওয়াদ আল-জুহানী*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক* ***আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, আমি তাঁর গুণগান করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর কাছে ক্ষমা চাই এবং একমাত্র তাঁর কাছেই হেদায়াত কামনা করছি। আমি তাঁর প্রতি ঈমান রাখি, তাঁর সাথে কুফরী করি না এবং যে তাঁর সাথে কুফরী করে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই আর নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর উপর ও তাঁর পরিবারের উপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন। আল্লাহ তাঁকে হেদায়াত, সত্য দ্বীন, নূর ও উপদেশসহ রাসূলগণের আগমনধারা বন্ধের প্রাক্কালে, ইলমের হ্রাস পাওয়া, মানুষের ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হওয়া, যামানার পরিসমাপ্তি এবং ক্বিয়ামত ও মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে প্রেরণ করেছিলেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করে সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয় এবং যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নাফরমানী করে সে বিপথগামী হয়, বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয় এবং দূরবর্তী পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়।

হে মানুষ সকল! আপনারা একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করে চলুন। কেননা তিনি চোখের ধোঁকা ও অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনারা আল্লাহর সম্মানিত কিতাবের মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি ও ভীতিপ্রদর্শন রয়েছে তা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করুন আর কোনোভাবেই দুনিয়ার জীবন যেন আপনাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং আল্লাহর ব্যাপারে বড় প্রতারক (শয়তান) যেন আপনাদেরকে প্রতারিত না করে। আপনারা আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করুন। তিনি আপনাদেরকে অতীতের মন্দ আমলের সংশোধনের সুযোগ করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য; অতএব, দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে আর বড় প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারিত না করে' *(ফাত্বির, ৩৫/৫)*।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ বাগ্মী, কথাবার্তায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্টভাষী, তাদের মধ্যে সুমিষ্ট ভাষার অধিকারী, কথাবার্তায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ও উন্নত উচ্চারণভঙ্গির অধিকারী, তর্কের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ, বক্তৃতায় তাদের মধ্যে অধিক দক্ষ এবং তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে হক্কের উপর অধিক প্রতিষ্ঠিত। তিনি ইলাহী মদদপুষ্ট, আত্মনিবেদিত, প্রভুভক্ত এবং তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবধানের মধ্যে ছিলেন। তিনি অশ্লীলভাষী ছিলেন না আর অভিশাপকারী বা নিন্দাকারীও ছিলেন না।

অতএব, জিহ্বা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে একটি অঙ্গ, আল্লাহ এর অনিষ্টতা থেকে আপনাদেরকে হেফাযত করুন। এটি বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহের একটি, এর মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

জিহ্বা চিন্তা ও হৃদয়ের দোভাষী এবং এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার নফসের অন্তর্নিহিত কথা প্রকাশ করে থাকে। এর মাধ্যমে মানুষের হৃদয় ও বিবেকের ভালো অথবা মন্দ, ঈমান অথবা কুফরী ইত্যাদি বাহ্যিক বিষয় প্রকাশ পেয়ে থাকে। আমরা অবশ্যই জিহ্বাকে মন্দ ও খারাবি থেকে বিরত রাখতে আদিষ্ট হয়েছি।

নিশ্চয় জিহ্বাকে সংযত রাখা ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সকল কল্যাণের মূল আর যে ব্যক্তি তার জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে, সে মূলত সকল বিষয়ের মালিকানা পায়।

আর যখন বিবেক আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে এমন কাজের মধ্যে যবানকে ব্যবহার না করে, তখন তা ব্যক্তির জন্য ক্বিয়ামতের দিন বিপদ ও পরিতাপের কারণ হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যেদিন তাদের জিহ্বাগুলো, তাদের হাতগুলো ও তাদের পাগুলো তারা যা করত, সে ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে' *(আন-নূর, ২৪/২৪)*।

সবচেয়ে উত্তম, মূল্যবান ও উপকারী উপদেশ হলো, যা আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীছে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘মানুষ সকালে ঘুম হতে উঠার সময় তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিনীতভাবে জিহ্বাকে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। আমরা তো তোমার সাথে সম্পৃক্ত। তুমি যদি সোজা পথে দৃঢ় থাক, তাহলে আমরাও দৃঢ় থাকতে পারি আর তুমি যদি বাঁকা পথে যাও, তাহলে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য’।[১]

বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয় একদা আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিনিধি আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখলেন যে, তিনি স্বীয় হাত দ্বারা জিহ্বাকে টেনে ধরে রেখেছেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর খলীফা! আপনি এটা কী করছেন? তিনি বললেন, এই জিহ্বাই তো আমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (ক্বিয়ামতের মাঠে) জিহ্বার খারাবির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে’।[২]

আপনারা জেনে রাখুন (আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন)! নিশ্চয় প্রতিটি মানুষের উচিত তার জিহ্বাকে অকল্যাণকর বিষয় থেকে হেফাযত করা আর যখন কল্যাণের দিক দিয়ে কথা বলা ও না বলা উভয় সমান বলে মনে হবে, তখন কথা বলা থেকে বিরত থাকাই সুন্নাহসম্মত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে’।[৩] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, ‘কোনো ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অনর্থক আচরণ ত্যাগ করা’।[৪]

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো একজন মানুষের পক্ষে হারাম ভক্ষণ করা, যুলমে পতিত হওয়া, যেনায় লিপ্ত হওয়া, চুরিতে লিপ্ত হওয়া, মদ্যপান করা, নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ইত্যাদি থেকে সতর্ক ও হেফাযতে থাকা সহজ হলেও কথা বলার (বিপদ) থেকে বেঁচে থাকা কঠিন। একারণে আপনি একজন দ্বীনদার, দুনিয়াবিমুখ ও ইবাদতগুজার ব্যক্তিকেও দেখবেন যে, সে আল্লাহর অসন্তোষমূলক কথা বলতে কোনো পরোয়া করছে না। সে কখনো শুধু একটি কথার দ্বারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে নিশ্চিত করছে, যাতে নিক্ষিপ্ত হওয়া তার জন্য পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তের দূরত্বের ন্যায় অসম্ভব ছিল। আপনি এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখবেন, যে অনৈতিকতা এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকে; কিন্তু তার জিহ্বা জীবিত এবং মৃতদের নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে কোনো তোয়াক্কা করে না।

হে মুসলিমগণ! নিশ্চয় জিহ্বার সবচেয়ে বড় বিপদ হলো বিনা ইলমে আল্লাহর ব্যাপারে কিছু বলা। এরপর বড় বিপদ হলো মিথ্যা বলা, গীবত করা, চোগলখুরি করা, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ও সতীসাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা ইত্যাদি।

অতঃপর শরীরের এই ছোট্ট অঙ্গের পদস্খলন কখনো কখনো মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই বিবেকের জিহ্বার দ্বারা মুসলিমদের সম্মান নষ্ট হওয়া, তাদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা করা, তাদের নিন্দা করা, অন্যায়ভাবে কারো দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। এছাড়া বিবেকের জন্য আরো আবশ্যক হলো জিহ্বাকে বাক-বিতণ্ডায় না জড়ানোর ব্যাপারে অভ্যস্ত করা। এভাবে একসময় সে এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তার কাছে বিষয়গুলো সোজা মনে হবে এবং তার জন্য জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। এভাবে এতে করে সে জিহ্বার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। এমনকি একজন বান্দার জন্য নীরবতাকে বেছে নেওয়াই সর্বোত্তম নির্বাচন।

অতএব, আল্লাহ এমন একজনের প্রতি রহম করুন যে তার জিহ্বাকে অসার কথাবার্তা থেকে, তার চোখের পাতাকে হারাম জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে এবং তার কানকে নিষিদ্ধ বিনোদন শ্রবণ থেকে হেফাযত করেছে। যে তার প্রতিটি মুহূর্তকে আনুগত্যে এবং তার সময়গুলোকে ভালো আমল লিপিবদ্ধ করার দ্বারা পরিপূর্ণ করেছে। আর যে অস্তিত্ব বিলীন হওয়া, সুস্থতা থেকে অসুস্থ হওয়া, হাড়গুলো বিলীন হয়ে যাওয়া এবং জীবন থেকে মৃত্যুর মাধ্যমে কবরের বারযাখী জীবনে পদার্পণের পূর্বেই অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য নিজেকে অনুতাপের তওবা দ্বারা সংশোধন করে নিয়েছে। যে কবরের বারযাখী জীবন পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টির প্রবেশ করা থেকে শুরু করে শেষ সৃষ্টির প্রবেশ করা অবধি চলতেই থাকবে। অতঃপর সে সময় পৃথিবী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠবে,

১. তিরমিযী, হা/২৪০৭, হাসান।
২. মুসনাদে বাযযার, হা/৮৪; আবূ ইয়া‘লা, হা/৫; সিলসিলা ছহীহা, হা/৫৩৫, হাদীছ ছহীহ।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬০১৯।
৪. তিরমিযী, হা/২৩১৭, হাদীছ ছহীহ।

পৃথিবী তার বোঝা বের করে দিবে, প্রাণিকুল তাদের কৃতকর্মের জন্য পুরস্কৃত হবে এবং তাদের উপার্জন ও কাজের জন্য প্রতিদান দেওয়া হবে।

তাই সে বান্দার জন্য সুসংবাদ, যে উত্তম বলার মাধ্যমে সাফল্য লাভ করেছে অথবা মন্দ থেকে চুপ থাকার মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর আমি তার গলার ধমনি হতেও অধিক কাছে। যখন ডানে ও বামে বসা দুজন লিপিবদ্ধকারী পরস্পর গ্রহণ করবে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে' *(ক্বাফ, ৫০/১৬-১৮)*।

نفعني الله وإيَّاكم بهدي كتابه المبين، وبهدي سيد المرسلين، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين...

দ্বিতীয় খুৎবা

একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য অনাদি অনন্তকালের জন্য চিরন্তন প্রশংসা আর তাঁর জন্য এমন অফুরন্ত গুণকীর্তন, যা তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কখনোই শেষ হবে না। তাঁর জন্য এমন চিরন্তন প্রশংসা, যার দ্বারা প্রশংসাকারী আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভকারী হয় আর চোখের প্রতিটি পলক ও নফসের নিঃশ্বাসের সাথে আল্লাহর অবিরত প্রশংসা।

আর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এবং তাঁর পরিবার, ছাহাবী এবং যারা তাঁর দেখানো হেদায়াতের উপর চলবে ও তাঁর দেখানো পথে মানুষকে আহ্বান করবে, তাদের উপর শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক।

অতঃপর, হে লোকসকল! আপনারা প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করে চলুন। আর জেনে রাখুন! একজন মুসলিমের অনর্থক, অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা তার সুন্দর ইসলাম ও পরিপূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক। তার জন্য জরুরী হলো সে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল পাপ ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকবে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা জেনে রাখুন, অবশ্যই আপনাদেরকে আপনাদের কৃত আমলের জন্য পুরস্কৃত করা হবে এবং আপনার কথা ও আমলের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আর বান্দার আমলের হিসাব গ্রহণ ও তাদের প্রতিদান দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহই উত্তম হিসাবগ্রহণকারী। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে তা সে দেখবে আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখবে' *(আয-যিলযাল, ৯৯/৭-৮)*।

হে আল্লাহ! ইসলাম এবং মুসলিমদের শক্তিশালী করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সর্বোত্তম চরিত্রের, আমলের ও কথার পথ নির্দেশ করুন। আপনি ব্যতীত আর কেউ সর্বোত্তম পথে পরিচালিত করতে পারে না। আমাদের থেকে খারাবি দূর করে দিন, একমাত্র আপনিই আমাদের থেকে খারাবি দূর করতে পারেন আর আমাদের থেকে মন্দ ও অশ্লীলতাকে দূরে সরিয়ে দিন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে এই দুনিয়া ও আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস, ক্ষমা ও স্থায়ী সুস্থতা কামনা করছি। হে আল্লাহ! ফিলিস্তীনসহ পৃথিবীর সর্বত্র অবস্থানরত নিপীড়িত মুসলিমদের রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! দখলদার ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে আপনি কঠোর হোন। হে আল্লাহ! তাদের উপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর সময়ের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। হে আল্লাহ! তাদের বিভক্ত করে দিন, তাদের সমূলে ধ্বংস করুন, তাদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিন এবং সর্বোপরি আপনার অসীম শক্তি দিয়ে তাদের পরাজিত করুন, যা যালেম সম্প্রদায় থেকে কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না।

হে আল্লাহ! আমাদের থেকে, সমস্ত মুসলিম দেশ থেকে মহামারি, সূদ, ব্যভিচার, ভূমিকম্প, বিপদাপদ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফেতনার অনিষ্ট দূর করে দিন। হে আল্লাহ! দুশ্চিন্তাগ্রস্তদের দুশ্চিন্তা দূর করে দিন, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করার তাওফীক্ব দিন এবং অসুস্থ মুসলিমদের সুস্থ করে দিন।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ ইনছাফ, সদাচার ও নিকটাত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি আশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর' *(আন-নাহল, ১৬/৯০)*। আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের জিহ্বা তথা আমাদের কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

বাহ্যিক আমলের পূর্বেই অন্তরের আমল

-এ. এইচ. হাসান*

সমস্ত গুণকীর্তন মহান রবের জন্য। দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর। আমাদের সকল ইবাদত একমাত্র মহামহিম আল্লাহর জন্য ও রাসূল ﷺ-এর অনুসরণে নিবেদিত।

মানুষ যেসব আমল করে, তা দুই প্রকার— ১. অন্তরের আমল এবং ২. বাহ্যিক আমল। অন্তরের আমল হলো— ভালোবাসা, ভয় করা, আশা করা, ভরসা করা ইত্যাদি। আর বাহ্যিক আমল হলো— ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আদায় করা। বাহ্যিক আমলের চেয়ে অন্তরের আমলের গুরুত্ব অধিক। অন্তরের সকল আমলের মূল হলো এই তিনটি। তথা— ১. الحب বা ভালোবাসা, ২. الخوف বা ভয় করা এবং ৩. الرجاء বা আশা-আকাঙ্ক্ষা করা। কারো মাঝে যদি অন্তরের আমল না থাকে, তাহলে তার বাহ্যিক আমল কোনো কাজে আসবে না। তাই বাহ্যিক আমলের চেয়ে অন্তরের আমল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর অন্তরের যত আমল আছে, তার মূল হলো এই তিনটি আমল।

একজন মুমিন সর্বদা নিজেকে প্রশ্ন করবে, তার মাঝে কি এই তিনটি গুণ আছে? সে কি আল্লাহকে ভালোবাসে? তার কাছে কী প্রমাণ আছে, যার দ্বারা বুঝা যায় যে সে আল্লাহকে ভালোবাসে? তেমনি দ্বিতীয় গুণ الخوف বা ভয় করা। সে নিজেকে প্রশ্ন করবে, সে কি আল্লাহকে ভয় করে? তার কাছে এমন কী প্রমাণ আছে যে, সে আল্লাহকে ভয় করে? তেমনি তৃতীয় গুণ হলো الرجاء বা আল্লাহর কাছে আশা করা। সে নিজেকে প্রশ্ন করবে, সে কি আল্লাহর কাছে আশা করে? তার কাছে এমন কী প্রমাণ আছে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, সে আল্লাহর কাছে আশা করে?

সে এই তিনটিকে একটি পাখির সাথে তুলনা করবে। الحب হলো পাখির মাথা, الخوف হলো পাখির ডান পাশের ডানা আর الرجاء হলো পাখির বাম পাশের ডানা। এখন দেখুন, যদি الحب না থাকে অর্থাৎ পাখির মাথা কেটে ফেলা হয়, তাহলে সে আর বাঁচবে না। الخوف বা তার ডান পাশের ডানা যদি না থাকে, তবে সে উড়তে পারবে না, পড়ে যাবে। তাই পাখিটিকে উড়তে হলে, রবের পানে ছুটতে হলে তার তিনটিই থাকতে হবে। যার থেকে একটি ছুটে গেলে সে আর উড়তে পারবে না।

আপনি কীভাবে বুঝবেন আপনার মাঝে আল্লাহর ভালোবাসা আছে? যখন দেখবেন রাসূল ﷺ-এর আদেশ পালন করছেন, রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করছেন, তখন বুঝতে পারবেন আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ ‘হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তবে আমার আনুগত্য করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন’ *(আলে ইমরান, ৩/৩১)*।

তাই যেকোনো ইবাদত কিংবা আমল করার পূর্বে ভাববেন, এটা কি রাসূল ﷺ-এর অনুসরণে করছেন? যদি রাসূল ﷺ আমলটি করার আদেশ দিয়ে থাকেন বা তিনি নিজে করে থাকেন, তবে তা রাসূল ﷺ-এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী করবেন। আর রাসূল ﷺ যদি আদেশ না করে থাকেন বা কাজটি থেকে নিষেধ করে থাকেন, তবে সেই কাজটি থেকে বিরত থাকবেন। এটাই হলো ভালোবাসার প্রমাণ।

তেমনি দ্বিতীয় হলো الخوف বা ভয় করা। যখন দেখবেন বড় পাপ তো বটেই, ছোট পাপগুলোতে জড়াতেও বিবেকে বাধা দিচ্ছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকছেন; আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো কাজ করতে গেলেই পরকালের কঠিন শাস্তির চিন্তা মাথায় ভেসে উঠছে, তখন বুঝবেন আপনার মাঝে আল্লাহর ভয় আছে।

তৃতীয় বিষয় হলো الرجاء বা আশা করা। যখন দেখবেন চিরস্থায়ী সুখের আশায় ক্ষণিকের এই দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে হচ্ছে, মহান রবের সান্নিধ্য লাভের আশায় ফরয ও নফল ইবাদতগুলোতে তৃপ্তি অনুভব করছেন, তখন বুঝতে পারবেন যে আপনি আল্লাহর কাছে আশা করেন।

আপনি যত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করবেন, আল্লাহর প্রতি আপনার ভালোবাসা তত বাড়বে। পক্ষান্তরে আপনি যতটা আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত থাকবেন, দূরে থাকবেন, আল্লাহর প্রতি তত আপনার ভালোবাসা কমবে। তেমনি আপনি যতটুকু পাপ কাজ করবেন, আপনার থেকে ততটুকু আল্লাহর ভয় কমবে আর যত বেশি পাপ কাজ থেকে দূরে থাকবেন তত আল্লাহর প্রতি ভয় বাড়বে। আর আপনি যত বেশি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আদেশ বাস্তবায়ন করবেন বা রাসূল ﷺ যে কাজ যেভাবে করেছেন সেই কাজ সেভাবে করবেন, আল্লাহর কাছে আপনার আশা (জান্নাত) ও আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা তত বাড়বে। আর যত দূরে থাকবেন তত কমতে থাকবে।

অতএব, হে মুসলিম ভাই! আপনি প্রতিটি ক্ষণেই, প্রতিটি মুহূর্তেই নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনার মাঝে এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ আছে কি-না? আল্লাহর ভালোবাসা, ভয় ও আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে কি-না? থাকলে এই তিনটিকে মজবুত করতে সচেষ্ট হোন আর না থাকলে সেগুলো অর্জন করার প্রতি ধাবিত হোন। আপনার ইবাদতের মাঝে এই তিনটি বিষয় থাকা আবশ্যক। আল্লাহর কাছে কামনা করছি, তিনি আমাদেরকে এই তিনটি গুণে গুণান্বিত হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

* অধ্যয়নরত, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

ইসকনের স্পর্ধা এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদী আস্ফালন

-মো. হাসিম আলী*

ইসকন এর পরিচয়:

ISKON এর পূর্ণরূপ হলো— Internatinal Society For Krishna Consciousness। বাংলায় বলা হয়— আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ চেতনা সংঘ। ইসকন সাধারণভাবে 'হরে কৃষ্ণ আন্দোলন' নামে পরিচিত। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে ১৯৬৬ সালের জুলাইয়ে সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়। সংগঠনটির লক্ষ্য ছিল বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণ চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে অবস্থিত ইসকনের প্রধান কার্যালয় আজকের দিনে এর বিস্তৃত আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের কেন্দ্রস্থল, যেখানে প্রায় এক মিলিয়ন অনুসারীর একটি বৃহৎ সংগঠন গড়ে উঠেছে।[১]

ইসকনের কার্যক্রম:

ইসকন হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন। এটি মূলত বৈষ্ণব ধর্মের একটি অংশ। কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে তাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কার্যক্রম যেমন সংকীর্তন, পূজা ও ধর্মীয় আলোচনা পরিচালিত হয়। ধ্যান ও বৈদিক শিক্ষার প্রচারেও গুরুত্ব দেয় সংগঠনটি। ইসকন প্রাথমিকভাবে ভক্তি যোগ প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ইসকন তার কার্য-পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। ইসকনের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মন্দির নির্মাণ, মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ, ধর্মীয় উপদেশ প্রদান, শ্রীমদ্ভাগবতগীতা প্রচার, ভক্তি কার্যক্রম, অভাবীদের বিনামূল্যে নিরামিষ খাবার বিতরণ, যোগব্যায়াম এবং জীবনযাত্রার ওপর শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ও দাতব্য সংস্থা পরিচালনা। ইসকনের মন্দিরগুলো এক ধরনের কমিউনিটি সেন্টার হিসেবেও কাজ করে। এছাড়াও, ইসকন বেশ কয়েকটি স্কুল, খামার ও আধ্যাত্মিক আশ্রম পরিচালনা করে, যা তাদের অনুসারীদের মধ্যে কৃষ্ণ চেতনা জাগ্রত করতে সহায়ক।

বাংলাদেশে ইসকনের অস্তিত্ব:

সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে ইসকনের কার্যক্রম শুরু হয়। সংগঠনটির প্রথম কেন্দ্রগুলোর অন্যতম হচ্ছে রাজধানী ঢাকার স্বামীবাগ মন্দির। ইসকনের বাংলাদেশ শাখা তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। যেমন- ধর্মপ্রচার, মন্দির পরিচালনা এবং বার্ষিক রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন। ইসকন এনজিও ব্যুরোতে নিবন্ধিত একটি সংগঠন। বাংলাদেশে সংগঠনটি ব্যাপকভাবে সক্রিয়।[২]

ইসকন নিয়ে যত বিতর্ক:

ইসকন একটি ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম চালালেও সংগঠনটির বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। বিভিন্ন সময়ে নানা কাজের মাধ্যমে অসংখ্য বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ইসকন। তার বিরুদ্ধে মোটাদাগে যেসব অভিযোগ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো— হিন্দু ধর্মের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া, হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থের মনগড়া অনুবাদ করা, ব্রেনওয়াশিং বা মানসিক প্রভাব তৈরি করার অভিযোগ ছাড়াও অভ্যন্তরীণ সমস্যা সৃষ্টি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, শিশু বলাৎকার, জোরপূর্বক মন্দির দখল, নিরামিষ ভোজনে বাধ্যকরণ, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নকরণ, জঙ্গি প্রশিক্ষণ, অস্ত্র প্রশিক্ষণ, সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা, উগ্র হিন্দুত্ববাদের চর্চা, সাম্প্রদায়িকতায় উসকানি দেওয়া, উগ্রতা ও সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো, বিরুদ্ধবাদী বা সমালোচকদের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ববিরোধী ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। এসব অভিযোগ সংগঠনটির বিরুদ্ধে একটি জটিল এবং প্রায়শই বিতর্কিত জনমত তৈরি করছে। যদিও এসব অভিযোগ ইসকন বরাবরই অস্বীকার করে চলছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ইসকনের বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতা:

ইসকন একটি আধ্যাত্মিক সংগঠন হলেও বর্তমানে তা উগ্রবাদী ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। তারা আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক বিষয়ে অংশ নিচ্ছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নগ্ন হস্তক্ষেপ করছে। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, ইসকন ভারতীয় হাইকমিশন থেকে আর্থিক সহায়তা পায়, যা

* সহকারী শিক্ষক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া।

১. দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ নভেম্বর, ২০২৪।

২. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৮ নভেম্বর, ২০২৪।

দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতিতে প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। সমালোচকদের মতে, ইসকন বাংলাদেশবিরোধী ভারতীয় অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বায়বীয়, বানোয়াট, কাল্পনিক ও অলিক চিত্র তুলে ধরছে। উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করা, ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে দেশটির উপর চাপ সৃষ্টি করা, বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে নেতিবাচক হিসেবে উপস্থাপন করা, বাংলাদেশের বাণিজ্য, পর্যটন, কূটনৈতিক সম্পর্কের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করা, বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোকে অস্থিতিশীল করে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৃদ্ধি করা, সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দেওয়া। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমালোচকদের প্রতিটি অভিযোগই প্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

ইসকন এবং মতলববাজ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর মিথ্যাচার, ষড়যন্ত্র এবং স্পর্ধা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য নিচের ঘটনাগুলোই যথেষ্ট—

(১) প্রিয়া সাহার দেশবিরোধী অপপ্রচার: ২০১৯ সালে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং বেসরকারি সংস্থা 'শারি'-এর নির্বাহী পরিচালক পিরোজপুরের মেয়ে প্রিয়া সাহা আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বাংলাদেশে থেকে ৩৭ মিলিয়ন হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান নিখোঁজ হওয়ার এবং মুসলিম মৌলবাদী কর্তৃক হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে হামলা এবং তাদের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ করেছিল, যা বাংলাদেশের সকল মিডিয়ায় ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছিল।[৩]

(২) পিযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিভিন্ন পত্রিকায় জঙ্গিবাদের নির্দেশক ছাপানো: 'সন্দেহভাজন জঙ্গি সদস্য শনাক্তকরণের (রেডিক্যাল ইন্ডিকেটর) নিয়ামকসমূহ' শিরোনামে ১২ মে, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশের প্রথম সারির সকল পত্রিকায় 'সম্প্রীতি বাংলাদেশ'-এর আহ্বায়ক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপনটিতে দাড়ি রাখা ও টাখনুর উপর কাপড় পরাসহ ইসলামী বেশ কিছু বিশ্বাস ও আচরণকে জঙ্গিবাদের নির্দেশক হিসেবে প্রচার করা হয়। দৈনিক সমকাল বিজ্ঞাপনটি প্রথম পাতায় এবং দৈনিক জনকণ্ঠ এবং দৈনিক কালের কণ্ঠসহ বেশ কয়েকটি পত্রিকা শেষ পাতায় বিরাট আকারে বিজ্ঞাপনটি ছেপেছিল। এহেন জঘন্য অপকর্ম ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাওহীদবাদী ধর্মপ্রাণ মুসলিম সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়লে পত্রিকায় প্রকাশের চার দিন পর পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় তা অস্বীকার করেন। ইসকন এবং হিন্দুদের সহযোগী দালাল পত্রিকাগুলোও বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায়।

(৩) ওমর ফারুক ত্রিপুরাকে মসজিদের সামনে হত্যা করা: বান্দরবানের রোয়াংছড়িতে ১৮ জুন, ২০২০ শুক্রবার রাত আটটার দিকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠিত মসজিদের সামনে নওমুসলিম ওমর ফারুক ত্রিপুরাকে গুলি করে হত্যা করে উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীরা। ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন। ঘটনাটি সকল প্রথম শ্রেণির দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল। ঘটনাটির সাথে ইসকনের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে সন্দেহ করে সচেতন মহল।

(৪) মুসলিম শিক্ষার্থীদের খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' বলানো: রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ইসকন ১১ জুলাই, ২০১৯ থেকে 'ফুড ফর লাইফ' কর্মসূচির আড়ালে চট্টগ্রামের প্রায় ৩০টি স্কুলে প্রসাদ বিতরণ করে। ইসকন কর্মীদের শেখানো মতে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' মন্ত্র পাঠ করে প্রসাদ গ্রহণ করে। মুসলিমসহ বিভিন্ন ধর্মের অনেক শিক্ষার্থী মন্ত্র পাঠ করে প্রসাদ গ্রহণ করে। আবার কিছু শিক্ষার্থী প্রসাদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হিন্দু ধর্মের মন্ত্র পাঠে উৎসাহিত করার বিরুদ্ধে সচেতন মুসলিম সমাজ বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল, যা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪]

(৫) ফরিদপুরে দুই মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা: ২০২৪ সালে ভারতে লোকসভা নির্বাচনের সময় বাংলাদেশে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে ফায়দা লুটার উদ্দেশ্যে মন্দিরে আগুন দেওয়ার সন্দেহে ১৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে ফরিদপুরের পঞ্চপল্লী গ্রামে দুই মুসলিম নির্মাণ শ্রমিক আশরাফুল এবং আসাদুলকে পিটিয়ে হত্যা করে উগ্রবাদী হিন্দুরা, যা বাংলাদেশের সমস্ত মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৫]

৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ জুলাই, ২০১৯; দৈনিক যুগান্তর, ২০ জুলাই, ২০১৯; দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২০ জুলাই, ২০১৯।

৪. দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ নভেম্বর, ২০২৪।

৫. দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল, ২০২৪।

(৬) বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ওপর ইসকনের পতাকা টাঙানো: ২৫ অক্টোবর, ২০২৪ লালদীঘি মাঠে সনাতন জাগরণ মঞ্চের সমাবেশের দিন চট্টগ্রাম নগরীর নিউমার্কেট চত্বরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার উপর ইসকনের গেরুয়া রঙের পতাকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়।[৬]

(৭) চট্টগ্রামে সরকারি আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে কুপিয়ে এবং জবাই করে হত্যা: ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ সোমবার বিকেল ৫টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ডিবি পুলিশ ইসকন সংগঠন (বহিষ্কৃত) চিন্ময় দাসকে রাষ্ট্রদ্রোহের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সনাতন জাগরণ মঞ্চ এবং সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোটের নতুন প্ল্যাটফর্ম 'বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট'-এর মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করা হয়।[৭] তার গ্রেফতারের পর হিংস্র দানবের মতো ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে ইসকন অনুসারী এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের উগ্রবাদী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি। তারা বিভিন্ন রকমের আল্টিমেটাম দেয় তাকে ছেড়ে দিতে। ২৬ নভেম্বর তাকে আদালতে তোলা হলে আদালত প্রাঙ্গণে হট্টগোল করে তার অনুসারী উগ্র হিন্দুরা। এক পর্যায়ে তারা আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং প্রাণঘাতী অস্ত্র দিয়ে পুলিশের উপর হামলা চালায়। এসময় উগ্রবাদী হিন্দুরা চিন্ময়কে বহনকারী প্রিজন ভ্যান দুপুর ১২টা থেকে ২টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত আটকে রাখে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ সময় ইসকনের অনুসারীরা সন্ত্রাসী কায়দায় পুলিশ, সেনাবাহিনী ও সাংবাদিকদের অন্তত ২০টি গাড়ি ভাঙচুর করে। আদালত প্রাঙ্গণের মসজিদে মসজিদ এবং আদালতের আশেপাশের দোকানপাটে ভাঙচুর চালায়। এর প্রতিবাদ করলে আইনজীবীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় চিন্ময়ের অনুসারী সন্ত্রাসীরা। ঘটনার এক পর্যায়ে তারা সরকারি আইনজীবী (এপিপি) মো. সাইফুল ইসলাম আলিফকে তুলে নিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করে।[৮]

(৮) আইনজীবী আলিফের হত্যা বিষয়ে সাংবাদিক রুমা পালের নির্লজ্জ মিথ্যাচার: প্রকাশ্যে দিবালোকে সরকারি আইনজীবী আলিফকে কুপিয়ে এবং জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ন্যূনতম শোক প্রকাশ তো দূরে থাক, তারা দেশী-বিদেশী বিভিন্ন মিডিয়া জঘন্যতম মিথ্যাচার করে যাচ্ছে। নিহত সাইফুল ইসলাম আলিফকে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী হিসেবে উল্লেখ করে অপপ্রচার চালাচ্ছে ভারতীয় কিছু গণমাধ্যম।[৯] আইনজীবী আলিফ নিহতের পর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম রয়টার্স এবং ভয়েস অব আমেরিকাতেও মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে।

এভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের উগ্রবাদী আস্ফালন চলতে থাকলে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিলীন হয়ে যাবে। রক্তের সাগরে ভাসবে পবিত্র জন্মভূমি। কারণ দেশের ৯৩ ভাগ মুসলিমরাও তো রক্ত-মাংসেরই মানুষ। হয়তো একসময় মুসলিমদেরও উদারতার সাগরে ভাটা পড়বে, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে। দেশ, জাতি এবং উম্মাহর স্বার্থে একান্ত বাধ্য হয়েই ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়বে। যার পরিণাম কোনো পক্ষের জন্যই শুভকর হবে না।

বাংলাদেশে হিন্দুদের মর্যাদা ও অবস্থান:

বাংলাদেশ উদার এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সহাবস্থানের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। এদেশের মানুষ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও বিপদে-আপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়ায়। এদেশের প্রায় ৯০.৪% মানুষ মুসলিম হলেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সবসময় সমান সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা মুসলিমদের চেয়ে বহুগুণ বেশি। ২০১১ সালের তথ্য মোতাবেক ভারতে মুসলিমের সংখ্যা ছিল ১৪.২%। বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ২২% এ উন্নীত হয়েছে। অথচ ভারতে মুসলিমরা সরকারি চাকরি পান মাত্র ১% বা তারও নিচে। বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮.৫%। অথচ বাংলাদেশের সরকারি চাকরিতে হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় ৩৫-৪০%।

বাংলাদেশের দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদে হিন্দু এমপির সংখ্যা ছিল ১৮ জন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদে ১৪ হিন্দু নির্বাচিত হয়েছিল।[১০] ভারতে বর্তমান লোকসভার সদস্য ৫৪৫ জন। এর মধ্যে নির্বাচিত সদস্য ৫৪৩ জন। ভারতের

৬. দৈনিক মানবজমিন, ২ নভেম্বর, ২০২৪।
৭. কতোয়ালি থানায় মামলা নং ৫২, তারিখ- ৩১-১০-২০২৪।
৮. দৈনিক দেশ রূপান্তর, ২ ডিসেম্বর, ২০২৪।
৯. দৈনিক করতোয়া, ২৮ নভেম্বর, ২০২৪।
১০. দৈনিক প্রথম আলো, ৯ জানুয়ারি, ২০২৪।

লোকসভা নির্বাচনে এবার ২৪ জন মুসলিম এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১৯ সালে সংখ্যাটি ছিল ২৬। এবার পুরো ভারতে মাত্র ৭৮ জন মুসলিম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, যা গতবার ছিল ১১৫ জন।[১১]

তাছাড়া বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন আছে হিন্দুরা, যা ভারতের ক্ষেত্রে কোনোদিনই চিন্তা করা যায় না।

বাংলাদেশে বহু স্থানে মসজিদ এবং মন্দির পাশাপাশি আছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হাটহাজারী মাদরাসা। এ মাদরাসাটির পাশেই আছে মন্দির। মসজিদ কিংবা মাদরাসা এবং মন্দির পাশাপাশি থাকলেও কোনো দিন মুসলিম এবং হিন্দুদের মাঝে টুঁ শব্দ পর্যন্ত হয়নি। বাংলাদেশের হিন্দুরা যত নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম করতে পারে খোদ ভারতেও তা সম্ভব কিনা বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ। ফলে নিশ্চিত করে বলা যায়, বাংলাদেশে হিন্দুরা জামাই আদরেই আছেন। ভারতে প্রতিদিন যেভাবে মুসলিমদেরকে নিগৃহীত করা হয়, মুসলিমদের মসজিদ, মাদরাসা, দোকানপাট, বাড়িঘরে তাণ্ডব চালানো হয়, তার ১ লক্ষ ভাগের এক ভাগও বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হয় না। বাংলাদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়ার পরও তারা সংখ্যাগুরু মুসলিমদের উপর যে পরিমাণ অত্যাচার-নির্যাতন আওয়ামী শাসনামলে চালিয়েছে, তার ১ হাজার ভাগের এক ভাগ নির্যাতনের শিকারও তারা হননি। বরং বলা যায়, ভারতে হিন্দুরা যতটুকু নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করে, বাংলাদেশে তার চেয়ে বেশি নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করে। এটা সম্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে বাংলাদেশের মুসলিমদের উদারতা এবং তাদের ধর্মীয় শিক্ষার কারণে।

যেসময় ভারত, আওয়ামী লীগ, ইসকন এবং তাদের অনুসারীরা একজোট হয়ে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ধুয়া তুলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর পাঁয়তারা করছে ঠিক সেই সময়েই ভয়েস অব আমেরিকা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করেছে। জরিপে দেখা যায়, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে বেশি নিরাপত্তা দিতে পারছে বলে মনে করেছেন বাংলাদেশের ৬৪ শতাংশ মানুষ। মাত্র ১৫.৩ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, বর্তমান সরকার সংখ্যালঘুদের জন্য আগের চেয়ে খারাপ নিরাপত্তা দিচ্ছে। ১৭.৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, পরিস্থিতি আগের মতোই আছে।[১২]

বাংলাদেশের প্রতি ভারতে অযাচিত নগ্ন হস্তক্ষেপ:

স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার পতন ও পরাজয়কে ভারত নিজের পতন এবং পরাজয় বলে মনে করেছে। সে কারণে বাংলাদেশের হিন্দুদের বিশেষ করে ইসকনের মতো উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনকে উসকানি দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর মহাপরিকল্পনা আটছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথমে তারা বেছে নিয়েছে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের মতো কাল্পনিক ও বায়বীয় কাহিনীকে। লক্ষ লক্ষ ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করে লক্ষ লক্ষ ভুয়া আইডির মাধ্যমে তারা সেগুলোকে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ছেড়েছে। এখানেই শেষ নয় প্রতিবেশী দেশ হিসেবে যত ধরনের প্রতিহিংসা ও জিঘাংসা বাস্তবায়ন করা যায় তার সবকটিই করেছে ভারত সরকার। বাংলাদেশে একটি সরকার পরিবর্তনে ভারতের আফসোস এবং ছটফটানি দেখে মনে হচ্ছে ভারত তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে।

উগ্রবাদী এবং সাম্প্রদায়িক ইসকন নিষিদ্ধ করতে বিভিন্ন সংগঠনের দাবি:

বিভিন্ন বিতর্কিত কার্যক্রমের কারণে ইসকন একটি উগ্রবাদী, সাম্প্রদায়িক, সন্ত্রাসী ও জঙ্গি সংগঠন হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। ফলে সঙ্গত কারণে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়, ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ, সর্বোপরি আপামর জনসাধারণ উগ্রবাদী, সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসী সংগঠনটিকে নিষিদ্ধের দাবি জানাচ্ছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রপক্ষের এপিপি অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যাকাণ্ডের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী এবং ছাত্রসংগঠন উগ্র হিন্দুত্ববাদী এ সংগঠনটিকে নিষিদ্ধের জোর দাবি জানাচ্ছে। ইসকন নিষিদ্ধের দাবিতে বাংলাদেশের সমস্ত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উত্তাল হয়ে উঠেছে।

সময়ের অনিবার্য দাবি হচ্ছে, বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনোভাবের প্রতি সম্মান জানিয়ে অবিলম্বে ইসকনের মতো সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে সরকার কতৃর্ক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।

১১. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৬ জুন, ২০২৪।

১২. দৈনিক কালবেলা, ৩০ নভেম্বর, ২০২৪।

নয়নতারা

*-মুগনিউর রহমান তাবরীজ**

রোকেয়া বেগম অনেক রকমের বুদ্ধিশুদ্ধি করে কন্যা নয়নতারাকে বিবাহের জন্য এক প্রকার রাজি করাতে পেরেছেন। কিন্তু নয়নতারার পিতা এ বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না। কন্যার বিবাহের প্রসঙ্গ তুলতেই পিতা বলেন, আহা বলো কী? মেয়ে লেখাপড়া করছে করুক। বিদ্যাবুদ্ধির দরকার আছে। উচ্চ মাধ্যমিকটা পাশ করুক দেখা যাবে। আমি হইলাম নাসিরুদ্দিন হাওলাদার, দশ গ্রামে নাম যার। আমার কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তা কী?

রোকেয়া বেগম বিরক্ত হয়ে বললেন, এ কথা শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। ছেলের বিবাহের কথা বললেও একই কথা, নাসিরুদ্দিন হাওলাদার, দশ গ্রামে নাম যার। সুকন্যা পায়ের উপর ফেলে যাবে। এদিকে ছেলে যে বুড়া হচ্ছে তার নাই খবর। নাসিরুদ্দিনের ঠোঁট বেয়ে পানের রস নেমে আসছিলো, সুড়ুৎ করে এক টানে আবার মুখে নিয়ে বললেন, কী মরদ ছেলে তোমার? জায়গা জমি, ক্ষেত খামারি হিসেবটা ভালো করে বুঝুক। নাক চোখ ফুটুক। বয়স আর ২৭-২৮ এযুগে কী এমন? আজ বললে কাল পাত্রীর বাপ লাইন ধরবে। আমি হইলাম নাসিরুদ্দিন হাওলাদার...! রোকেয়া বেগম উঠে চলে গেলেন।

দেখতে দেখতে নয়নতারা উচ্চমাধ্যমিক পাস করে স্নাতকে ভর্তি হলো। রোকেয়া বেগম স্বামীকে সবিস্তারে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, মেয়ের গাত্রবর্ণ অনুজ্জ্বল, উচ্চতায় কমতি তার উপর বয়স বাড়তে দিলে নানান রকম সমস্যা। গ্রাম-গঞ্জের হিসাব, পাঁচ জনের পাঁচ কথা। ভালো কিছু প্রস্তাব আছে, দেখে-শুনে একটা নিষ্পত্তি করা ভালো। সব শুনে নাসিরুদ্দিন এক থোক পানের পিক ফেলে বললেন, মেয়েটার কিছু রূপে-গুণে কমতি আছে খারাপ বলো নাই, মায়ের পেল তো...। যাইহোক বিয়ে-শাদি নিয়ে এত অস্থিরতার কিছু নাই, তাছাড়া আমি হইলাম নাসিরুদ্দিন হাওলাদার, দশ গ্রামে নাম যার। রোকেয়া বেগম, আ মরণ! বলে উঠে যেতে যেতে ত্যক্ত বিরক্ত স্বরে বললেন, রূপ-গুণ না হয় মায়ের মতো কিছু কম হলো, বাপের মতো আক্কেল জ্ঞান না পাইলে বাঁচে।

কিছুদিন পর সকালবেলা নাসিরুদ্দিন হাওলাদার আধ শোয়া হয়ে পান খেতে খেতে কীসব কাগজপত্র দেখছিলেন। রোকেয়া বেগম চা দিতে আসায় বললেন, জমিলা কি আবার ভাগছে? নতুন মেয়েটা একেবারে সজ্জিত হয়ে রান্নাঘরে গেল। সাজসজ্জার মেয়ে তো কাজের বেলায় ঠনঠন। রোকেয়া বেগম অন্যদিকে মুখ করে বললেন, কাজের মেয়ে নয়, আপনার ছেলের বউ। নাসিরুদ্দিন লাফ দিয়ে উঠে বললেন, বলো কী পাগলের মতো?

—পোলা দুই মাস আগে গোপনে বিবাহ করেছে। খবর পেয়ে আমি ঘরে তুলে নিলাম। মামলা খালাস।

—কত বড় বজ্জাত! কদিন আগে তমিজদ্দিনকে বলল, ‘এই বছর না হেই বছর, মানুষ বাঁচে কয় বছর? চাচা আপনে আব্বারে বুঝান’। আজ শুনি গোপনে বিবাহ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ হাওলাদার বংশের মুখে চুনকালি। দুশ্চরিত্র পোলার জায়গা এ বাড়িতে নয়। সবই তোমার আশকারায়...!

—জাতপাত নিয়ে কথা বলবেন না। ঠিকই করেছে, আপনের আশায় থাকলে আর কবরে ঢুকে যেত।

নাসিরুদ্দিন স্ত্রীকে গঞ্জনা-ব্যাঞ্জনা করলেও ভালো করে জানেন, জমিজমা ক্ষেতখামারি পরিচালনা তিনি আর পেরে উঠেন না। ছেলে সব দেখে। কিছুদিন আগুন গরম দেখালেও, সমাজের জনা শতেক লোক ভোজন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করলেন।

নতুন আত্মীয় যাওয়া-আসা করে। নয়নতারার ব্যাপারে একেকজন একেক কথা বলে। কেউ কেউ রোকেয়া বেগমের জ্ঞান-বুদ্ধি কম ঠাহর করে বিনামূল্যে জ্ঞান বিতরণে আনন্দ পায়। নতুন বেয়াইন এবং সে পক্ষীয় আত্মীয় কয়েকটা ভালো প্রস্তাব অবশ্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রোকেয়া বেগম স্বামীর সাথে বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না।

একদিন সুযোগ বুঝে স্বামীকে বললেন, মাথা গরম না করে আমার কথাটা শুনেন। অশ্লীল নাটক-সিনেমার যুগ, চারিদিকে নানান বেহায়াপনা। পোলা-মাইয়ার হাতে হাতে মোবাইল। একটিপে লন্ডন আরেক টিপে ডুবাই। পোলার বিবাহে গুরুত্ব দেন নাই, এখন অঘটনের পর সব দোষ আমার। দয়াকরে এবার মাইয়াটার বিবাহে গুরুত্ব দেন। আর কত বলব আপনারে?

* শিক্ষক ও মিডিয়া হেড, হাবরুল উম্মাহ মডেল মাদরাসা, লক্ষ্মীপুর; লেখক, অ্যা লেটার টু অ্যাথেইস্ট।

সেবার নাসিরুদ্দিন কোনো প্রকার বাকবিতণ্ডা না করে কন্যার বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আগের কিছু পাত্রের খোঁজ নিলেন, নতুন পাত্রের সন্ধান করলেন।

নয়নতারার স্নাতক শেষ হলো। এতদিনের পাত্র চালাচালিতে নাসিরুদ্দিন একটা ইঙ্গিত পেল যে, তার নাম দাম স্ববিশেষ পরিচয় কোথাও যেন ঠেকে যাচ্ছে বারবার। ইতোমধ্যে কম পাত্রের সন্ধান হয়নি। বেশির ভাগ পাত্রপক্ষ নয়নতারার নানা দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করছেন। দু'চার পক্ষ যাদের নয়নতারাকে মনে ধরেছে, তাদেরকে আবার নাসিরুদ্দিনের মনে ধরছে না। তবু তিনি এত সহজে বশে আসার পাত্র নন।

রোকেয়া বেগম শেষ যে পাত্রের সন্ধান করেছেন, তার সবই পছন্দ হয়েছে, পাত্রপক্ষ থেকে ভালো মত পাওয়া গেছে। কিন্তু নাসিরুদ্দিন বেঁকে গিয়ে বললেন, মেয়ে আমার স্নাতক উত্তীর্ণ হয়েছে, উচ্চশিক্ষিত মেয়ে, আর তুমি পাত্র আনালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। এই পাত্র অপেক্ষা কলাগাছের সাথে বিবাহ দেওয়া উত্তম। রোকেয়া বেগম নানানভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, ছেলের না হয় শিক্ষা একটু কম, আমাদের মেয়ের কমতি তো দেখতে হবে। তাছাড়া অতি উচ্চশিক্ষিত মানেই যে সুখী, বাকিরা অসুখী তা তো না। নাসিরুদ্দিন মেজাজি সুরে বলেন, তোমার এত আগুনে পড়ার দরকার নাই। তোমার চাইতে বিবেচনা আমার কম নাই। আমি হইলাম নাসিরুদ্দিন হাওলাদার, দশ গ্রামে নাম যার...!

নয়নতারা মাতাপিতার বাক্য বিনিময় এখন আর কান পেতে শুনে না। গাত্রবর্ণ আর উচ্চতার সামাজিক পরিমাপে সে যে উত্তীর্ণ হয়নি তা স্কুল বয়স থেকেই জানে। দায়িত্বশীল প্রতিবেশী আর আত্মীয়ের কল্যাণে তার বয়স পাকার খবরও অজানা নয়। বরং প্রতিদিনই সেসব স্মরণ করে দেওয়ার কোনো না কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছে। নয়নতারা এখন আর শুনেও শুনে না, বুঝেও বুঝে না। মাঝে মাঝে কিছু পাত্রপক্ষের সাথে নিজের দরদামের ব্যাক্যালাপ শুনে স্বহাস্যে জানতে ইচ্ছে করে, অনুজ্জ্বল গাত্রবর্ণের জন্য কত ধার্য করা হয়েছে, কম উচ্চতার জন্য কত ধার্য করা হয়েছে ইত্যাদি। কোনো কিছুই যেন তার গায়ে লাগে না আর। শুধু পাত্রপক্ষ বিদায়ের পর মায়ের নিষ্প্রাণ মুখের দিকে তাকালে তার বুকের ভেতর বিষণ্নতায় ভরে উঠে।

রোকেয়া বেগম আজ অতি আনন্দিত। নয়নতারাকে আরেকটা পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছে। আল্লাহর রহমতে পাত্রপক্ষ নয়নতারাকে পছন্দ করেছে। পাত্রের শিক্ষা ভালো, ব্যাবসা-বাণিজ্য করে, কথাবার্তা নম্র ভদ্র। মেহমান বিদায় দিয়ে নাসিরুদ্দিন হনহন করে ঘরে এসে বললেন, হারামজাদা মন্টু ঘটকের কান কেটে যদি কুত্তারে না খাওয়াইছি। আমার সাথে দু নম্বরি। ছেলের পরদাদা চৌকিদার ছিল তা আমারে বলে নাই। কতবড় বজ্জাত...। রোকেয়া বেগম আশ্চর্য হয়ে বললেন, কোন সময় কে চৌকিদার ছিল তা নিয়ে এত অস্থিরতার কী আছে? ছেলে তো চৌকিদার না, মাশাআল্লাহ প্রতিষ্ঠিত ছেলে।

—আমার স্নাতক উত্তীর্ণ কন্যা বিবাহ দেব চৌকিদার বংশে? সমাজে মান-ইজ্জত কিছু বাকি থাকে? আমি হইলাম...!

—রোকেয়া বেগম রাগে-দুঃখে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, রাখেন আপনার গরিমা। আপনার মতো বাপের অবহেলা আর অতি অহংকারের কারণে পোলা-মাইয়ার জীবনে দুর্ভোগ।

নাসিরুদ্দিন নানান বাকবিতণ্ডা করে চোখ রাঙিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। রোকেয়া বেগম পুত্রবধূকে বললেন, দেখলে বউ তোমার শ্বশুরের কাণ্ডকারখানা। সর্ব দিকে মন মতো পাইতে গেলে আর বিবাহ হয়? পুত্রবধূ কিছু না বলে নয়নতারার পাশে গিয়ে বসল। রোকেয়া বেগম কন্যার দিকে তাকিয়ে দেখলেন নয়নতারা নয়নজলে ভেসে যায়।

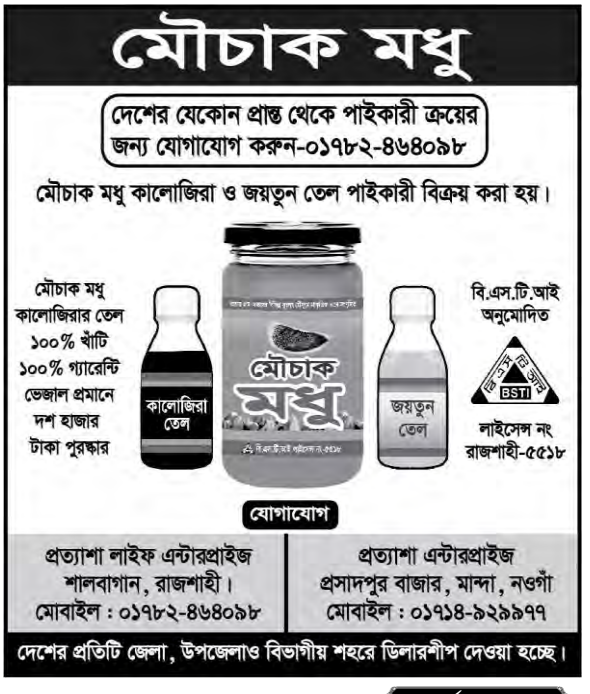

পড়ো

-মো. জোবাইদুল ইসলাম
মীরসরাই, চট্টগ্রাম।

পড়ো তোমার রবের নামে কুরআন-হাদীছ পড়ো
কুরআন-হাদীছ দিয়ে তুমি জীবন তোমার গড়ো।
পড়ো বইয়ের পাতায় চোখ ডুবিয়ে যত বেশি পারো
পড়বে যত জানবে তত বাড়বে জ্ঞান আরো।
পড়ো তুমি জানতে তোমায় চিনতে আর রবকে
পড়ো তুমি জানতে হলে এই পৃথিবীর সবকে।
পড়ো তুমি করতে প্রচার মহান রবের দ্বীনকে
নাস্তিকদের জবাব দিতে বুঝিয়ে দিতে হীন কে!

ইবাদতে মগ্ন থাকো

-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ
মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

ইবাদতে মগ্ন থাকো যখন হবে একা
বলা যায় না মৃত্যুদূতে কখন দিবে দেখা!
মন হলো তো উদাসঘুড়ি উড়ে নীলে নীলে
ছাড়তে হবে ভূবনমেলা ভাবো দিলে দিলে।
বন্ধুরা তো ছেড়ে যাবে একলা কবর ফেলে
নেকী করো জান্নাতে ওই উড়বে ডানা মেলে।
ফ্যাকাশে মুখ নূরানীতে হবে মাখামাখি
হূরেরা তো স্যালুট দিবে শান্ত হবে আঁখি।
ইবাদতে মগ্ন থাকো শয়তানী কাজ মানা
রবের রহম পাবে তুমি মিলবে শামিয়ানা।
বুঝবে তুমি, মৃত্যুদূতে জানটা নিলে কেড়ে
ইবাদতের মূল্যগুলো গেছে কত বেড়ে!

ক্যালেন্ডার বদল

-সাদিয়া আফরোজ
শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

ক্যালেন্ডারের হচ্ছে বদল আসছে ভাই নতুন সাল
২০২৪শে হয়তো খাইছেন গুরুজনদের ঐ গাল।
পুরাতন সেই দিনের কথা যদিও মনে পড়ে
নতুন কিছুর আনন্দে তাই ভুলে যেও তারে।
জীবন থেকে যাচ্ছে চলে আরো একটি বছর
অনেক মনে জমে আছে দুঃখ-সুখের বাসর।
দুঃখ হলো প্রবহমান সুখ ক্ষণিকের তরে
নতুন বছর শুরু করো একটু হিসাব করে।
দুই হাজার চব্বিশ যেমন কাটুক পঁচিশটা সুখের হোক
দেশ ও জাতির সবার মনে শান্তি সদা থাকুক।

নতুন বছর

-মো. সামিউল ইসলাম রাসেল
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

নতুন বছর নতুন বছর
নতুন বছর ছোঁয়ায়,
দিনগুলো যাক অনেক ভালো
সব মানুষের দু'আয়।
নতুন বছর নতুন বছর
নতুন আশার সাজে,
মানুষ হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে
দিনগুলো যাক কাজে।
নতুন বছর নতুন বছর
নতুন দিনে চলা,
সব সময়ই সবার সাথে
সত্য কথা বলা।
নতুন বছর নতুন বছর
নতুন দিনের পড়া,
কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে
সোনার দেশ গড়া।

এলো শীতকাল

-রমজান বিন শামসুল
খাগুরিয়া, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

শীত এলোরে ভবে
চারিপাশ কান্নার নদী হবে।
শীত এলোরে দেশে
কালোমাখা মুখ না হাসে।
শীতে কারো শরীর কাঁপে
কেউবা থাকে উৎসবরূপে।
শীতে কারো মনটা কাঁদে
কেউবা থাকে আহ্লাদে।
চারিপাশ শোকের নিনাদ
এ কেমন মোদের সুবাদ।
চারিদিক থাকবে আলো
এইতো মনে স্বপ্ন ছিল।
আহা! পিঠা-পুলির আনন্দে,
কারো চোখে না বাদে।
আহা! অভাবের তাড়না বিষাদে,
আমার ভাই গোপনে কাঁদে।

বাংলাদেশ সংবাদ

মাধ্যমিকে যুক্ত হচ্ছে আরবী

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে নতুন ক্লাসে উঠে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা নতুন যে বই হাতে পাবে সেখানে ১২টি সাবজেক্টের সাথে ১৩ নম্বর সাবজেক্ট হিসেবে আরবীও যুক্ত হচ্ছে। ২০১২ সালের কারিকুলামের সাবজেক্ট হিসেবে এই আরবী এখন পুনরায় মাধ্যমিকের কারিকুলামে যুক্ত হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্র জানায়, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির বিভিন্ন সাবজেক্টের সাথে সব শ্রেণিতেই আরবী বিষয়টি যুক্ত করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

ইসরাঈল মাইকে আযান নিষিদ্ধ করল

গত ২ ডিসেম্বর ২০২৪, রোজ সোমবার, ইসরাঈলে মসজিদ থেকে লাউড স্পিকারে আযান দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের নির্দেশনা দেওয়া হয়। দেশটির জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গভির চ্যানেল-১২'কে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বেন গিভির জানিয়েছেন, কোনো মসজিদে স্পিকার ব্যবহার করতে দেখলে, পুলিশ সেখানে ঢুকতে পারবে। একইসঙ্গে ওইসব মসজিদের স্পিকার জব্দ করতে পারবে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বেন গভির এই নিষেধাজ্ঞা সম্পন্ন করতে দেশটির পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। নতুন এই নিয়ম অনুযায়ী পুলিশ এখন থেকে যেকোনো মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে এবং লাউড স্পিকারের কোনো সরঞ্জাম পেলে তা জব্দ করবে।

আসামের করিমগঞ্জের নাম বদলে হচ্ছে শ্রীভূমি

এবার করিমগঞ্জের নামে আঘাত। নাম বদলে হচ্ছে শ্রীভূমি। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর দেশের নানা প্রান্তে মুসলিম ঐতিহ্য ও অনুষঙ্গ ধুয়ে মুছে ফেলার উদ্যোগ শুরু হয়। ইলাহাবাদের নাম বদলে করা হয় প্রয়াগরাজ। মুঘলসরাই স্টেশনের নাম বদলে রাখা হয় সংঘের তাত্ত্বিক নেতা দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে। এই তালিকায় শেষ সংযোজন দিল্লির কালে খান চকের নাম বদলে বিরসা মুণ্ডা চক করা হয়। এবার এই নাম বদলের ধারাবাহিকতা দেখা যাচ্ছে আসামে। আসাম মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় করিমগঞ্জের নাম বদলের। প্রাচীন এই এলাকার নাম পালটে রাখা হবে শ্রীভূমি। এদিন মন্ত্রিসভা বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান। হিমন্তের যুক্তি ১০০ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্য পা রেখেছিলেন করিমগঞ্জে। তখনই তিনি জায়গাটির সুজলা-সুফলা পরিবেশ দেখে শ্রীভূমি নামকরণের কথা বলেছিলেন। কবিগুরুর সেই ইচ্ছাকেই গ্রহণ করে শ্রীভূমি নাম রাখা হচ্ছে করিমগঞ্জ জেলার নাম বদলে। যদিও এর পেছনে হিমন্তের আসল উদ্দেশ্য মুসলিম অনুষঙ্গ করিমগঞ্জের নামটাই মুছে ফেলা বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, করিমগঞ্জ আসামের বরাক উপত্যকার একটি জেলা। জেলার সদর দফতর করিমগঞ্জ শহরে। ১৯৪৭ সালের আগে অধুনা বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। দেশভাগের সময় গণভোটের মাধ্যমে করিমগঞ্জ সিলেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসামের শিলচরের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৮৩ সালে এটি আলাদা জেলা হিসেবে গণ্য হয়।

মুসলিম বিশ্ব

আল-আসাদের পতন: এক যুগ পর সিরিয়ায় আরব বসন্তের পুনরুজ্জীবন

বিশ্ববাসী বাংলাদেশের ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতনের পর, ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি. আরেকটি পতন দেখল সিরিয়ার স্বৈরশাসক বাশার আল-আসাদের। এর মধ্যদিয়ে ১৯৭০ সালে শুরু হওয়া আসাদ পরিবারের দীর্ঘ প্রায় ৫৪ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। হাসিনা আশ্রয় নেয় ভারতে আর বাশার রাশিয়াতে। সিরিয়ার বাথ পার্টির নেতা হাফিজ আল-আসাদ ১৯৭০ সালে একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি আলাভী শীআ হওয়া সত্ত্বেও সুন্নীদের সরকার, সামরিক বাহিনী এবং পার্টির সিনিয়র পদে নিয়োগ দেন। আসাদের সকল প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রিসভার অধিকাংশই ছিলেন সুন্নী। তিনি তার বক্তৃতায়, প্রায়শই ইসরাঈলের সাথে যুদ্ধের কথা উল্লেখ করার সময় জিহাদ এবং শাহাদা শব্দ ব্যবহার করে জনগণের মন জয় করেন এবং দেশবাসীর আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করে সফল হন। ২০০০ সালে পিতার মৃত্যুর পর, বাশার আল-আসাদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে সিরিয়ার দায়িত্ব নেন। তিনিও পিতার মতো, প্রথমে নমনীয় আচরণ দেখালেও পরে কঠোর স্বৈরচারী

হয়ে ওঠেন। এর ফলে ধীরে ধীরে গণমানুষের মাঝে সরকারবিরোধী মনোভাব তৈরি হয়। আর এতে ঘি ঢেলে দেয় কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীরা। ২০১১ সালে আরব বসন্ত সিরিয়ার সরকারের পতনে 'বাটারফ্লাই ইফেক্ট' তৈরি করে যার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দেশপ্রেমিক সাধারণ মানুষ ও সশস্ত্র বিপ্লবী যোদ্ধাদের মাঝে। এতে নেতৃত্ব দেয় এইচটিএস প্রধান আল-জুলানী। তিনি সশস্ত্র ১২টি গোষ্ঠীকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসেন। তারা সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে সাথে গণমানুষের সমর্থন আদায়ে সমর্থ হন। জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মুক্তির দাবিতে রাস্তায় নেমে আসেন, যা আসাদের শাসনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। তিনি বাবা আসাদের মতো সংলাপের পরিবর্তে কঠোর দমননীতি গ্রহণ করে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর সামরিক অভিযান, বোমাবর্ষণ এবং রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে দেশটিকে ধীরে ধীরে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেন। গত এক যুগের সংঘাতে ৫ লাখেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারায়, বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন প্রায় ১২ মিলিয়ন মানুষ, যার মধ্যে প্রায় ৬ মিলিয়ন মানুষ এখন শরণার্থী অথবা বিদেশে আশ্রয়প্রার্থী। আর কারাবরণ করেন অগণিত মানুষ। মানবাধিকার সংগঠন সিরিয়ান নেটওয়ার্ক ফর হিউম্যান রাইটসের তথ্য অনুযায়ী, হালাসহ আল-আসাদের কারাগারে অন্তত ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬১৪ জন বন্দী ছিলেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২০১৭ সালে সিদনায়া কারাগারকে 'মানব কসাইখানা (আয়নাঘর)' বলে আখ্যায়িত করে। এই সংঘর্ষে দেশীয় নানা গোষ্ঠী, যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, ইরান ও রাশিয়াসহ আন্তর্জাতিক শক্তি জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাশার আল-আসাদের মিত্ররা তাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। আসাদ সরকারের পতন মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে নতুন এক পালাবদলের সূচনা করে। এটি ইরান, ফিলিস্তীন, ইসরাঈল, লেবানন, ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর রাজনীতিতে নতুন রূপ নেবে। বাশার আল-আসাদের পতনের আগে থেকেই ইদলিব দেশপ্রেমী মুজাহিদ দল 'হায়াত তাহরির আল-শামস (এইচটিএস)'-এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। সিরিয়ান স্যালভেশন গভর্নমেন্ট তাদেরই সরকার। বাশারকে ক্ষমতাচ্যুত করা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর নেতৃত্বে ছিল এই এইচটিএস। সালাফী মতাদর্শের অনুসারী, এইচটিএস প্রধান আবূ মুহাম্মাদ আল-জুলানি এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন। পতনের পর, জনগণ আসাদের ছবি ছিঁড়ে ফেলেন এবং তার বাবা হাফিজ আল-আসাদের মূর্তি ভেঙে ফেলেন। মানুষ নতুন করে প্রাণ ফিরে পান।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

স্মার্টফোনের জায়গা দখল করবে স্মার্টগ্লাস: জাকারবার্গ

স্মার্টফোন আমাদের জীবনে এসেছে প্রায় তিন দশক আগে। আর এর আগমন ছিল প্রযুক্তির জগতে একটি বড় বিপ্লব। কিন্তু এখন স্মার্টফোনের বদলে আরেকটি প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে বদলে দিতে প্রস্তুত। মেটা সিইও মার্ক জাকারবার্গ সম্প্রতি জানিয়েছেন, একসময় স্মার্টফোনের জায়গা দখল করবে স্মার্টগ্লাস বা স্মার্ট চশমা। তিনি বলেছেন, এটি পরবর্তী প্রযুক্তি বিপ্লবের সূচনা করবে। জাকারবার্গের মতে, স্মার্ট চশমা স্মার্টফোনের জায়গা নেবে এবং প্রযুক্তির জগতকে একটি নতুন দিক থেকে দেখতে শুরু করবে মানুষ। তিনি বলেন, 'স্মার্ট চশমাই হবে পরবর্তী বড় কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম'। স্মার্টফোনের বিকল্প হিসেবে প্রথমে স্মার্টওয়াচ বা ঘড়ি এসেছিল বাজারে, তবে সেগুলো ব্যবহারকারীদের মধ্যে তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি, মূলত একটি সহায়ক ডিভাইস হিসেবেই অবস্থান করছে। স্মার্টওয়াচের মাধ্যমে স্মার্টফোনের কিছু কার্যকরী ফিচার ব্যবহার করা সম্ভব হলেও তারা পুরোপুরি স্মার্টফোনের জায়গা নিতে পারেনি। তবে জাকারবার্গ জানিয়েছেন, স্মার্ট চশমা প্রযুক্তির পরবর্তী বড় পরিবর্তন হবে। স্মার্টফোনের তুলনায় এটি আরও সহজ, ব্যবহারযোগ্য এবং সুবিধাজনক হবে। জাকারবার্গ আরও বলেন, 'এমন একটি সময় আসবে যখন আপনার স্মার্টফোনটি আপনার পকেটেই থাকবে এবং খুব কমই ব্যবহার হবে। আমি মনে করি, এটি ২০৩০ সালের মধ্যে ঘটবে। যদিও স্মার্টফোনের মাধ্যমে কিছু কাজ আরও ভালো এবং দ্রুত করা যাবে, তবুও মানুষ সহজ এবং সুবিধাজনক স্মার্ট চশমাকে বেছে নেবে'। এই চশমাগুলো হবে এমন এক প্রযুক্তি, যা আপনাকে আপনার দৈনন্দিন কাজগুলো সহজ এবং দ্রুতভাবে করতে সাহায্য করবে। ইন্টারনেট ব্রাউজিং, কল করা, মেসেজ পাঠানো এবং অন্যান্য সাধারণ কাজগুলোর জন্য আপনাকে আর স্মার্টফোনের স্ক্রিন চেয়ে দেখতে হবে না। স্মার্ট চশমার মাধ্যমে এগুলো সরাসরি আপনার চোখের সামনে আসবে এবং আপনি সেগুলো হাত নাড়িয়েই করতে পারবেন। অ্যাপলের ভিশন প্রো এবং মেটা স্মার্ট চশমার প্রযুক্তির বিকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। তবে আরও অনেক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানও স্মার্ট চশমা তৈরির কাজ শুরু করেছে এবং তারা বাজারে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত।

দাওয়াহ সংবাদ

কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা কোর্স : ব্যাচ নং- ০৫

গত ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং থেকে ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং পর্যন্ত, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহীতে ২০ দিনব্যাপী হাতে-কলমে 'কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা' প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর অধীন পরিচালিত 'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ' এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর সহ-সেক্রেটারি ও 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'-এর সম্মানিত পরিচালক-২ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর শিক্ষক, সিনিয়র ছাত্র ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ-এর দাঈগণ— আব্দুর রাযাযাক বিন ইউসুফ, মাহবুবুর রহমান মাদানী, আব্দুল আহাদ, হাসান আল-বান্নাহ মাদানী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক, আব্দুর রহিম বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ব্যাচ নং ৫-এ দেশের বিভিন্ন স্থান হতে ২২ জন দ্বীনি ভাই অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কোর্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিল ছালাতের প্র্যাক্টিকাল প্রশিক্ষণ যা মাহবুবুর রহমান মাদানী প্রদান করেন। ছালাতের ডেমু ক্লাশ প্রশিক্ষণার্থীগণ স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমলী যিন্দেগীকে উপকৃত হন।

মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ব্যাচ নং- ১৫ ও ১৬

'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হলো মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণ। আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহীতে গত ১৬ নভেম্বর, ২০২৪ ইং শুরু হয়ে ২১ নভেম্বর, ২০২৪ ইং পর্যন্ত ৬ দিনব্যাপী ১৫তম ব্যাচ এবং ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ ইং থেকে শুরু হয়ে ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং পর্যন্ত ৬ দিনব্যাপী ১৬তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কর্মশালা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন— শায়েখ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাহবুবুর রহমান মাদানী, আব্দুর রহিম বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। ব্যাচ দুটিতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ করেন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ১৫ তম ব্যাচে ১৭ জন মক্তব শিক্ষক এবং ১৬তম ব্যাচে ৭ জন মক্তব শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো দেশব্যাপী মক্তব শিক্ষাকে প্রসারিত করতে মক্তব শিক্ষকের সম্পূর্ণ ফ্রি প্রশিক্ষণ দেওয়া। এর ফায়েদা হলো—

১. শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা, ২. মক্তব-শিক্ষার্থীদের স্বল্প সময়ে কুরআন শিখানোর কৌশল রপ্ত করা, ৩. শিক্ষার্থীকে সহজে আদব-আখলাক্ব ও নীতি-নৈতিকতা শেখানো, ৪. দেশে প্রচলিত জাল-বানোয়াট ও অর্থহীন ছড়া বা গল্পের পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ, সত্য ও গঠনমূলক ছড়া, কবিতা বা গল্পের মাধ্যমে শিশুদের উজ্জীবিত ও আন্দোলিত করা, ৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ছাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা, যাতে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণ করতে পারে। (আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক প্রণীত নবী ও ছাহাবীদের জীবনীসম্বলিত তথ্যসমৃদ্ধ 'আদর্শ শিক্ষা' বইটি পাঠ্যভুক্ত), ৬. শিক্ষকদের হাতের লেখা চর্চা করানো হয়, যাতে শিক্ষার্থীগণ ভুল লিখন পদ্ধতি হতে মুক্ত থাকে এবং ৭. শিক্ষকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দু'আ চর্চা করানো হয়, যাতে সোনামণিরা নিয়মিত দু'আ চর্চায় অভ্যস্ত হয়।

হালাল চয়েস ফুড

আমাদের পণ্য সমূহ
১০০% খাঁটি

রকমারি ফুলের মধু	অন্যান্য জিনিস
সরিষা ফুলের মধু	আখের গুড়
লিচু ফুলের মধু	মৌসুমের খেজুরের গুড়
বরই ফুলের মধু	মধুময় বাদাম
কালোজিরা ফুলের মধু	উন্নত মানের খেজুর
মিক্স ফুলের মধু	সরিষার তেল
পাহাড়ী ফুলের মধু	কালোজিরা তেল
সুন্দরবন বিখ্যাত খলিশা ফুল	জয়তুন তেল
চাকের মধু	যবের ছাতু
	দানাদার ঘি
	বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়

সকল যেলায় কুরিয়ারের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়
যোগাযোগ করুন!
০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

প্রোপাইটার
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন
ঠিকানা : ছোটবনগ্রাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun

১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): অন্তরকে শয়তান এর ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত রাখার উপায় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার উপায়সমূহ- ১. আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা (আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম বলে) এবং এ জাতীয় চিন্তা থেকে বিরত থাকা। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কারো নিকট শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? ঐ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন ব্যাপারটি এ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং বিরত হয়ে যায়' (ছহীহ বুখারী, হা/৩২৭৬)। ২. বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলা। উছমান ইবনু আবূল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! শয়তান আমার, আমার ছালাত ও কিরাআতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সবকিছুতে গোলমাল বাধিয়ে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এটা এক শয়তান, যার নাম খিনযাব। যখন তুমি তার উপস্থিতি বুঝতে পারবে, তখন তার অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে তিনবার তোমার বাম পাশে থুথু ফেলবে'। তিনি বলেন, তারপরে আমি তা করলাম আর আল্লাহ আমার হতে তা দূর করে দিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬৩১)। ৩. أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, ক্ষতিকর প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি'। উক্ত দু'আ পড়া যায় (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৭১)।

প্রশ্ন (২): জনৈক মুফতী বলেছেন, আল্লাহ আরশের উপরে রয়েছেন এই আক্বীদা নাকি ভুল আক্বীদা। তার আক্বীদা হলো আল্লাহ আরশ সৃষ্টির পূর্বে যেখানে ছিলেন এখনো সেখানে আছেন। এই আক্বীদা রাখা কি ঠিক?

-রায়হান
পিরোজপুর।

উত্তর: উক্ত আক্বীদা সঠিক নয়। বরং সঠিক আক্বীদা হলো আল্লাহ আরশের উপরেই আছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'দয়াময় আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত' (ত্ব-হা, ২০/৫)। তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন' (আল-আ'রাফ, ৭/৫৪)। ইয়ামানবাসী রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলে তিনি তাদের বলেন, 'হে ইয়ামানবাসী! তোমাদের জন্য সুসংবাদ'। বনূ তামীম তা গ্রহণ করল না। তারা বলল, আমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ করলাম। আমরা আপনার কাছে এসেছি দ্বীনী জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে এবং জিজ্ঞেস করার জন্য এসেছি যে, এ দুনিয়া সৃষ্টির আগে কী ছিল? নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তখন আল্লাহ তাআলা ছিলেন, তাঁর আগে আর কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। অতঃপর তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করলেন এবং লাওহে মাহফূযে সব বস্তু সম্পর্কে লিখে রাখলেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৪১৮)। হাদীছ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর আগে কিছুই ছিল না। তিনি আরশ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে সমুন্নত হয়েছেন। এছাড়াও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দু'আয় উল্লেখ আছে, 'হে আল্লাহ! আপনিই শুরু, আপনার আগে কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই এবং আপনিই শেষ, আপনার পরে কোনোকিছু নেই' (ছহীহ মুসলিম হা/২৭১৩)।

প্রশ্ন (৩): মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা কোথায় থাকে? ভালো-খারাপ সব আত্মা কি এক জায়গায় থাকে?

-মেহেদী হাসান
গাজীপুর।

উত্তর: মৃত্যুর পর শহীদ ও মুমিনদের রূহসমূহ জান্নাতে থাকে। মাসরূক রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে এ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যাতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো তোমরা মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত' (আলে ইমরান, ৩/১৬৯)। আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি এ আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি বললেন, 'তাদের রূহসমূহ সবুজ পাখির দেহে অবস্থান করে, যা আরশের সাথে ঝুলন্ত দীপাধারে বাস করে। জান্নাতের সর্বত্র তারা যেখানে চায় সেখানে বিচরণ করে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৮৭)। আব্দুর রহমান ইবনু কা'ব আল-আনছারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তার পিতা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তির রূহ একটি পাখির আকৃতিতে জান্নাতের বৃক্ষে যুক্ত থাকবে। শেষে উত্থিত হওয়ার দিন তার রূহ তার দেহে ফিরে আসবে' (ইবনে মাজাহ, হা/৪২৭১)। আর পাপিষ্ঠদের রূহ বারযাখী জীবনে অবস্থান করছে। তবে তাদের সকাল-সন্ধ্যায় শাস্তি দেওয়া হয়।

www.al-itisam.com

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সকাল-সন্ধ্যায় ওদেরকে আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে (সেদিন ফেরেশতাদেরকে বলা হবে), ফেরাউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করো’ (গাফির, ৪০/৪৬)।

প্রশ্ন (৪): খলীফা নির্বাচনের প্রক্রিয়া কী? কারা খলীফা নির্বাচন করবে?

-তানভীর আলম
পল্লবী, ঢাকা-১২০৬।

উত্তর: ইসলামে খলীফা বা নেতা নির্ধারণ জ্ঞানী-গুণী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ পরামর্শভিত্তিক করে থাকেন, যাকে বলা হয় সিলেকশন। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু ছয় সদস্যের বোর্ড করে দিয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭২০৭; ফাতহুল বারী, ১৩/১৯৫)। তারা মুহাজির ও আনছারদের সাথে পরামর্শক্রমে উছমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে খলীফা হিসেবে নির্বাচন করেন। সকলেই তার কাছে বায়আত করেন। আলী ইবনু আবী তালেব রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মনোনয়নও একইভাবে হয়েছিল। এছাড়াও পূর্বের খলীফার মনোনয়নের মাধ্যমে পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত হবে। এক্ষেত্রে খলীফার সততা, ইনছাফ ও ইখলাছ জরুরী। যেমনভাবে আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু উমার ইবনু খাত্তাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে মনোনীত করে গিয়েছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭২১৮)। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রভিত্তিক যে নির্বাচন পদ্ধতি রয়েছে তা খ্রিষ্টান আব্রাহাম লিংকনের কাল্পনিক পদ্ধতি, যাকে বলা হয় ইলেকশন। এ পদ্ধতিতে মুচি, মেথরও নেতা হতে পারে। বর্তমানে দেশে দেশে এ প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি শরীআত বিরোধী পদ্ধতি। এতে দেশে দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, স্বজনপ্রীতি, দলের প্রতি দাওয়াত, অর্থ-সম্পদের লোভ ও ব্যক্তি পছন্দের হিসাব থাকে। এসবের জন্য ফেতনা-ফাসাদ, রক্তপাত ছড়িয়ে পড়ে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য কখনো হাছিল হয় না।

প্রশ্ন (৫): সন্তানের কোনো কিছু হলে পিতামাতা দূর থেকে বুঝতে পারে। এটার কোনো প্রমাণ আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: সন্তানের কোনো কিছু হলে পিতামাতা নিজ থেকে বুঝতে পারেন এ কথা ঠিক নয়। তবে আল্লাহ যদি ইলহামের মাধ্যমে জানান, তাহলে কথাটি ঠিক আছে। মূসা আলাইহিস সালাম-এর মাকে আল্লাহ ইলহাম করে জানিয়ে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমরা মূসার মায়ের প্রতি ইলহাম করলাম, তুমি তাকে দুগ্ধপান করাও। যখন ভয় হবে, তখন তাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ো...’ (আল-কাছাছ, ২৮/৭)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৬):হাঁটুর উপরে কাপড় উঠলে কি ওযূ ভেঙ্গে যাবে?

-অলিউল ইসলাম
পার সুজাপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর: না, হাঁটুর উপর কাপড় উঠলে ওযূ ভেঙ্গে যাবে না। কেননা হাঁটুর উপর কাপড় উঠা ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহের মধ্যে পড়ে না। যদিও সতর ঢাকা ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরী (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭১)। পেশাব-পায়খানা করলে, বায়ু নিঃসরণ হলে, মযী বের হলে, উটের গোশত খেলে বা ঘুমালে ওযূ ভেঙ্গে যায়।

প্রশ্ন (৭): আমার দাড়ি খুব ঘন। ওযূর সময় ভেতরের চামড়া পর্যন্ত কি পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে? নাকি দাড়ির উপরের অংশে ধৌত করলেই হবে?

-আহমেদ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: দাড়ি ঘন হলেও গোড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে। ওযূর সময় এক অঞ্জলি পানি নিয়ে দাড়িতে খিলাল করতে হবে। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওযূ করতেন, তখন এক অঞ্জলি পানি নিয়ে থুতনির নিচে রেখে দাড়ি খিলাল করতেন আর বলতেন, ‘আমার রব আমাকে এমনটি করার আদেশ করছেন’ (আবূ দাঊদ, হা/১৪৫; মিশকাতুল মাছাবীহ, হা/৪০৮)।

প্রশ্ন (৮): স্ত্রী হায়েয অবস্থায় তার মৃত স্বামীকে গোসল করাতে পারে কি?

-শাহিদুল ইসলাম
কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তর: হায়েযা মহিলা ছালাত, ছিয়াম, স্ত্রী সহবাস ও কা‘বাঘর তওয়াফ ব্যতীত সকল কাজ করতে পারবে; এতে কোনো বাধা নিষেধ নাই। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কা‘বাঘর তওয়াফ করা ব্যতীত হাজীগণ যা যা করেন তুমি তাই করো’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩০৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৪)। সুতরাং হায়েযগ্রস্ত স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দিতে পারে।

প্রশ্ন (৯): পাখির পায়খানা কাপড়ে লাগলে তা পরিধান করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আহমাদ সজীব
লালমনিরহাট।

উত্তর: যে সকল পাখির গোশত খাওয়া হালাল, সে সকল পাখির প্রস্রাব-পায়খানা কাপড়ে লেগে গেলে তা পরিধান করে ছালাত আদায় করা যাবে। তবে তা মুছে ফেলা কিংবা ধুয়ে ফেলাই উচিত আর যে সকল পাখির গোশত খাওয়া হারাম সে সকল পাখির প্রস্রাব-পায়খানাও নাপাক। এ সকল প্রাণীর বিষ্ঠা কাপড়ে লেগে থাকলে ছালাত আদায় করা যাবে না, বরং অবশ্যই তা ধুয়ে ফেলতে হবে (মুগনী লি ইবনে কুদামা, ২/৬৫; মাজমূউল ফাতওয়া লি ইবনে তায়মিয়াহ, ২১/৫৪২)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ায় উটের দুধ ও পেশাব পানের পরামর্শ

দিয়েছিলেন। তারা তা পান করে সুস্থ হয়ে উঠে (ছহীহ বুখারী, হা/৬৮০২)। যদি তা অপবিত্র হতো, তাহলে রাসূল ﷺ তা পানের আদেশ করতেন না।

ছালাত

প্রশ্ন (১০): ছালাতে পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু আমরা জানাযা ছালাতে পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ না লাগিয়ে ফাঁকা হয়ে দাঁড়াই। এ ব্যাপারে দলীলভিত্তিক জবাব চাই।

-নাহিদ হাসান
কুশখালী, সদর, সাতক্ষীরা।

উত্তর: জানাযার ছালাতও ছালাত। ছালাতে কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে রাখা রাসূল ﷺ-এর আদেশ (আবূ দাঊদ, হা/৬৬৭)। তাই ছালাতের ন্যায় জানাযার ছালাতেও পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো সুন্নাত।

প্রশ্ন (১১): মেয়েরা কি তাদের চুল গুটিয়ে থুতনি খোলা রেখে ছালাত আদায় করতে পারবে?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: ছালাতের মধ্যে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ (আবূ দাঊদ, হা/৬৪৩)। আর থুতনি মুখমণ্ডলের অংশ। তাই নারী-পুরুষ সকলেই ছালাতে মুখমণ্ডল খোলা রেখেই ছালাত আদায় করবে। তবে যদি গায়রে মাহরাম কোনো পুরুষ থাকে, তাহলে মুখ ঢেকে ছালাত আদায় করতে পারে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, অনেক কাফেলা আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। তারা আমাদের সামনাসামনি আসলে আমাদের নারীরা নিজ মুখাবরণ মাথা থেকে নামিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলতেন। অতঃপর তারা অতিক্রম করে চলে গেলে আমরা মুখ খুলতাম (আবূ দাঊদ, হা/১৮৩৩)।

প্রশ্ন (১২): আমি যে মসজিদে ছালাত আদায় করি সে মসজিদে ইমাম ছাহেব যে জায়গায় দাঁড়ান ঠিক কেবলার সামনে রাসূল ﷺ-এর কবরের সবুজ গম্বুজটির ছবি বড় করে লাগানো আছে। আমাদের ছালাত হবে কি?

-মো. হামিদুল ইসলাম
হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।

উত্তর: মসজিদকে চাকচিক্য করা হয় বা মুছল্লীদের মনোযোগ নষ্ট হয় এমন কিছু মসজিদে লাগানো যাবে না। তাই মসজিদে কিবলার সামনে রাসূল ﷺ-এর কবরের সবুজ গম্বুজটির ছবি লাগানো ঠিক হয়নি। এমতাবস্থায় তা ঢেকে দিতে হবে অথবা পরিবর্তন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মানুষ মসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অহংকারে মেতে না উঠা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না' (আবূ দাঊদ, হা/৪৪৯)। তবে সেখানে ছালাত আদায় করলে ছালাত ছহীহ হবে। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিকট কিছু পর্দার কাপড় ছিল, তা দিয়ে তিনি ঘরের এক দিকে পর্দা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'আমার থেকে এটা সরিয়ে নাও, কেননা এর ছবিগুলো ছালাতে আমার একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫৯)।

প্রশ্ন (১৩): মুসলিমদের প্রথম কিবলা কোনটি?

-নাজমুল হোসাইন
চাটমোহর, পাবনা।

উত্তর: মুসলিমদের প্রথম কিবলা হলো আল-মসজিদুল আক্বছা, যা ফিলিস্তীনে অবস্থিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মানুষের মধ্য হতে নির্বোধরা অচিরেই বলবে যে, এ যাবত তারা যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে কীসে তাদেরকে ফিরালো? বলুন! পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথের হেদায়াত করেন' (আল-বাকারা, ১৪২)। এ যাবৎ মুসলিমরা যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল তা হলো আল-মসজিদুল আক্বছা, যা বারা বিন আযিব রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে স্পষ্ট, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসলেন, তখন ষোল অথবা সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ছালাত পড়লেন। আর তিনি কা'বার দিকে মুখ করতে খুবই ভালোবাসতেন। অতঃপর আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমার আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখাকে লক্ষ্য করেছি, যে কিবলা তুমি পছন্দ কর' (আল-বাকারা, ২/১৪৪)। তখন তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৫২)।

প্রশ্ন (১৪): আমার মা মারা গেছে। তিনি অসুস্থ থাকায় ঠিকমতো ছালাত আদায় করতে পারেননি। তাই আমার মায়ের জন্য আমার করণীয় কী? আমি কি তার ছালাত পড়ে দিতে পারব?

-আবূ তালেব
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: অসুস্থ থাকলে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই ছালাত পড়ে নেওয়া ফরয। জ্ঞান থাকাকালীন ছালাত ত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই। ইমরান ইবনু হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শরোগ ছিল। তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর খেদমতে ছালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন, 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে, তা না পারলে বসে; যদি তাও না পার, তাহলে শুয়ে' (ছহীহ বুখারী, হা/১০৪৭)। ছালাত কারো পক্ষ থেকে আদায় করা কুরআন-হাদীছ থেকে সাব্যস্ত নেই। তাই তার পক্ষ থেকে ছালাত পড়া যাবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'কেউ আমাদের

এ শরীআতে নাই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত'। তবে ছালাত ছাড়ার জন্য এখন করণীয় হলো মাতার জন্য বেশি বেশি দু'আ এবং ছাদাকা করা উচিত, যেন আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার কাজ (কাজের সকল ক্ষমতা) ছিন্ন (বাতিল) হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি কাজের (ছওয়াব লাভ) বাতিল হয় না। ছাদাকায়ে জারিয়া; এমন জ্ঞান, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে' (তিরমিযী, হা/১৩৭৬)। সন্তান কিছু দান করলে তার নেকী পিতামাতা পাবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে এসে বলল, আমার পিতা অছিয়ত না করেই অনেক সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব, আমি যদি এখন তার পক্ষ হতে দান করি, তাহলে কি তার উপকার হবে? তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩০)।

প্রশ্ন (১৫): অচেনা এলাকায় মসজিদে ব্যাগ হারিয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা করছি। এমতাবস্থায় কি কাঁধে ব্যাগ বহন করে ছালাত আদায় করা যাবে?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: কাঁধে, পিঠে বা অন্য কোনো স্থানে ব্যাগ বহন করা অবস্থায় ছালাত আদায় করতে কোনো বাধা নেই। যদি ব্যাগে অপবিত্র কিছু না থাকে এবং বহনকৃত অবস্থায় ছালাতের ওয়াজিবসমূহ আদায় করতে কোনো সমস্যা না হয়। আবূ কাতাদাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছালাতরত অবস্থায় তাঁর নাতনি আবূল আছ ইবনুর রাবী–এর ঔরশজাত কন্যা উমামা বিনতু যায়নাবকে কাঁধে উঠিয়ে ছালাত আদায় করেছিলেন। তিনি যখন দাঁড়াচ্ছিলেন তাকে উঠিয়ে নিচ্ছিলেন, আবার যখন সাজদাতে যাচ্ছিলেন তখন নামিয়ে রাখছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৯)। তবে একজন মুমিনের কর্তব্য হলো খুশূ-খুযূসহ ছালাত আদায় করা এবং খুশূ-খুযূ নষ্ট করে এমন সব জিনিস থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

প্রশ্ন (১৬): এমনিতেই গাছ থেকে পড়ে থাকা কোনো ফল খাওয়া জায়েয হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: পথিক ক্ষুধার্ত হলে তার জন্য বাগানের গাছে থাকা ফল কিংবা নিচে পড়ে থাকা ফল খাওয়া জায়েয। তবে শর্ত হলো, তিনবার উচ্চৈঃস্বরে বাগান মালিককে ডাক দিতে হবে আর পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আমর ইবনু শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ-কে গাছে থাকা ফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি প্রয়োজনে পড়ে সেখান থেকে মুখে কিছু খেল, তার কোনো অপরাধ নেই। তবে যে ব্যক্তি সেখান থেকে কিছু নিয়ে চলে গেল, তার উপর দ্বিগুণ জরিমানা ও শাস্তি আরোপিত হবে' (আবূ দাঊদ, হা/৪৩৯০)। তাই প্রয়োজন না হলে অর্থাৎ ক্ষুধার্ত না হলে খাওয়া যাবে না। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'যখন কোনো বাগানের প্রাচীরের কাছে আসবে, তখন বাগানের মালিককে তিনবার ডাক দাও। যদি সাড়া দেয় তো ভালো; অন্যথা খেতে পার। তবে কোনো কিছু বিনষ্ট না করে' (ইবনু মাজাহ, হা/২৩০০)। আর যা গাছ থেকে পড়ে থাকে তা খাওয়া যায়।

প্রশ্ন (১৭): সাহু সাজদাতে কি কোনো দু'আ আছে বা সাহু সাজদা থেকে উঠে কোনো দু'আ আছে কি?

-আল-আমিন
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর: সাহু সিজদা ছালাতের সিজদার ন্যায়। এজন্য ছালাতের সিজদায় যে যে দু'আগুলো পড়া যায় সাহু সিজদাতেও সেই দু'আগুলো পড়তে হবে। সাহু সিজদার জন্য বা সিজদা থেকে উঠে আলাদা খাছ কোনো দু'আ পাওয়া যায় না। নিম্নোক্ত দু'আগুলো পড়া যায়,

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» «سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ» «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ »

(তিরমিযী, হা/২৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৮৭)।

প্রশ্ন (১৮): আমার প্রশ্নটি হলো, আমি শুনেছি বায়তুল্লাহয় ছালাতের কোনো নিষিদ্ধ সময় নেই। হাদীছটি কি বিশুদ্ধ?

-যাহীন যামান
সেখেরটেক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর: জি, বায়তুল্লাহয় ছালাতের নিষিদ্ধ কোনো সময়সীমা নেই। যেকোনো সময় সেখানে তাওয়াফ বা ছালাত আদায় করা যায়। জুবাইর ইবনু মুত্বইম রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, 'হে বনূ আবদে মানাফ! তোমরা দিন ও রাতের যে কোনো সময় এই ঘরের তাওয়াফ করতে এবং ছালাত আদায় করতে কাউকে নিষেধ করবে না' (সুনানে নাসাঈ, হা/২৯২৪)।

প্রশ্ন (১৯): আমাদের এখানে এক মুছল্লীর ধারণা, শীতের দিনে শরীরে চাদর দুই ভাঁজে পরলে ছালাত হবে না? একথা কতটুকু সঠিক?

-খলিল
টোক, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

উত্তর: ছালাতে কাপড় গুটিয়ে ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। তবে চাদর ভাঁজ করে ছালাত আদায় করলে তা গুটানোর অন্তর্ভুক্ত হবে না। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি

বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ‘আমি সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজদা করার জন্য নির্দেশিত হয়েছি’। কপাল দ্বারা এবং তিনি হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইশারা করে এর অন্তর্ভুক্ত করেন আর দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙুলসমূহ দ্বারা। আর আমরা যেন চুল ও কাপড় গুটিয়ে না নেই (ছহীহ বুখারী, হা/৮১২)। উমার ইবনু আবূ সালামাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উম্মু সালামার ঘরে একটি কাপড় পড়ে ছালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি এর দুই দিক দুই বিপরীত কাঁধে রেখেছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৫১৭)।

প্রশ্ন (২০): এখন বাজারে তো পুতুল অথবা হাঁস, মুরগি, পশু, পাখি অবয়বের বিভিন্ন খেলনা পাওয়া যায়। এগুলো কেনা যাবে কি এবং এইগুলো ঘরে রাখলে ছালাত হবে কি?

-রাহুল ইসলাম
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর: হাঁস-মুরগি অথবা পশুপাখির অবয়বে পুতুল বা খেলনা তৈরি করা হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘প্রত্যেক ছবি অঙ্কনকারী বা প্রস্তুতকারী জাহান্নামের অধিবাসী হবে। তার প্রস্তুতকৃত প্রতিটি ছবিকে জীবন দেওয়া হবে, সে সময় জাহান্নামে তাকে ঐগুলো শাস্তি দিতে থাকবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/২২২৫, ৫৯৬৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২১১০)। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ‘ক্বিয়ামতের দিনে ছবি বা মূর্তি নির্মাতাদের সর্বাধিক কঠিন শাস্তি হবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬৫৯)। আর এগুলো ক্রয় করাও যাবে না। কেননা এতে অন্যায়কে সহযোগিতা করা হবে, যা নিষেধ (আল-মায়েদা, ৫/২)। আর এগুলো ঘরে রেখে ছালাত আদায় করলে, সেই ছালাত শুদ্ধ হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘কুকুর অথবা ছবি থাকে এমন ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না’ (তিরমিযী, হা/২৮০৪; ইবনু মাজাহ, হা/৩৬৪৯)। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর নিকট একটা বিচিত্র রঙের পাতলা পর্দার কাপড় ছিল। তিনি তা ঘরের এক দিকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। নবী ﷺ বললেন, ‘আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দা সরিয়ে নাও। কারণ ছালাত আদায়ের সময় এর ছবিগুলো ছালাতে আমার একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৪)।

যাকাত

প্রশ্ন (২১): একটি কোম্পানির কাছ থেকে £80 মূল্যের একটি গিফট ভাউচার বা একটি উপহার কার্ড কেনা কি জায়েয হবে, যার মূল্য তাদের দোকানে বা দোকানের একটি গ্রুপে £100? এই ধরনের ভাউচারের উপর কি যাকাত ওয়াজিব?

-আফসার আলি মণ্ডল
জেটে, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য কমবেশিতে ক্রয়-বিক্রয় করা সূদ। আবূ বাকরা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা সমান সমান ছাড়া বিক্রয় করো না। রূপার বিনিময়ে রূপা সমান সমান ছাড়া বিক্রি করো না। আর রূপার বিনিময়ে সোনা এবং সোনার বিনিময়ে রূপা যেভাবে ইচ্ছে, কেনাবেচা করতে পার’ (ছহীহ বুখারী, হা/২১৮২)। স্বর্ণ-রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত কোনো বস্তু যেমন টাকা-পয়সা কমবেশিতে বিনিময় করা সূদ। গিফট ভাউচার বা উপহার কার্ড মূলত মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা কমবেশিতে ক্রয়-বিক্রয় করা। তাই গিফট ভাউচার বা উপহার কার্ড কমবেশিতে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। তবে কারো কাছে নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে তা হালাল হোক কিংবা হারাম হোক তাতে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব হয়। তদ্রূপ গিফট ভাউচার যদি কেউ কিনে রাখে আর তা অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলে নিছাব পরিমাণ হয়, তবে তাতে যাকাত দেওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন (২২): লিজের টাকা বাদ দিয়ে নাকি লিজের টাকাসহ সম্পূর্ণ উৎপাদিত ফসলের উশর দিতে হবে?

-আরিফুল ইসলাম
বিলাসী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর: নিজস্ব সম্পদ হোক বা লিজ নেওয়া হোক সম্পূর্ণ উৎপাদিত ফসলের উশর দিতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, ‘বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতীত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর (এক-দশমাংশ) উশর ওয়াজিব হয়। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ-উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ)’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৮৭)। উক্ত হাদীছে উৎপাদিত বা উৎপন্ন ফসল থেকে উশর প্রদান করতে বলা হয়েছে, যার জন্য হাদীছের মূল আরবী ইবারতে ৳ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা ব্যাপকতাকে বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ যতগুলো ফসল উৎপন্ন হবে সবগুলো থেকে উশর দিতে হবে, যদি নিছাব পরিমাণ হয়ে থাকে। লিজের টাকার সমান বাদ দিয়ে উশর দেওয়ার জন্য কোনো গ্রহণযোগ্য দলীল নেই এবং যেহেতু লিজের ক্ষেত থেকে যা ফসল উৎপন্ন হয় তা সম্পূর্ণটা চাষকারীরই জন্য হয়, সেহেতু তাকে পুরোটারই উশর দিতে হবে (আশ-শারহুল মুমতি, ৬/৮৩; মুহাল্লা ইবনু হাযম, ৪/৬৬)।

হজ্জ

প্রশ্ন (২৩): ফরয হজ্জের আগে কি উমরা পালন করা যাবে? অনেকে বলে, ফরয হজ্জের আগে উমরা পালন করা যায় না।

-সোহেল আহমেদ
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর: যাদের সামর্থ্য রয়েছে, তাদের উচিত হলো যত দ্রুত সম্ভব ফরয হজ্জ আদায় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য' (আলে ইমরান, ৩/৯৭)। তবে ফরয হজ্জ করার আগে উমরা করা যায়। কারণ যেকোনো সময় উমরা করা যায়। তার নির্ধারিত কোনো সময়সীমা নেই। ইকরিমা ইবনু খালিদ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে হজ্জের আগে উমরা আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন, এতে কোনো দোষ নেই। ইকরিমা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হজ্জের আগে উমরা আদায় করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৭৭৪)।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (২৪): মসজিদের পাশে খ্রিষ্টানদের পরিচালিত মানবিক এনজিও 'ওয়ার্ল্ড ভিশন' সংস্থা একটি পানির ট্যাংক স্থাপন করেছে। এর পানি দিয়ে ওযূ করা যাবে কি না?

-তালুকদার জাহিদুল ইসলাম জিহাদী
কবি জসীমউদ্দীন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর: জি, এর পানি দিয়ে ওযূ করা যাবে। এতে কোনো সমস্যা নেই। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন সময়ে ইয়াহূদী খ্রিষ্টানদের খাদ্য খেয়েছেন, পাত্র ব্যবহার করেছেন এবং তাদের উপহার গ্রহণ করেছেন। ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর ছাহাবীগণ জনৈকা মুশরিকা (বেদ্বীন) মহিলার চামড়ার তৈরি পাত্রে পানি নিয়ে ওযূ করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮২)। অনুরূপভাবে একজন ইয়াহূদী ছেলে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে যবের রুটি এবং বাসি চর্বির দাওয়াতে আহ্বান করলে তিনি সাড়া দিলেন এবং তা খেলেন (ইরওয়াউল গালীল, ১/৭১)।

প্রশ্ন (২৫): কোনো ছেলের বয়স ২৪ বছর। বয়স অনুযায়ী তার বিয়ে করা খুব প্রয়োজন। কিন্তু তার ঘরবাড়ি জায়গা কিছু নেই। এ অবস্থায় সে কি বিয়ে করতে পারবে?

-আব্দুর রায়হান
রংপুর।

উত্তর: বিবাহের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন হয়। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) অধ্যায় রচনা করেছেন, بَابُ تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ অর্থাৎ অভাবী লোকের বিবাহদান সম্পর্কে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি তারা অভাবী হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন' (আন-নূর, ২৪/৩২)। এরপর তিনি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, সাহল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আমার জীবনকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে এসেছি। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার দিকে তাকালেন এবং সতর্ক দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। তারপর তিনি মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলাটি দেখল, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সম্পর্কে কোনো ফয়সালা দিচ্ছেন না, তখন সে বসে পড়ল। এরপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছাহাবীদের মধ্যে একজন দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! যদি আপনার বিয়ের প্রয়োজন না থাকে, তবে আমার সঙ্গে এর বিয়ে দিয়ে দিন। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কাছে কিছু আছে কি?' সে উত্তর করল, না, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে দেখ, কিছু পাও কিনা'। এরপর লোকটি চলে গেল। ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম! আমি কিছুই পাইনি। এরপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আবার দেখ, লোহার একটি আংটিও যদি পাও। তারপর লোকটি আবার ফিরে গেল। এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তাও পেলাম না, কিন্তু এই আমার লুঙ্গি (শুধু এটাই আছে)। (রাবী) সাহল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তার কাছে কোনো চাদর ছিল না। লোকটি এর অর্ধেক তাকে দিতে চাইল। তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'সে তোমার লুঙ্গি দিয়ে কী করবে? তুমি যদি পরিধান কর, তাহলে তার কোনো কাজে আসবে না আর সে যদি পরিধান করে, তবে তোমার কোনো কাজে আসবে না। তারপর বেশ কিছুক্ষণ লোকটি নীরবে বসে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়াল। সে যেতে উদ্যত হলে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কী পরিমাণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ আছে?' সে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে এবং সে গণনা করল। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, 'এগুলো কি তোমার মুখস্থ আছে?' সে বলল, হ্যাঁ। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে তোমার কাছে এ মহিলাটিকে তোমার অধীনস্থ করে (বিয়ে) দিলাম' (ছহীহ বুখারী, হা/৫০৮৭)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, অভাবী হলেও বিবাহ করতে পারে।

প্রশ্ন (২৬): আমার কাছে এক ব্যক্তি কিছু টাকা গোপনে রেখে যায়, তিনি মারা গেছেন। এখন এই টাকা যদি আমি তাদের সন্তানদের কাছে দিতে যাই, তাহলে অনেক ঝামেলা তৈরি হবে। এখন আমি এই টাকাগুলো কি মৃতের পক্ষ থেকে মৃতের নামে দান করতে পারি? আমার কী করা উচিত?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: ব্যক্তির কাছে যে টাকা রাখা হয়েছে তা হলো তার হাতে আমানত, যা আমানতদার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। কিন্তু যেহেতু আমানতদানকারী মারা গেছে, সেহেতু শরীআতের বিধান অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে টাকাটি উত্তরাধিকারসূত্রে মৃতের ওয়ারিছদের মালিকানায় চলে গেছে। অতএব, টাকাগুলো তাদের কাছেই হস্তান্তর করতেই হবে, যা মীরাছের আয়াতসমূহ অর্থাৎ সূরা আন-নিসা এর আয়াত (১১-১২) থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের মধ্যে অন্যত্র বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হক্বদারকে ফিরিয়ে দিতে' (আন-নিসা, ৪/৫৮)। আর ঝামেলার আশঙ্কা করলে এলাকার লোকদের পরামর্শ নিয়ে হস্তান্তর করবে।

প্রশ্ন (২৭): জন্মদিনে কেউ যদি কিছু উপহার দেয়, সেটা কী করব?

-মার্জিয়া
কুড়িগ্রাম।

উত্তর: জন্মদিন পালন করা শরীআতসম্মত নয়। বরং তা হলো কুসংস্কার। কেননা এটা সালাফে ছালেহীন থেকে সাব্যস্ত নয়। উপরন্তু যারা জন্মদিন পালন করে তারা এতে এক প্রকারের বরকতের বিশ্বাস রাখে, যা হলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও এটা হলো বিধর্মীদের কৃষ্টি-কালচার, তাই তা পালন করা তাদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করার শামিল। রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে' (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)। বিধায় তাতে যা উপহার দেওয়া হয় তা গ্রহণ করা জায়েয নয়। যদি এমন উপহার দেওয়া হয়, তাহলে উপহারদানকারীকে যথাসম্ভব দ্বীনের বিধি-বিধান বোঝানোর চেষ্টা করবে। নবী ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ গর্হিত কাজ হতে দেখলে সে যেন স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগে) পরিবর্তন করে দেয়, যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ (কথা) দ্বারা এর পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে, তবে এটা ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক' (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৯)। আর যদি সে না বুঝে আর আপনাকে দিতে চায়, তাহলে আপনি যথাসম্ভব গ্রহণ না করার চেষ্টা করবেন। কেননা সেটা গ্রহণ করা তার এ গুনাহের কাজে সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা পাপ এবং অন্যায়ের কাজে একে অপরের সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২) ।

প্রশ্ন (২৮): মসজিদে বিভিন্ন সময় ফকির-মিসকীন ও বিপদগ্রস্ত লোক ইমাম ছাহেবকে এসে মুছল্লীদেরকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য বলার অনুরোধ করে। ইমাম ছাহেব না বললে সে নিজেই সালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে সাহায্যের কথা বলে। এমতাবস্থায় ইমাম ছাহেব, মসজিদ কমিটি ও মুছল্লীদের করণীয় কী?

-শাহিদুল ইসলাম
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: একজন সায়েলকে সাহায্য করার জন্য মসজিদের ইমাম বা কমিটির কেউ কিছু না বলাই উত্তম। এতে সায়েলকে উৎসাহিত করা হয়। এমনিভাবে সায়েল নিজেও জনগণের সামনে মসজিদে দাঁড়িয়ে বলাটা অপছন্দনীয়। এমতাবস্থায় সায়েল মসজিদের বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং মুছল্লীগণ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করবে। আব্দুল্লাহ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পর্যাপ্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে, সে কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলে অসংখ্য যখম, নখের আঁচড় ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উপস্থিত হবে'। কেউ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সম্পদশালী কে? তিনি বললেন, 'পঞ্চাশ দিরহাম অথবা এ মূল্যের স্বর্ণ (যার আছে)' (আবূ দাঊদ, হা/১৬২৬)।

প্রশ্ন (২৯): মহিলারা তাদের পিতামাতার কবরে গিয়ে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দু'আ করতে পারবে কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম
ভবানিপুর, বাবুলিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর: হ্যাঁ, মহিলারা পিতামাতার কবরে গিয়ে তাদের কবর যিয়ারত করতে পারে। তবে সেখানে গিয়ে বিলাপ করতে পারবে না। আনাস رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের নিকট ক্রন্দনরত এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন বলেছিলেন, 'আল্লাহকে ভয় করো, ধৈর্য ধারণ করো' (ছহীহ বুখারী, হা/১২৫২)। আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন সেই ঘরে প্রবেশ করতাম যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুয়ে আছেন, তখন আমি আমার চাদর খুলে রাখতাম। আমি মনে মনে বলতাম, তিনি তো আমার স্বামী আর অপরজনও আমার পিতা। কিন্তু যখন উমারকে এখানে তাদের সাথে দাফন করা হলো, আল্লাহর কসম! তখন থেকে আমি যখনই ঐ ঘরে প্রবেশ করেছি, উমারের কারণে লজ্জায় শরীরে চাদর পেঁচিয়ে রেখেছি (মুসনাদে আহামদ, হা/২৫৬৬০)।

প্রশ্ন (৩০):আমাদের গ্রামে অনেক পুরাতন একটি মসজিদ আছে। যার অবস্থা অনেক জরাজীর্ণ। এমতাবস্থায় আমরা অন্য একটি স্থানে নতুন একটি মসজিদ তৈরির পরিকল্পনা করছি। এখন পুরাতন এই মসজিদের স্থানে অন্য কিছু করা যাবে নাকি জায়গাটি ফাঁকা রাখতে হবে?

-পারভেজ মোশারফ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর: শারঈ কারণবশত মসজিদ স্থানান্তর করলে পূর্বের জায়গা বিক্রি করা যাবে, বিক্রয়লব্ধ অর্থ নতুন মসজিদে ব্যয় করা যাবে এবং পূর্বের জায়গাটি যে কিনবে সে স্বাধীনভাবে তা ব্যবহার করতে পারবে। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর যুগে কূফার দায়িত্বশীল ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)। একদা মসজিদ হতে বায়তুল মাল চুরি হলে সে ঘটনা উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে জানানো হয়। তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তরিত হয় এবং পূর্বের স্থান খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় (মাজমূউল ফাতওয়া লি ইবনে তায়মিয়াহ, ৩১/২১৭)। একদা ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যদি মসজিদে স্থান সংকুলান না হয় এবং স্থানটি সংকীর্ণ হওয়ার কারণে তার চাইতে প্রশস্ত স্থানে মসজিদ স্থানান্তর করা হয় অথবা মসজিদটি জীর্ণ ও বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ঐ মসজিদ ও তার মাটি বিক্রি করে অন্যত্র নতুন মসজিদ প্রতিষ্ঠায় তা ব্যয় করতে হবে, যা আগের চাইতে অধিক কল্যাণকর হয়। এমতাবস্থায় বিক্রীত জমিতে যেকোনো বৈধ স্থাপনা করা যাবে (মাজমূউল ফাতওয়া লি ইবনে তায়মিয়াহ, ৩১/২১৬, ২২৪, ২২৭, ২৩৩)।

প্রশ্ন (৩১): মূর্তির কিছু অংশবিশিষ্ট সোনার গহনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনো কারিগর মূর্তির অংশটুকু বাদ দিয়ে গহনার বাকি অংশের কাজ করতে পারবে কি?

-আফসার আলি মণ্ডল
জেটে, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: যে গহনায় মূর্তির কাজ করা হবে বা মূর্তি বসানো হবে বলে স্পষ্টভাবে জানা যায় এমন গহনার কাজ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা পাপ কাজে কোনো প্রকার সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন। এমন কাজে সহযোগিতা করা তা সমর্থন করার শামিল। তিনি বলেন, ‘তোমরা ভালো ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৩২): এলাকার ঈদগাহ মাঠে অবসর সময়ে খেলাধুলা (ক্রিকেট/ফুটবল) করা যাবে কি?

-ফাইসাল আহমেদ
চন্দ্রিমা, রাজশাহী।

উত্তর: শরীআতের সীমারেখা ঠিক রেখে ঈদগাহ মাঠে শরীরচর্চা বা খেলাধুলা করা যায়। যেমন- খেলাটি জুয়া খেলা না হওয়া, গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে না খেলা। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আড়ালে হাবশীদের মসজিদে খেলা করতে দেখেছি। এ দেখে উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাদের ধমকালেন। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ‘তাদের নিরাপদে ছেড়ে দাও’ (ছহীহ বুখারী, হা/৯৮৮)।

প্রশ্ন (৩৩): আরবী হরফ লেখা কাপড়ের তৈরি চার্ট বা আরবী লেখা কাগজ আগুনে পোড়ানো যাবে কি?

-আব্দুল কাইয়ুম
বগুড়া।

উত্তর: আরবী হরফে লেখা কোনো কাগজপত্র আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এমনকি কুরআন বা কুরআনের আয়াত সংবলিত কোনো বই-খাতা, পত্র-পত্রিকা, চার্ট ইত্যাদি অবজ্ঞা হওয়া থেকে তা রক্ষার্থে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কুরআনকে জমা করার পর উছমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কুরআনের লিখিত মুছহাফসমূহের এক একখানা মুছহাফ এক এক প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং এছাড়া আলাদা আলাদা বা একত্রিত কুরআনের যে কপিসমূহ রয়েছে তা জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৮৭)।

প্রশ্ন (৩৪): মেসেঞ্জার বা অনলাইনে কারো সাথে কথা বলা শেষ হলে, বৈঠক ভঙ্গের দু‘আ পড়া যাবে কি?

-হোসনে মোবারক
চিলমারী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর: কেউ কারো সাথে একাকী কথা বলা শেষে সালাম বিনিময় করবে আর সভা, মিটিং, প্রোগ্রাম, কোনো আলোচনার বৈঠক বা অনুষ্ঠানসমূহের শেষে উক্ত দু‘আ পাঠ করতে হবে। সেক্ষেত্রে অনলাইনে কোনো প্লাটফর্মে যদি অনেকের অংশগ্রহণে কোনো আলোচনা বা বৈঠক আয়োজিত হয়, তাহলে উক্ত দু‘আ পড়তে হবে। দু‘আটি হলো, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ‘হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত আর কোনো মা‘বূদ নেই, তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘যে লোক কোনো মজলিসে বসে সেখানে প্রয়োজন ছাড়া অনেক কথাবার্তা হয়, সে উক্ত মজলিস হতে উঠে যাওয়ার আগে যদি উক্ত দু‘আ বলে; তাহলে উক্ত মজলিসে তার ভুলত্রুটি ও গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে’ (তিরমিযী, হা/৩৪৩৩)।

প্রশ্ন (৩৫): মুসাফাহা করে হাতে এবং কপালে চুমু দেওয়া যাবে কি?

-লুতফাতুল ইসলাম নোবেল
বাইশগাঁও, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।

উত্তর: হাতে ও কপালে চুম্বন করা যাবে না। যদি হাতে চুম্বন বৈধ হয়, তাহলে পায়ে চুম্বনও বৈধ হবে। বরং মুসাফাহা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল, যা করলে গুনাহ মাফ হয়। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক সময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাদের কোনো ব্যক্তি তার ভাই কিংবা বন্ধুর সাথে দেখা

করলে সে কি তার সামনে ঝুঁকে (নত) যাবে? তিনি বললেন, ‘না’। সে আবার প্রশ্ন করল, তাহলে কি সে গলাগলি করে তাকে চুমু খাবে? তিনি বললেন, ‘না’। সে এবার বলল, তাহলে সে তার হাত ধরে মুসাফাহা (করমর্দন) করবে? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ’ (তিরমিযী, হা/২৭২৮)। আল-বারাআ রাযিয়াল্লা-হু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘দুইজন মুসলিম পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়’ (আবূ দাঊদ, হা/৫২১২)।

প্রশ্ন (৩৬): অভিনয় করে শিক্ষণীয় নাটক করা কি জায়েয?

-আরিফ
পারুয়ারা, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর: মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অশ্লীলতা-বেহায়াপনা মুক্ত ও কুরআনে বর্ণিত গল্প, নবীগণ ও ছাহাবায়ে কেরামের চরিত্র অভিনয় না করে অন্য যেকোনো শিক্ষণীয় বা প্রতিবাদমূলক নাটক করাতে কোনো সমস্যা নেই। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিন, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে সওয়ারী দিন। তিনি বললেন, ‘আমি তোমাকে উটের বাচ্চার পিঠে চড়াব’। লোকটি বলল, আমি উটের বাচ্চা দিয়ে কী করব? তিনি বললেন, ‘উট তো উটই জন্ম দিয়ে থাকে’ (আবূ দাঊদ, হা/৪৯৯৮; আল-জামেউল মুসনাদ, হা/২৫৩)।

প্রশ্ন (৩৭): আমরা জানি যে যোগ-ব্যায়াম হিন্দুদের থেকে এসেছে। এই যোগ-ব্যায়ামের মধ্যে এক প্রকার আসন রয়েছে যেটাকে সূর্য নমস্কার বলা হয়। হিন্দুরা এর মাধ্যমে সূর্যের উপাসনা করে আর আমাদের দেশে সমস্ত সামরিক এবং আধা-সামরিক বাহিনীতে যোগ-ব্যায়াম করানো হয়; কিন্তু হিন্দুরা যখন এর মাধ্যমে সূর্যের উপাসনা করে, তখন কিছু কুফরী বাক্য বা মন্ত্র পাঠ করে। কিন্তু আমাদের চাকরির ক্ষেত্রে সেই মন্ত্রগুলো পাঠ করা হয় না। মেডিটেশন নামে কিছু কুফরী বাক্য পাঠ করা হয় আর মুসলিমরা এই চাকরিতে যুক্ত রয়েছে, তারা সেই কুফরী বাক্যগুলো কখনো পাঠ করে না; কিন্তু তাদের সেখানে অবস্থান করতে হয়। মুসলিমদের জন্য কি যোগ শুধুমাত্র শরীরচর্চার জন্য বাধ্য হয়ে করা যাবে নাকি মুসলিমরা এতে অংশগ্রহণ করলে মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে?

-আসিফ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: যোগ-ব্যায়ামে বিজাতীয়দের সংস্কৃতির অনুসরণ করা হয়। কাজেই এই সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যায়াম থেকে দূরে থাকতে হবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে’ (আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)। তবে মুসলিমদের সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া জরুরী একটি কাজ। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে...’ (আল-আনফাল, ৮/৬০)। তাই এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শরীআতের সীমা ঠিক রেখে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন না করে শিক্ষাগ্রহণ করা যাবে, এতে কোনো বাধা-নিষেধ নেই। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, বদর যুদ্ধে কিছু বন্দি ফিদইয়া দিতে পারল না। ফলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ফিদইয়া নির্ধারণ করলেন যে, তারা আনছারদের সন্তানদের হাতের লিখা শিক্ষা দিবে... (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২১৬; জামেউল মাসানীদ, হা/৩০৯৫)।

প্রশ্ন (৩৮): আমাদের এলাকার সমিতি থেকে মানুষকে গরু কিনে দেওয়া হয়, যা পরবর্তীতে কিস্তিতে আদায় করা হয়। এটা কি সূদ বা শরীআতের মানদণ্ডে এটা কেমন পাপ? এটা কি জায়েয?

-জুবায়ের
নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

উত্তর: না, এটা সূদ হবে না এবং পাপ হবে না। যদি চুক্তির সময় গরুর মূল্য নির্দিষ্ট করা থাকে এবং তাতে যদি উভয় পক্ষ সম্মত থাকে, তাহলে এমন লেনদেন জায়েয। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বারীরাকে মুক্ত করেছিলেন কিস্তির ভিত্তিতে টাকা দেওয়ার বিনিময়ে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৬)। তবে এরূপ শর্ত থাকা যাবে না যে, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। যেমন- এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করলে ১০০ টাকা এবং দুই মাসের মধ্যে পরিশোধ করলে ১২০ টাকা ইত্যাদি। একে বলা হয় একের মধ্যে দুই বিক্রয়, যা সুস্পষ্ট হারাম। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই বিক্রির মধ্যে দুই রকমের বিক্রি হতে নিষেধ করেছেন (মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/২৪৪৪; তিরমিযী, হা/১২৩১)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩৯): Foreign Exchange বা সংক্ষেপে Forex Trading কি হালাল নাকি হারাম? যেহেতু এখানে ইসলামী, অনৈসলামী দুই বিষয়ই আছে এবং অনেকে এটাকে হারাম বলেছেন।

-মো. আব্দুল আহাদ
শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর: ফরেক্স ট্রেডিং (Forex Trading) হলো লাভ করার উদ্দেশ্যে ভিন্ন মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়। যেহেতু বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মান ভিন্ন ভিন্ন এবং এখানে এক মুদ্রার বিপরীতে অন্য মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাই তা বৈধ। তবে কয়েকটি শর্ত মেনে ব্যবসাটি করতে হবে- (ক) সূদমুক্ত ইন্টারেস্ট ফ্রি

একাউন্ট দিয়ে ট্রেড করতে হবে, (খ) বিপরীত জাতীয় মুদ্রার ট্রেডে লাভ করতে হবে। একই জাতীয় মুদ্রার ট্রেডে কমবেশি করা যাবে না। যেমন- ডলারের বিপরীতে ডলার বিক্রি করে লাভ করলে, তা হারাম হবে। ডলারের বিপরীতে টাকা বা টাকার বিপরীতে রিয়াল। এমন ভিন্ন মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ করা জায়েয, (গ) নগদ হাতে হাতে ক্রয়-বিক্রয় করতে হবে। বাকিতে মুদ্রার বিনিময় হলে তা সূদ হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'নগদ হাতে হাতে লেনদেন ছাড়া সোনার বদলে সোনা বিক্রি, গমের বদলে গম বিক্রি, খেজুরের বদলে খেজুর বিক্রি, যবের বদলে যব বিক্রি করা সূদ হিসেবে গণ্য' (ছহীহ বুখারী, হা/২১৩৪)। তিনি আরও বলেন, 'গমের বিনিময়ে গম এবং যবের বিনিময়ে যব সমপরিমাণ হতে হবে। কিন্তু যবের বিনিময়ে গম বিক্রয় করলে যব অধিক হলেও তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু হাতে হাতে লেনদেন হতে হবে, বাকিতে বিক্রয় করা চলবে না' (নাসাঈ, হা/৪৫৬৩)।

প্রশ্ন (৪০): মানতকৃত পশুর গোশত, যার সুস্থতা অথবা বিপদমুক্তির জন্য মানত করা হয়েছে; তিনি এবং তার আত্মীয়-স্বজনরা তা খেতে পারবে কি?

-তানজিলা
বরিশাল।

উত্তর: মানতকারী যদি কোনো দরিদ্র-অসহায়দের জন্য মানত করে বা সাধারণ মানত করে, তাহলে তা গরীব-অসহায়দেরকে দিয়ে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে অন্য কাউকে দেওয়া বৈধ হবে না আর নযরকারী যদি তার বাড়িতে পশু যবেহ করে ও তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজনের জন্য মানত করে; তাহলে সেই ব্যক্তি, তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন বা তার বন্ধুবান্ধব তা থেকে খেতে পারবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেন, 'নিশ্চয় কর্মসমূহ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল' (ছহীহ বুখারী, হা/১)। তবে মানত না করাই উচিত। মানত সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমরা মানত করো না। মানত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। এটি কৃপণের সম্পদ থেকে কিছু অংশ বের করে আনে মাত্র' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৬০৮)।

পারিবারিক জীবন

প্রশ্ন (৪১): আমি অলী ছাড়া বিয়ে করেছি। পরে জানতে পারলাম যে, অলী ছাড়া বিয়ে বাতিল। পরবর্তীতে তিনবারে মেয়েকে তিন তালাক প্রদান করেছি। এখন কি মেয়েটাকে আমার মোহর দেওয়া লাগবে?

-বাপ্পি
আসাম, ভারত।

উত্তর: প্রথমত, যেহেতু উক্ত বিবাহ সিদ্ধ হয়নি সেহেতু তিনবারে তিন তালাক প্রদান করা অর্থহীন। কারণ তাদের বিয়েই হয়নি। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে নারী অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করল তার বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল' (তিরমিযী, হা/১১০২; আবূদাঊদ, হা/২০৮৩)। দ্বিতীয়ত, তাকে মোহরানা দিতে হবে। রাসূল ﷺ বলেন, 'যে কোনো মহিলা তার অলীর অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে করবে তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল। যদি এরপর স্বামী তার সাথে সহবাস করে, তবে স্ত্রী মোহরানার হক্বদার হবে। যেহেতু তার স্বামী তার লজ্জাস্থানকে হালাল মনে করে ভোগ করেছে' (তিরমিযী, হা/১১০২; ইবনে মাজাহ, হা/১৮৭৯)। তবে এখন তার সাথে সংসার করতে চাইলে নতুন মোহর নির্ধারণ করে অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ করতে হবে।

প্রশ্ন (৪২): মেয়ে ফোনে কবুল বলে আর ছেলে মেয়ের ৩ জন বন্ধুর সামনে কাজী বা ইমাম ছাড়াই কবুল বলে। দেনমোহর, মেয়ের বাবার অনুমতি কিছুই ছিল না। তারা একসাথে থাকেনি আর ছেলের নিয়্যতও ছিল না বিয়ে করার। কিছুদিন পরে ছেলে সম্পর্ক শেষ করে এইটা বলে যে, তার সাথে থাকা সম্ভব নয়, তাদের সব শেষ, বিয়েটা ভুয়া ছিল। মেয়ের পরে বিয়ে হয় একদম শরীআহ মেনে। মেয়ের বাবা বিয়ে দেয়। কিন্তু ওই ছেলের সাথে মেয়ে আর তার স্বামী যোগাযোগ করলে সে বলে যে তালাক কোনোভাবেই দিবে না। কারণ কোনো বিয়েই হয়নি। তার স্বামী যেন সুখে তার সাথে সংসার করে। এখন তালাক না নেওয়ায় মেয়ের পরের বিয়ে কি বৈধ হয়েছে?

-শাহরিয়ার
ঢাকা।

উত্তর: উক্ত বিবাহে যেহেতু মেয়ের অলী ছিল না, সুতরাং উক্ত বিবাহ বৈধ হয়নি। কেননা মেয়ের অলী ব্যতীত বিবাহ বৈধ হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে নারী অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করল তার বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল' (তিরমিযী, হা/১১০২)। যেহেতু বিবাহ সিদ্ধ হয়নি, সুতরাং সেই বিবাহে তালাকের প্রয়োজন নেই। পরবর্তীতে শরীআহ অনুযায়ী মেয়ের বাবার মাধ্যমে যে বিবাহ সংঘঠিত হয়েছে উক্ত বিবাহ বৈধ হয়েছে এবং মেয়ে তার স্বামীর সংসার করতে পারে।

প্রশ্ন (৪৩): আমার স্ত্রী ও আমি দুজনেই থ্যালাসেমিয়া বাহক, আমাদের একটা ছেলে আছে থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট। এখন বাচ্চা নিতে গেলে ডাক্তার বলছে, তিন মাসে পরীক্ষা করে

থ্যালাসেমিয়া থাকলে বাচ্চা নষ্ট করতে হবে। এখন আমরা বাচ্চা নিলে কীভাবে নেব? বাচ্চা নষ্ট করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: ডাক্তার বা কারো এমন পরামর্শ বিশ্বাস করা ভাগ্যকে অস্বীকার করার শামিল। কাজেই এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। গর্ভে বাচ্চা আসার পর তাকে নষ্ট করা বাচ্চা হত্যা করার শামিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না' (আল-ইসরা, ১৭/৩২)। থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia) একটি অটোজোমাল মিউট্যান্ট প্রচ্ছন্ন জিনঘটিত বংশগত রক্তের রোগ। এই রোগে রক্তে অক্সিজেন পরিবহণকারী হিমোগ্লোবিন কণার উৎপাদনে ত্রুটি হয়। থ্যালাসেমিয়া ধারণকারী মানুষ সাধারণত রক্তে অক্সিজেন এর স্বল্পতা বা অ্যানিমিয়াতে ভুগে থাকেন। অ্যানিমিয়ার ফলে অবসাদগ্রস্ততা থেকে শুরু করে অঙ্গহানি ঘটতে পারে এবং এমন মানুষ থেকে যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবে তারও এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার শতকরা ২৫ ভাগ সম্ভাবনা থাকে (উইকিপিডিয়া)। আল্লাহ তো মাখলূক সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের চাইতে অনেক বেশি দয়াময় ও দয়াশীল। তিনি যদি এই ধরনের বাচ্চা সৃষ্টি করেন, তাতে অবশ্যই তার কোনো প্রজ্ঞা আছে, যা হয়তো আমরা জানতে পারি না। অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, ডাক্তারগণ পেটের ছেলেকে রোগাক্রান্ত বলে থাকেন। কিন্তু সন্তান তার বিপরীতে ভালো অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে অথবা যত খারাপ বলা হয়েছে, তত হয় না; কিছু সমস্যা থাকে, যা অপারেশন অথবা বিভিন্ন চিকিৎসার মাধ্যমে সংশোধন করা সম্ভব হয়। আর যদি আমরা মেনেও নেয় যে, বাচ্চা ঐরূপই রোগাক্রান্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করবে; তাও তাকে নষ্ট করা বৈধ হবে না। কেননা তার জন্ম যদি হয়েই যেত, তারপরেও কি আমরা তাকে হত্যা করতে পারতাম? এ সন্তানটিই আপনাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রবেশের মাধ্যম হতে পারে। কেননা হাদীছে রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি কোনো মানুষ দুইজন মেয়ের লালনপালন করে জান্নাতে যেতে পারে (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৫৪৭); তাহলে আপনি এই দুর্বল ছেলের লালনপালন করে ইনশা-আল্লাহ জান্নাতের হক্বদার হতে পারবেন। এমনটাও সম্ভব যে, এই ছেলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য রিযিকের দরজা উন্মুক্ত করে দিবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ ক্ষমতাবান (আশ-শূরা, ৪২/৫০)।

প্রশ্ন (৪৪): চাচাতো ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি?

-মো. গোলাম রাব্বানি
গোয়ালকান্দা, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর: ইসলামে ১৪ জন মাহরাম নারী ব্যতীত অন্য সব নারীকে বিবাহ করা বৈধ। যেখানে নিজ চাচাতো বোনকে বিবাহ করা বৈধ, সেখানে চাচাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করাতে কোনো সমস্যা নেই। যারা মাহরাম বা যাদেরকে বিবাহ করা হারাম তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে, তোমাদের মেয়েদেরকে, তোমাদের বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে, তোমাদের খালাদেরকে, (নিজ) ভাতিজিদেরকে, (নিজ) ভাগ্নীদেরকে, তোমাদের সে সব মাতাকে যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোনদেরকে, তোমাদের শ্বাশুড়িদেরকে, তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছ সে সব স্ত্রীর অপর স্বামী থেকে যে সব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে তাদেরকে; আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলিত না হয়ে থাক, তবে তোমাদের উপর কোনো পাপ নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং দুই বোনকে একত্র করা (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে)' (আন-নিসা, ৪/২৩)। সুতরাং চাচাতো ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে। এছাড়া রাসূল ﷺ স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে তার চাচাতো ভাই আলী رضي الله عنه-এর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন (৪৫): কোনো নিঃসন্তান মহিলার সম্পদের ওয়ারিছ হবেন কারা?

-রবিউল ইসলাম
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

উত্তর: স্ত্রী সন্তান রেখে মারা গেলে স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর নিঃসন্তান হয়ে মারা গেলে স্বামী তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে (আন-নিসা, ৪/১২)। এছাড়াও তার মা-বাবা এবং ভাইবোনের সম্পদের অংশ হারে অংশীদার হবে।

আয়াত ও হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৬): 'আল্লাহকে স্মরণ করো প্রত্যেক পাথর ও গাছের নিকট' (সিলসিলা ছহীহা, হা/৩৩২০; আদর্শ পুরুষ, পৃ. ৩৩)-এর ব্যাখ্যা কী?

-মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর।

উত্তর: এর ব্যাখ্যা হলো সর্বদা সর্বত্র আল্লার যিকির করো অর্থাৎ একজন বান্দার যিকির করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা পদ্ধতির প্রয়োজন নেই। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, মজলিসে বা অন্য কোনো স্থানে আল্লাহর যিকির করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি

সম্বন্ধে চিন্তা করে আর বলে, ‘হে আমাদের রব! আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি’ (আলে ইমরান, ৩/১৯১)। এগুলো একেকটি আল্লাহর নিদর্শন।

প্রশ্ন (৪৭): ফেরাউন, নমরুদের মৃত্যুর পর ৪০ দিন বৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে জমি উর্বর হয়েছিল। এ কথা কি সঠিক?

-তানভীর হাসান রায়হান
অক্সিজেন, চট্টগ্রাম।

উত্তর: এরকম কোনো বর্ণনা কুরআন-হাদীছে পাওয়া যায় না। এটি একটি বানোয়াট ভিত্তিহীন কথা।

প্রশ্ন (৪৮): ‘কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে দুনিয়াতে ভালোবাসে, কিন্তু তাকে বিবাহ করতে না পারে, তারপর তার মোহরানা পরিমাণ দান করে দিয়ে আল্লাহর কাছে তাকে আখেরাতের জন্য স্ত্রী হিসেবে চায়; তাহলে আল্লাহর কাছে সে এটা পেয়ে যাবে আশা করা যায়’ (আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, ৫/৪৬১)-শরীআতে এর কোনো ভিত্তি আছে কি?

-আয়াত উল্যা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর: মোহরানা পরিমাণ দান করা নিয়ে যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, এটা বানোয়াট কথা। এক্ষেত্রে সঠিক মাসআলা হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি জান্নাতে যায়, তাহলে সে তার দুনিয়ার স্বামীর স্ত্রী হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতে প্রবেশ করো...’ (আয-যুখরুফ, ৪৩/৭০)। একাধিক স্বামী বিশিষ্ট স্ত্রী হলে আর সকলেই জান্নাতে গেলে শেষ স্বামীর সাথেই সে জান্নাতে থাকবে। হুযায়ফা রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার স্ত্রীকে বলেন, তুমি যদি আমার সাথে জান্নাতে স্ত্রী হিসেবে থাকতে চাও; তাহলে আমার পর আর কাউকে বিয়ে করো না। কেননা মহিলা তার শেষ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে। এজন্যই তো আল্লাহ নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের উপর তাঁর মৃত্যুর পর অন্য কাউকে বিবাহ করা হারাম করেছেন। কেননা তারা জান্নাতে তাঁর স্ত্রী হিসেবে থাকবে (আস-সুনানুল কুবরা, হা/১৩৪২১)। আর যদি কোনো ছেলেমেয়ের বিবাহ না হয়, তাহলে আল্লাহ জান্নাতে বিয়ে দিয়ে দিবেন। কেননা জান্নাতে অবিবাহিত কেউ থাকবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘জান্নাতে কোনো অবিবাহিত থাকবে না’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৩৬৯)। সুতরাং অবিবাহিত অবস্থায় দুনিয়ার পছন্দনীয় কন্যাটি যদি জান্নাতে যায় আর সে তাকে বিবাহ করতে চায়, তাহলে আল্লাহ চাহে তো তার সাথে তার বিবাহ পড়িয়ে দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের মন যা চায় তাই সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে’ (ফুছছিলাত, ৪১/৩১)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৯): নতুন কবরে ৪০ দিন বাতি জ্বালিয়ে রাখলে কি কোনো ছওয়াব হবে নাকি গুনাহ হবে? জানতে চাই।

-বাদল সরকার
বিন্নাটি, কিশোরগঞ্জ সদর।

উত্তর: কবর নতুন হোক বা পুরাতন, ৪০ দিনের জন্য হোক অথবা তার থেকে কম-বেশি কবরে বাতি জ্বালানো হারাম এবং কাবিরা গুনাহ (মাজমূউল ফাতাওয়া, ৩১/৪৫)। অনুরূপভাবে কবরে বাতি জ্বালানোর কাজ একটা অনর্থক কাজ, যা টাকা-পয়সার অপচয় বৈ কিছুই নয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ’ (বনী ইসরাইল, ১৭/২৭)। অধিকন্তু কবরে বাতি জ্বালানোর মধ্যে কবরের প্রতি এক প্রকারের সম্মান (তা‘যীম) প্রদর্শিত হয়, যা মূর্তির প্রতি সম্মানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই তা হারাম হবে (মুগনী ইবনু ক্বুদামা, ২/৩৭৯)। তবে যদি রাতে জানাযা ও দাফন করার জন্য আলোর প্রয়োজন হয়, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (৫০): কেউ যদি ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা খেলাফ করে, তাহলে তার কাফফরা কী?

-আব্দুল আওয়াল
কাঁটাখালি, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর: মানুষ যে সব মাধ্যমে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারে তার অন্যতম হলো কথা দিয়ে কথা রাখা। ইসলামে কথা দিয়ে কথা রাখা অপরিহার্য একটি বিষয়। এ গুণটি যার পদস্খলন হবে সে নিফাকীর দিকে ধাবিত হয়েছে বলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মুনাফিকের আলামত তিনটি। কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, আমানত রাখলে খেয়ানত করে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৩৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭)। ওয়াদা যদি আল্লাহর নামে করা হয়, তাহলে তা হবে শপথ আর শপথ ভঙ্গের কাফফারা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ তোমাদের অনর্থক কসমের ব্যাপারে পাকড়াও করবেন না; কিন্তু তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন সে কসমের ব্যাপারে যা তোমরা দৃঢ়ভাবে করে থাক। সুতরাং এর কাফফারা হলো দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো অথবা তাদের পোশাক পরানো অথবা একজন দাস আযাদ করা। যদি কেউ এগুলো করতে না পারে, তাহলে সে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে’ (আল-মায়েদা, ৫/৮৯)।

আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ

আল্লামা মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ সংকলিত

বিষয়ভিত্তিক ছহীহ হাদীছসমগ্র

মাকতাবাতুস সালাফ

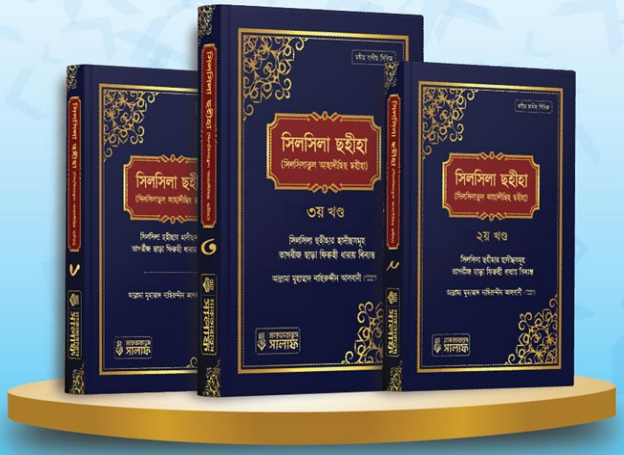

সিলসিলা ছহীহা

মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

১ম খণ্ড	৫১২ পৃষ্ঠা	৫০০ টাকা
২য় খণ্ড	৫৭২ পৃষ্ঠা	৫৮০ টাকা
৩য় খণ্ড	৫০৪ পৃষ্ঠা	৬২০ টাকা

মাকতাবাতুস সালাফ

কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত

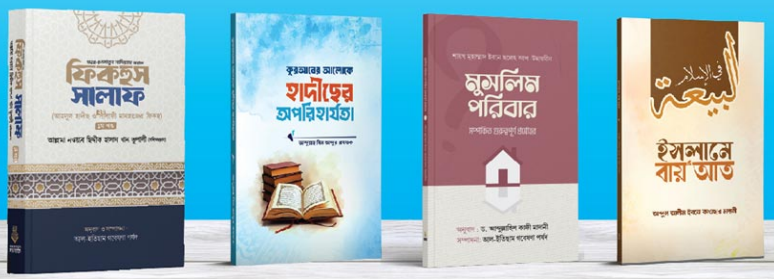

৫৬৮ পৃষ্ঠা	৮০ পৃষ্ঠা	১০৪ পৃষ্ঠা	৮০ পৃষ্ঠা
৬৫০ টাকা	৯০ টাকা	১০০ টাকা	৯০ টাকা

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। ০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf

তুবা পাবলিকেশন কর্তৃক

সদ্য প্রকাশিত

ফিলিস্তীন

ও সমসাময়িক মুসলিম বিশ্ব

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

পৃষ্ঠা : ২৪৮ মূল্য : ১৭০ টাকা

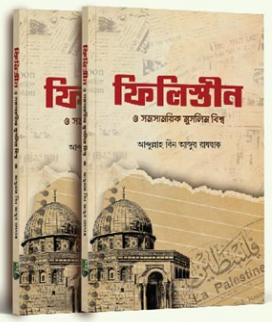

এছাড়াও তুবা পাবলিকেশনের অন্যান্য বই পেতে ভিজট করুন tubapublication.com

রাজশাহী

নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী

মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

বাংলাবাজার

গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫০

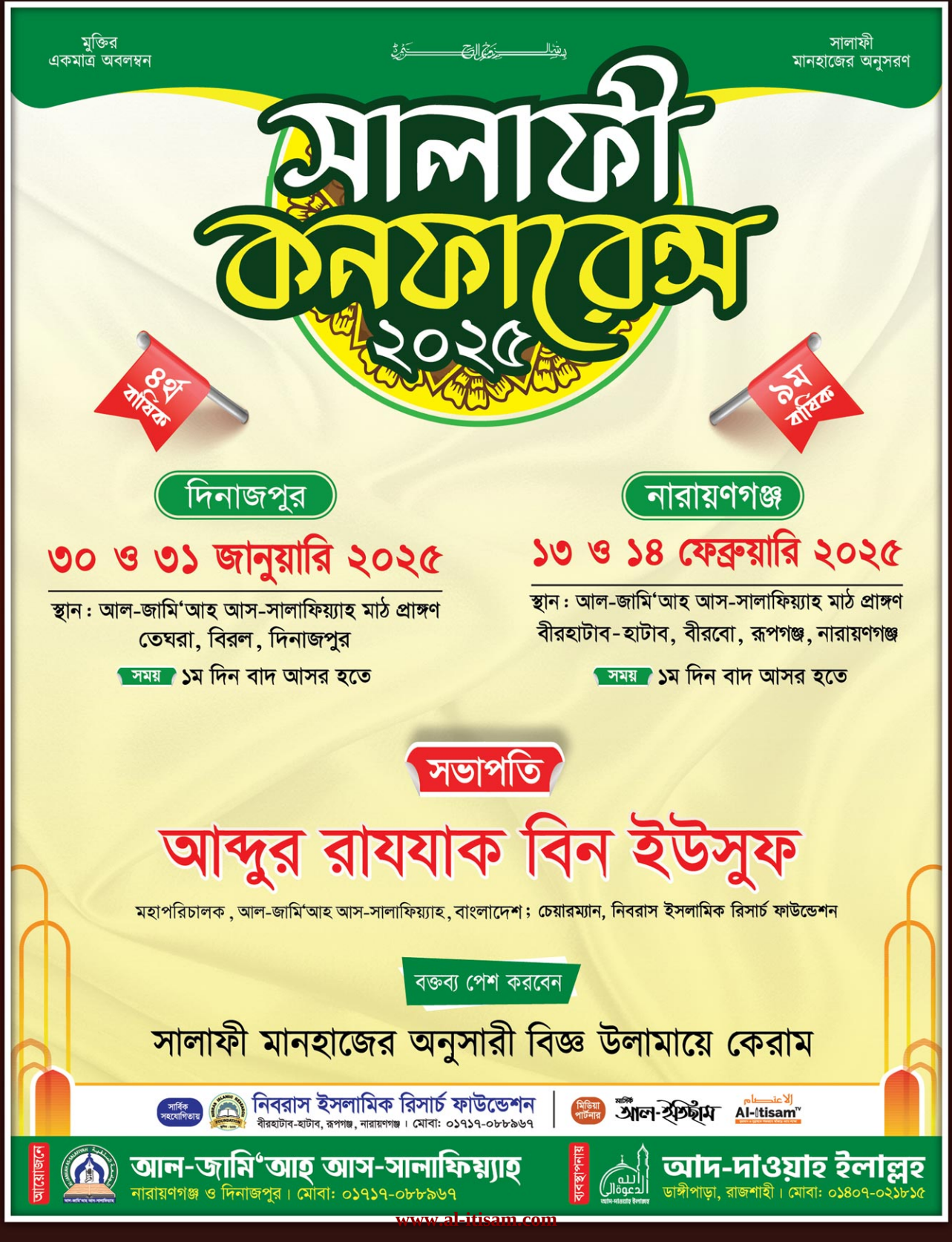

www.al-itisam.com